NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ পৌরাণিক এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের দোল উৎসব

ঘুরে-ট্যুরেতে আজ পড়ুন নেপাল পাহাড়ের রাজকন্যা কণ্যম ৮

কলকাতা ১২ মার্চ ২০২৫ ২৭ ফাল্গুন ১৪৩১ বুধবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৭০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 12.3.2025, Vol.18, Issue No. 270 8 Pages, Price 3.00

ফোটো ক্যাপশনমরিশাসের সর্বোচ্চ সম্মানে সম্মানিত হবেন মোদিমরিশাসের সর্বোচ্চ সম্মানে সম্মানিত হবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২০১৫ সালের পর দ্বিতীয়বার বন্ধু দেশে গিয়েছেন মোদি। আর তারপরই এই ঘোষণা করলেন মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী নবীনচন্দ্র রামগুলাম। মরিশাস সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জাতীয় দিবস উদযাপনে প্রধান অতিথি হিসেবে এই দেশে আমন্ত্রিত মোদি। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রী বীণা রামগুলামকে ভারতের তরফে 'ওভারসিজ সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া' তথা ওসিআই কার্ড দেওয়া হবে। এরপরই মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন সেদেশের সর্বোচ্চ সম্মানে সম্মানিত করা হবে মোদিকে।

পশ্চিমবঙ্গে মমতার নেতৃত্বে মুসলিম লিগ টু সরকার চলছে: শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বিধানসভায় উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানাল বিজেপি। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গে এখন কার্যত 'মুসলিম লিগ টু' সরকার চলছে, যেখানে হিন্দুরা ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। সোমবারের মতো মঙ্গলবারও বিধানসভা উত্তাল হয় বিজেপি বিধায়কদের প্রতিবাদে। বিজেপির দাবি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে লাগাতার হামলা হলেও রাজ্য সরকার তা বন্ধ করতে ব্যর্থ। এই ইস্যুতে মুলতুবি প্রস্তাব আনতে চাইলেও বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তা খারিজ করে দেন। এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ বিজেপি বিধায়করা বিধানসভার ভিতরে স্লোগান দিতে থাকেন এবং প্রতিবাদ জানিয়ে ওয়াকআউট করেন। বিজেপি বিধায়কদের ক্ষোভ এতটাই চরমে ওঠে যে, তাঁরা বিধানসভার কার্যবিধির নথি ছিঁড়ে ফেলেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে স্পিকার ঘোষণা করেন, যদি এমন পরিস্থিতি চলতে থাকে, তাহলে আগামী দিনে বিজেপি বিধায়কদের কোনও কার্যবিবরণী বা বুলেটিন সরবরাহ করা হবে না। তাঁর এই সিদ্ধান্তে আরও ক্ষুব্ধ হন বিজেপি বিধায়করা। শুভেন্দু অধিকারী একে 'সংবিধানের বিরলতম ঘটনা' বলে অভিহিত করেন এবং পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'আমরা প্রতিদিন এক দিস্তা করে কাগজ নিয়ে আসব এবং প্রয়োজনে বিধানসভায় ছিঁড়ে প্রতিবাদ জানাব।' বিধানসভার বাইরে এসেও বিজেপি বিধায়করা বিক্ষোভ অব্যাহত রাখেন। সেখানে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'রাজ্যে এখন মুসলিম লিগ টু সরকার চলছে। এই সরকারের কারণে হিন্দুরা বিপন্ন। গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে।' রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিধানসভায় এই অস্থিরতা সামনের দিনগুলোতে আরও বাড়তে পারে, যা রাজ্য রাজনীতিতে নতুন মোড় আনতে পারে।

'যাদবপুর অ্যান্টি ন্যাশনাল হাব'

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত কয়েকদিন ধরে তপ্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। এরই মাঝে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি দেওয়াল লিখনকে ঘিরে বিতর্ক বেধেছে। সেখানে আজাদ কাশ্মীরের স্লোগান দেওয়া হয়েছে। আর এই নিয়ে এবার সরব হলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে 'অ্যান্টি ন্যাশনাল হাব' বলে আক্রমণ শানালেন। রাজ্য সরকারকেও তোপ দাগলেন তিনি। একইসঙ্গে বছর দুয়েক আগে যাদবপুরে তাঁর আক্রান্ত হওয়ার ঘটনাও টেনে আনলেন। এই নিয়ে শুভেন্দু এদিন বলেন, 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় অ্যান্টি ন্যাশনাল হাব। টুকরে টুকরে গ্যাং। এরকম স্লোগান লিখলেও পুলিশ-প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে না।' কিন্তু, প্রশাসন কেন ব্যবস্থা নেবে না? এই প্রশ্নের উত্তরে শুভেন্দু বলেন, 'এরা ভোটের সময় বলে, নোট ভোট টু মোদিজি, নো ভোট টু বিজেপি। যার ফায়দা তৃণমূল পায়।' ভোট রাজনীতির জন্যই প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নেবে না বলে তিনি দাবি করেন।

ভুয়ো ভোটার ইস্যুতে কমিশনের দ্বারস্থ যুযুধান তৃণমূল-বিজেপি

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ: ভুয়ো ভোটার নিয়ে ক্রমশ পারদ চড়ছে রাজ্য থেকে দেশের রাজনীতির অলিন্দে।

সুর চড়িয়েছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। নালিশ জানাতে দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ তৃণমূল ও বিজেপি। মঙ্গলবার এক ঘণ্টার ব্যবধানে দেশের নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয় যুযুধান দুই পক্ষই। বিজেপির তরফে উপস্থিত ছিলেন সুকান্ত মজুমদার, শমীক ভট্টাচার্য,জগন্নাথ সরকার, জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, খগেন মুর্মু, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, জয়ন্ত রায়, মনোজ টিগ্গা, কার্তিক পালরা। অপরদিকে, কমিশনে যেতে দেখা গিয়েছে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ও' ব্রায়েনরা। রাজ্যের শাসকদলের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভুয়ো ভোটার নিয়ে যে প্রশ্নগুলি তুলেছিলেন সেগুলির কোনও সদুত্তর নেই। আবার পালটা বিজেপি বলছে, রাজ্যে ভুয়ো ভোটারের সংখ্যা বেড়েছে তৃণমূল জমানাতেই। এদিন তৃণমূলের ১০ সাংসদের এক প্রতিনিধি দল নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়। সেই প্রতিনিধি দলে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ও ব্রায়েনের মতো সিনিয়র সাংসদরা ছিলেন। বৈঠক শেষে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে ইস্যু তুলেছিলেন, সেই বিষয়টা বলেছি। একটি এপিক নম্বরে একাধিক ব্যক্তির নাম আছে। একটা এপিক কার্ডে একাধিক ভোটার থাকলে সেটা অবৈধ। দুই জেলার দুজন লোকেরও একই এপিক নম্বর। এটা বেআইনি। তাঁরা তো আলাদা দফার ভোটে এসে ভোট দিতে পারবেন। নির্বাচন কমিশনের ২৮ নম্বর রুলেই উল্লেখ আছে, একটা এপিক নম্বরে একজনই ব্যক্তি থাকবে।'

তৃণমূল সাংসদদের দাবি, পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। কল্যাণ বলছেন, 'মানুষের ভরসাই যদি চলে যায়, তাহলে নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়েই প্রশ্ন উঠে যায়।' তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট উত্তর দিতে পারেনি কমিশন। তিনি অভিযোগ করছেন, 'কত ডুপ্লিকেসি আছে, সেটার কোনও সঠিক জবাব পাইনি। সবাই মিলে কাজ করতে হবে বলেছেন, সেটা আমরা সবাই জানি। আমরা সন্তুষ্ট নই। মুখ্যমন্ত্রীর তোলা ইস্যুর কোনও সদুত্তর নেই।'

তৃণমূলের আগে বিজেপির একটি প্রতিনিধিদলও কমিশনের দ্বারস্থ হয়। সুকান্ত মজুমদার, অমিত মালব্যদের নেতৃত্বে ওই প্রতিনিধিদলের দাবি, বাংলায় ভুয়ো ভোটারের আমদানি তৃণমূল জমানাতেই। রাজ্যে ১৩ লক্ষের বেশি ভুয়ো ভোটার আছে বলে দাবি বিজেপির। কমিশনের সঙ্গে বৈঠক শেষে অমিত মালব্যর অভিযোগ, 'নির্বাচন কমিশনকে আমরা জেলাওয়াড়ি তথ্য তুলে দিয়েছি। ১৩, ০৩,০৬৫ নাম আমরা তুলে দিয়েছি কমিশনের হাতে। পশ্চিমবঙ্গের সিইও অফিস তৃণমূলের দ্বিতীয় অফিস। তাঁদের দিয়ে এই কাজ করা হয়েছে।' গেরুয়া শিবিরের চ্যালেঞ্জ, তৃণমূল যদি স্বচ্ছ ভোট করাতে চায় তাহলে বায়োমেট্রির মাধ্যমে ভোট হোক, বিজেপি তাতেও রাজি আছে।

যদিও বিজেপির এই বৈঠককে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল। বিজেপির সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে কল্যাণ বলছেন, 'বিজেপি কেন এসেছিল জানিনা। নির্বাচন কমিশনের কাছে যাওয়া মানে তো বিজেপিরই এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাওয়া। আমরা যেহেতু আসছি তাই ওদের আসতে হয়েছে। আগামী ভোটে ৩০টা আসনও পাবে না।'

এ দিন কমিশন থেকে বেরোনোর পর সুকান্ত বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে সিইও অফিস রয়েছে। সেটা তৃণমূলের দ্বিতীয় অফিস। সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পকেটের অফিসার আছে। এই অফিসের অধস্তনে কাজ করে বিডিও, এসডিও। এছাড়াও সেখানে চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা কাজ করেন। তাঁরা ডুপ্লিকেট নাম ঢুকিয়েছে। শুধু তাই নয়, এপিক নিয়েও যে বিতর্ক তৈরি করার চেষ্টা করছেন মুখ্যমন্ত্রী তাও আমরা কমিশনকে জানিয়েছি। আমাদের রাজ্যে ৭ হাজার ২৩৫ ভোটার কার্ড আছে। তাদের এপিক নম্বর এক। ব্যক্তি আলাদা। যদিও এটা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জলঘোলা করার চেষ্টা করছেন। তবে যে এপিক নম্বর যে বুথে অ্যাসাইন, তার বাইরে কেউ ভোট দিতে পারবে না। তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, ১৩ লক্ষ ডবল এন্ট্রি রয়েছে।' সব শেষে সুকান্ত বলেন, 'নির্বাচনের সময় বাংলায় হিংসার বাতাবরণ তৈরি হয়। অন্যান্য রাজ্যে যেভাবে ভোটার লিস্ট সংশোধিত হওয়া সম্ভব। সেটা বাংলায় সম্ভব হচ্ছে না। সেই জন্য আমরা চেয়েছি বাড়ি বাড়ি গিয়ে নির্বাচন কমিশনের লোক পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখুক। আমরা অত্যন্ত সিরিয়াস এই ব্যাপারে। নির্বাচন কমিশন আশ্বস্ত করেছে এই ভুয়ো লোকজন বাদ যায়।'

ট্রাম্পের শুল্ক-হুঁশিয়ারি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর জবাব সংসদে

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ: শুল্ক-বিতর্কে এ বার সংসদে জবাব দিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জিতিন প্রসাদ। তিনি জানান, আমেরিকার সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে ভারত। উভয় দেশই পারস্পরিক ভাবে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণের জন্য সমঝোতার চেষ্টা করেছে। বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিমন্ত্রীর দাবি, এখনও পর্যন্ত ভারতের উপর আমেরিকা পাল্টা শুল্ক আরোপ করেনি।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতি নিয়ে শোরগোল পড়েছে গোটা বিশ্বে। দ্বিতীয় বার প্রেসিডেন্ট হয়েই তিনি অন্যান্য দেশের উপর পাল্টা শুল্ক চাপানোর সিদ্ধান্ত নেন। ঘোষণা করেন, যে দেশ মার্কিন পণ্যের উপর যত শুল্ক নেয়, আমেরিকাও সেই দেশের উপর তত পরিমাণই আমদানি শুল্ক চাপাবে। ট্রাম্পের 'ইটের বদলে পাটকেল' নীতি নিয়ে আলোচনা চলছে বিশ্ব জুড়ে। নতুন শুল্কনীতি আরোপের ব্যাপারে ট্রাম্প আলাদা করে বার বার ভারতের কথা বলেছেন। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, আগামী ২ এপ্রিল থেকে ভারতীয় পণ্যের উপর আমেরিকা পাল্টা আমদানি শুল্ক চাপাবে।

তার পর থেকেই ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে টানাপড়েন চলছে। দিন কয়েক আগে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গয়াল আমেরিকা গিয়েছিলেন। সেই সফরের শেষেই ট্রাম্প একতরফা ঘোষণা করে দেন, ভারত শুল্ক কমাতে রাজি। যদিও ট্রাম্পের এই দাবি নিয়ে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যসচিব সুনীল বার্থওয়াল সোমবার সংসদীয় কমিটিকে জানান, শুল্ক নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে দর কষাকষি চলছে। ভারতের তরফ থেকে শুল্ক কমানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি।

সংসদে এক লিখিত প্রশ্নের জবাবে জিতিন বলেন, 'উভয় দেশই (ভারত এবং আমেরিকা) বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে আলোচনার পরিকল্পনা করছে। উভয় দেশই তাদের বাজারে পণ্যের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি, সরবরাহশৃঙ্খল ঠিক করা এবং শুল্ক-বাধা কমানোর উপর মনোনিবেশ করবে। এটি একটি চলমান অনুশীলন।'

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি হোয়াইট হাউসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন ট্রাম্প। মোদির ওই সফরেই আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের বহর ৫০,০০০ কোটি ডলারে নিয়ে যাওয়ার জন্য চুক্তি করেছে ভারত এবং আমেরিকা। তবু আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বার বার স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন, প্রতিদ্বন্দ্বীদের তো বটেই, বাণিজ্য সহযোগীদের উপরেও পাল্টা আমদানি শুল্ক বসাতে চলেছে তাঁর প্রশাসন।

পাকিস্তানে যাত্রীবোঝাই ট্রেন অপহরণ করল বালোচ বিদ্রোহীরা

ইসলামাবাদ, ১১ মার্চ: লাগাতার অশান্তির মধ্যেই পাকিস্তানে বালোচ বিদ্রোহীদের হাতে ছিনতাই হল আস্ত ট্রেন। ৫০০ যাত্রী সমেত ট্রেনটিকে হাইজ্যাক করা হয়, পণবন্দি করা হয়েছে ১৮২ জনকে। দুপুরে এই ঘটনা ঘটলেও, এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ট্রেনের যাত্রীদের উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। বরং পাক সেনার ২০ জন সৈনিক মারা গিয়েছেন বলে খবর। উড়ন্ত ড্রোনকেও গুলি করে নামানো হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। পণবন্দি যাত্রীদের কী হবে, তা নিয়ে আতঙ্ক নেমে এসেছে। পাকিস্তান সরকার যদিও বিশদ তথ্য খোলসা করেনি এখনও পর্যন্ত। বালুচিস্তানের বোলান জেলায় জাফার ক্সপ্রেস হাইজ্যাক করে পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাকামী সংগঠন বালোচ লিবারেশন আর্মি এসবিএলভি। পাকিস্তান সরকার যদি ওই সংগঠনকে জঙ্গি সংগঠন হিসেবেই গণ্য করে। পৃথক বালুচিস্তানের দাবিতে কয়েক দশক ধরে লড়াই করছে ওই সংগঠন। প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজে সমৃদ্ধ বালুচিস্তানে সেখানকার নাগরিকরা যাতে লাভবান হন, তাঁদের যাতে বঞ্চিত না হতে হয়, সেই দাবিতেই সশস্ত্র সংগ্রাম বলে দাবি। তবে এই প্রথম এত বড় ঘটনা ঘটাল বিএলএ। এদিন তারা ৫০০ যাত্রীসমেত ট্রেনটিকে ছিনতাই করে বলে জানা গিয়েছে। এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে চালককে বাধ্য করা হয় ট্রেন থামাতে। গোলা-গুলি চলার ভিডিও-ও সামনে এসেছে। ট্রেনটি কোয়েট্টা থেকে খাইবার পাখতুনখোয়ার পেশোয়ার যাচ্ছিল। সেই সময়ই ট্রেনটি হাইজ্যাক করা হয়। পণবন্দিদের মধ্যে মূলত পাকিস্তান সেনা, পুলিশ, গুপ্তচর সংস্থার সক্রিয় কর্মীরা রয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, একটি সুড়ঙ্গের কাছে তীব্র বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। পাহাড়ি এলাকায় শোনা গিয়েছে গোলাগুলি বিনিময়ের শব্দও। জঙ্গিদের গুলিতে পাক সেনার ২০ জন সৈনিকের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। সেই সঙ্গে সেনার তরফে ওড়ানো একটি ড্রোনও নামানো হয়েছে গুলি করে।বিএলএ জানিয়েছে, ১৮২ জনকে পণবন্দি করেছে তারা।

পণবন্দি শতাধিক, মৃত ২০, জারি সতর্কতা

পাকিস্তান সেনার সক্রিয় কর্মী, নিরাপত্তাবাহিনী,পুলিশবাহিনী, গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর সক্রিয় কর্মীরা রয়েছেন পণবন্দিদের মধ্যে। ছুটিতে তাঁরা বাড়ি যাচ্ছিলেন বলে জানানো হয়েছে বিবৃতিতে। সংগঠনের তরফে টেলিগ্রামে বিবৃতি দিয়ে বলা হয়, 'সাধারণ যাত্রী, বিশেষ করে মহিলা, শিশু, বয়স্ক এবং বালুচিস্তানের নাগরিকদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। নিরাপদে ট্রেন থেকে বের করে দেওয়া হয় তাঁদের'।পাক রেল দপ্তরের আধিকারিক মহম্মদ কাশিফ জানিয়েছেন, ন'টি কোচবিশিষ্ট ট্রেনটিতে প্রায় ৫০০ যাত্রী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১০০ জনেরও বেশি জঙ্গিদের পণবন্দি হয়েছেন। বিবৃতিতে স্পষ্ট হুঁশিয়ারিও দিয়েছে বালোচ বিদ্রোহীরা। পণবন্দিদের উদ্ধার করতে যদি কোনওভাবে অপারেশন চালায় সেনা বা অন্যান্য নিরাপত্তাবাহিনী, তাহলে ফল ভুগতে হবে বলে জানানো হয়েছে।বিএলএ জানিয়েছে, ট্রেনটিকে লাইনচ্যুত করে সেটির নিয়ন্ত্রণ হাতে নেয় তারা। তাদের সংগঠনের ফিদায়েঁ গোষ্ঠী মাজিদ ব্রিগেড এই অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছে। যারা মূলত আত্মঘাতী হামলা চালায়। সহযোগিতা করছে ফাতেহ স্কোয়াড জিরাব। সেনা পাঠালে সকলকে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দিয়েছে তারা। পাকিস্তান সরকারের তরফে এখনও বিশদ তথ্য খোলসা করা হয়নি। কিন্তু স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, পাহাড়ি এলাকায় সেনা পাঠাতে সমস্যা হচ্ছে। রেলের তরফে বাড়তি ট্রেন পাঠানো হয়েছে যদিও। হাসপাতালগুলিতে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। কিন্তু সরকার বা সেনার তরফে কিছু জানানো হয়নি।

হায়দরাবাদের ঘর থেকে উদ্ধার ২ সন্তান-সহ দম্পতির নিথর দেহ

অমরাবতী, ১১ মার্চ: ট্যাংরা, হালতুর পুনরাবৃত্তি এবার হায়দরাবাদে। হায়দরাবাদে একই পরিবারের চার জনের মৃত্যুতে স্তম্ভিত পাড়াপড়শিরা। মৃতেরা হলেন, চন্দ্রশেখর রেড্ডি (৪৪), তাঁর স্ত্রী কবিতা (৩৫) এবং তাঁদের দুই সন্তান, যাদের বয়স ১০ এবং ১৩ বছর। ঘরের ভিতরে টেবিলে রাখা একটি চিঠি। কিছুটা দূরে নিথর হয়ে পড়ে ছিল স্বামী-স্ত্রীর দেহ। তার ঠিক পাশের ঘরে বিছানায় পড়ে দম্পতির দুই সন্তানের দেহ উদ্ধার হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ঘর থেকে যে চিঠি উদ্ধার হয়েছে তাতে লেখা, 'আমার হাতে আর কোনও পথ ছিল না। তাই নিজেদের জীবন শেষ করে দিতে বাধ্য হলাম।

ট্যাংরা-হালতু কাণ্ডের পুনরাবৃত্তি

শারীরিক আর মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত। ডায়াবিটিস, স্নায়ু আর কিডনির অসুখ সেই যন্ত্রণাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। তাই আর পারলাম না। আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো।' প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, একটি বেসরকারি কলেজে শিক্ষকতার কাজ করতেন চন্দ্রশেখর। কিন্তু ২০২৩ সালে তাঁর চাকরি চলে যায়। তার পরই রেড্ডি পরিবারে নেমে আসে আর্থিক অনটন। দিন দিন সেই বোঝা আরও বাড়ছিল। ফলে আরও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ছিল রেড্ডি পরিবার। মানসিক অবসাদ গ্রাস করেছিল রেড্ডি দম্পতিকে। কী ভাবে সন্তানদের পড়াশোনা চালাবেন, কী ভাবে সংসার চলবে, তার মধ্যে চন্দ্রশেখরের শারীরিক অসুস্থতা, সব মিলিয়ে ক্রমে বিষণ্ণতায় ডুবে যাচ্ছিল গোটা পরিবার। তবে ধারদেনা ছিল কি না, তা স্পষ্ট নয়। তদন্তকারীরা আত্মীয়দের সঙ্গে কথা বলে তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন।পুলিশ মনে করছে, পুত্র বিশ্বন এবং কন্যা শ্রীতাকে শ্বাসরোধ করে খুনের পর আত্মঘাতী হয়েছেন দম্পতি। বিশ্বন ৫ম ও শ্রীতা পড়ত নবম শ্রেণিতে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৫/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩১৭৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Rajib Mallick ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Babu Lal Mallick ও Babu Slal Mallick উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১১/০৩/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৭ নং এফিডেভিট বলে G. Banumathi ও Panmati Mali W/o. P. Govindan Mali D/o. Belle Chami সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৩১৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Shrima Biswas ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার স্বামী Ranjan Biswas ও R. Biswas উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৩১৫ নং এফিডেভিট বলে Bidyut Kumar Das S/o. Sudhamay Das ও Bidyut Das S/o. S.Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৮/০২/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৯৫১ নং এফিডেভিট বলে Partha Protim Biswas S/o. Basanta Kumer Biswas ও Partha Pratim Biswas S/o. Lt. B. K. Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০২/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩১০ নং এফিডেভিট বলে আমি Avijit Paul ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Keshab Paul ও Keshab Ch. Paul, Keshab Chandra Paul উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১১/০৩/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪২ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Sukur ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk. Najir ও Sk Nazir Ali উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৩১২ নং এফিডেভিট বলে আমি Ranjit Sarkar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Prafulla Sarkar ও P. K. Sarkar উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১০/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৪৪১ নং এফিডেভিট বলে Ram Krishna Mallick S/o. Rabindranath Mallick ও Ram Krishna Mullick S/o. Rabindra Nath Mullick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী

গত ১০/০৩/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৬ নং এফিডেভিট বলে Sushil Bhagat S/o. Debicharan Bhagat ও Susil Bhagat S/o. D. C. Bhagat সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Salim Mondal S/O- Lt. Abdul Hamid Mondal ঠিকানা Vill+P.O-Jhitkipota, P.S- Kotwali, Dist-Nadia, W.B গত ০৬/০৩/২৫ তারিখে কৃষ্ণনগর 1st Class Executive Magistrate (SL No 3514) এর বলে Salim Mondal, Salim Mandal ও Abdul Chholim Mondal একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

আমি Anarul Mondal S/O- Lt. Abdul Hamid Mondal ঠিকানা Vill+P.O- Jhitkipota, P.S- Kotwali, Dist-Nadia, W. B গত ০৬/০৩/২৫ তারিখে কৃষ্ণনগর 1st Class Executive Magistrate (SL No 3515) এর বলে Anarul Mondal ও Anowarul Mondal একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম।

CHANGE OF NAME

I, **Nabarupa Saha** D/o Late Gopal Chandra Saha of 50, S. N. Banerjee Road, P.O.- Entally, P.S. - Taltala, Kolkata - 700014 do hereby solemnly affirm and declare that I wish and intend to change my name from Nabarupa Saha to Neethikka Jamini Saha to come into effect against Affidavit No.15224 Dated 25.02.2025 sweared before Judicial Magistrate 1st Class Alipore. That **Neethikka Jamini Saha** and **Nabarupa Saha** is the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I Promila Jain D/o Mukandi Lal Mukim W/o Bimal Chand Jain Residing at CJ-55, Sector-II, Salt Lake, Bidhan Nagar (M), Sech Bhavan, North 24 parganas, Kolkata-700091, West Bengal have changed my name and shall henceforth be known as Pramila Jain as declared before the First Class Judicial Magistrate C.M.M.S Court, District-Kolkata, State – West Bengal vide Affidavit No. 06AC 707511, Dated : 03.03.2025 Promila Jain and Pramila Jain both are same and identical person.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা - হুগলী,
মোকাম চন্দননগর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং- ৪৭ / ২০২৩
(সাকসেশান)

দরখাস্তকারি :- শ্রী মোতি লাল সাউ, পিতা - মৃত রাম চন্দ্র সাউ, সাং- ১১ বি, এম. এম. লেন, চাঁপদানী, পোঃ - বৈদ্যবাটী, থানা - ভদ্রেশ্বর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২২২২।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তাকারির অবিবাহিত ভ্রাতা মৃত জওহর লাল সাউ, পিতা- মৃত রামচন্দ্র সাউ, সাং – ১১বি, এম. এম. লেন, চাঁপদানী, পোঃ - বৈদ্যবাটী, থানা - ভদ্রেশ্বর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২২২২ বিগত ইংরাজীর ২৬/১১/২০২২ তারিখে পরলোকগমন করিয়াছেন। ডালহৌসি জুট কোম্পানি এ্যাট চাঁপদানী, পোঃ - বৈদ্যবাটী, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২২২২ কর্তৃক উক্ত দরখাস্তকারির অবিবাহিত ভ্রাতা-এর জীবদ্দশায় তাঁহার ত্যক্ত উক্ত জুটমিলের পেনশন ডিডাক্টেড (Pension deducted) বাবদ ৪৭,০১০/- (সাতচল্লিশ হাজার দশ) টাকা গচ্ছিত রহিয়াছে। যাহার Rec. No. LP -7484; Creg. No. 57484 হইতেছে। তাহা সুদসহ পাইবার জন্য উক্ত দরখাস্তকারি অত্র আদালতে সাকসেশন সার্টিফিকেট গ্রহণ করিবার মর্মে দরখাস্ত করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয়া জানাইবেন। নচেৎ একতরফা শুনানি হইবে।

দেও কুমার প্রসাদ (এ্যাডভোকেট)

আদালতের আদেশানুসারে-
সৌমেন ঘোষাল (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট চন্দননগর আদালত

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১) কনিকা পালিত, স্বামী - ৺নন্দদুলাল পালিত, **২) স্বপ্না বোস, ৩) রুমা ঘোষ**, উভয়ের পিতা - নন্দদুলাল পালিত, ১ নং হইতে ২ নং এর সাং - পাণ্ডুয়া নীরদগড়, পাণ্ডুয়া হুগলী, পিন নং - ৭১২১৪৯। ৩ নং এর সাং - পাণ্ডুয়া কুলটী রোড, পাণ্ডুয়া, হুগলী, পিন নং - ৭১২১৪৯ । বিগত ইংরাজীর ১৩/১২/২০২৩ তারিখে এ. ডি. এস. আর. পাণ্ডুয়া অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-৬২৫৭/২০২৩ নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**রাজ কুমার পালিত**, পিতা – স্বর্গীয় নন্দদুলাল পালিত) সাং - পাণ্ডুয়া নীরদগড়, পাণ্ডুয়া হুগলী, পিন নং ৭১২১৪৯ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন নিম্ন তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে ও স্বয়ং আমি ১) এ. ডি. এস. আর পাণ্ডুয়া অফিসে ০৪/০৪/২০২৪ তারিখে রেজিস্ট্রীকৃত ১৫২৩/২০২৪ নং দলিল মূলে **সুজন ভৌমিক**, পিতা - অমল ভৌমিক, সাং - পাণ্ডুয়া নীরদগড়, পাণ্ডুয়া হুগলী, পিন নং - ৭১২১৪৯। মহাশয়কে কোবালা দলিল মূলে সম্পত্তি বিক্রয় করি ।

তপশীল

জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা পাণ্ডুয়া, জে. এল. নং ১০৮, হাল. এল. আর. ১১৮৮০ খতিয়ানে ১) সাবেক দাগ নং - ২১৬১ তথা হাল ২৭২২ নং দাগে শালি জমি বর্তমানে ভিটি ১৲ আনায় ২৬ শতকের মধ্যে ৪.৯৬ শতক । এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে **সুজন ভৌমিক**, পিতা - অমল ভৌমিক, উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি. এল. এ্যান্ড এল. আর. ও পাণ্ডুয়া অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে ।

ইতি- **রাজ কুমার পালিত**
আমমোক্তার

হারানো দলিল

এতদ্বারা সকল জনসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল জুলিয়ান এ্যাডুকেশোনাল ট্রাষ্ট তাঁহার অ্যারিজিনাল দলিল যাহার নং ০২৩৫৪ অফ্ ২০১৬, যাহা যশোর রোডে অবস্থিত সম্পত্তির সহিত সম্পর্কিত তাহা হারিয়ে ফেলেছেন। যাহার কারনে আমার মক্কেল ভবানীপুর থানায় একটি জেনারেল ডায়েরি করিয়াছেন যাহার জি.ডি নং ২৭৫২ তারিখে ২৮.০৩.২০১৯। আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি খানি বন্ধক রাখিয়া ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহন করিতে চলেছেন।

এমতাবস্তায় উক্ত দলিল গুলি সম্পর্কে যদি কোন ব্যাক্তি বা কোন ব্যাক্তিবর্গের কোনরূপ দাবি দাওয়াথাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নিম্ন লিখিত ব্যাক্তির সহিত যোগাযোগ করিবার অনুরোধ জানানো হইতেছে। অন্যথায় উক্ত সময় পর কাহারো কোনপ্রকার দাবি গ্রাহ্য করা হইবে না।

ইতি
(রজত নাথ পাইন এন্ড কোং)
১০, কিরন শঙ্কর রায় রোড
কলকাতা-৭০০০০১

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

A2Advantage Ad Agency, শেফালী আচার্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী, অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১২ই মার্চ। ২৭শে ফাল্গুন। বুধ বার। ত্রয়োদশী তিথি। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কাল বিংশোত্তরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বন্ধু স্বজন থেকে সতর্ক। পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : সতর্ক থাকুন। যে প্রভাবশালী নেতা কথা দিয়েছিলেন তা এক মায়া। প্রেমিক কে বিশ্বাস করে-সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : গুপ্ত শত্রুতা। পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ।আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : শুভ। নতুন উদ্যমে আবার, জমি-জমা-কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত-সাংবাদিক-লেখক-মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সন্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্তোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো।তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে-তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতির সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনস্তত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সন্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of District Delegate, Paschim Medinipore
Probate Case No.-31/2024
কবিতা রায় ....দরখাস্তকারিনী

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, গ্রাম কাঙ্গালীগঞ্জপাটনা, পোঃ-আবাস, থানা-মেদিনীপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর-ঠিকানার স্থায়ী বাসিন্দা অধুনা মৃত নির্মল চন্দ্র রায় জীবদ্দশায় নিজ সম্পত্তি সম্পর্কে একটি উইল সম্পাদন ও রেজিষ্ট্রী করিয়া গিয়াছেন। উক্ত উইল মুলে প্রবেট পাইবার প্রার্থনা অত্র দরখাস্তকারিনী অত্র নম্বর মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন প্রকার আপত্যি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিন মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয়া আপত্যি দাখিল করিবেন। নতুবা আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

তপশীল সম্পত্তির বিবরন

জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা, সাব রেজিষ্ট্রী অফিস-মেদিনীপুর, ৫ নং শিরোমনী গ্রাম পঞ্চায়েত, সদর ব্লক, মৌজা-কাঙ্গালীগঞ্জ পাটনা, জে.এল. নং-১৯২, আর,এস, খতিয়ান নং-১০২, এল, আর, খতিয়ান নং-৫৩, আর,এস, দাগ নং-৩১৫/৩৮৬- বাস্তভূমি, পরিমান-১৮০১.৮১ বর্গফুট সমান ০.০৪১৪ একর তৎসহ পাকাবাড়ী, স্যানেটারী পায়খানা ও ইলেকট্রিক সংযোগ সহ।

আদেশানুসারে,
Kamrun Nehar (Sheristadar)
District Delegate
Paschim Medinipur . 21/02/2025

PUBLIC NOTICE

District Paschim Medinipur
In the Court of Civil Judge (Sr. Division)
District Delegate
Kharagpur, Paschim Medinipur
Succession Case no. 05/2021
Smt. Pinki Shankar and others
...............Petitioners
Vs
Smt. Rita Shankar & another
..............Opposite Partyes

Public Notice is hereby given that the petitioners has filled the above No. case in the aforesaid court to get the schedule property. According to that whoever has any kind of objection related to the schedule property shall appear in the said court within Thirty (30) Days from the publication of the notification and submit the objection or it shall be settled according to the law.

Description of the schedule property

Movable property of Late Jayprakash Shankar

Provident fund	Rs. 47,193
GIS	Rs. 58,404
DCRG	Rs. 11, 69, 532
Leave Salary	Rs. 29,047
Total	**Rs. 13,04,176**

By Order,
Madan Mishra (Sheristadar)
District Delegate
Kharagpur Sub-Division Court
Paschim Medinipur. 19.02.2025

৩য় সিভিল জজ আদালত সমীপে

(সিনিয়র ডিভিশন) আলিপুর-স্বত্ব মামলা নং ২০৬৯০-২০২১ (ক্রম নং ১১৮-২০১২ সালের)

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ১৯৫৫ সালের স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া আইনের অধীনে গঠিত একটি কর্পোরেট সংস্থা, স্থানীয় প্রধান কার্যালয় - সমৃদ্ধি ভবন, ১ স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা ৭০০০০১ এবং অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ব্যবসা পরিচালিত হয় টালিগঞ্জ শাখা, ৬৩-এনএসসি বোস রোড, থানা : রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা ৭০০০৪০ ঠিকানা থেকে এবং অ্যাকাউন্ট রক্ষিত হওয়ার অফিস -স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, ৯বি- এসপ্ল্যানেড রো (পূর্ব), থানা : হেয়ার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৬৯ ঠিকানায়।

..... আবেদনকারী

বনাম

শ্রী মনোজ কুমার পাল, পিতা শ্রী সুবল কৃষ্ণ পাল, মেসার্স এস ডি ইঞ্জিনিয়ারিং নামে সংস্থার মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনাকারী হিসেবে সর্বস্বত্বাধিকারী অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ১৫ বাঁশদ্রোণী এভিনিউ, কলকাতা ৭০০০৭০ থেকে।

..... বিবাদি

অনুগ্রহ করে অবগত হোন যে আবেদনকারী আপনার বিরুদ্ধে ৭,১৯,৬৭৭.০৯ টাকা দাবি করে এক মামলা দায়ের করেছে এবং আপনাকে সশরীরে বা যথাযথভাবে নির্দেশিত মতে ব্যক্তি যিনি সংশ্লিষ্ট মামলা বিষয়ক সকল প্রশ্নের এবং সংশ্লিষ্ট পরিমাণ বিষেয়ে যথাযথ উত্তর দিতে সক্ষম বা কোনও ব্যক্তিকে সঙ্গে নিতে পারেন যিনি সংশ্লিষ্ট মামলার সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হিসেবে ১০ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে সকাল ১০.৩০ হাজির হতে সমন জারি করা হচ্ছে, এবং সংশ্লিষ্ট তারিখে আপনাকে লিখিত বিবৃতি আপনার স্বপক্ষে দাখিল করতে এবং আপনার হেফাজতে থাকা আপনার স্বপক্ষ সমর্থনের যাবতীয় নথি যার উপর নির্ভর করে আত্মপক্ষ সমর্থন করার অধিকারী তা পেশ করতে বা পরিবর্ত দাবি পেশ করবেন এবং বা অন্যান্য যেসকল নথি যা আপনার আত্মপক্ষ সমর্থনের পক্ষে জরুরি বা দাবি নস্যাত করার ক্ষেত্রে জরুরি সমুদয় একটি তালিকাবদ্ধ করে লিখিত বিবৃতির সঙ্গে পেশ করবেন।

অবগত হোন আপনার উক্ত আদালত সমীপে সংশ্লিষ্ট সময়ে হাজির না হওয়ার কারণে মামলার শুনানি হবে এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে আপনার অনুপস্থিতিতেই।

তারিখ : ১৭.০২.২০২৫

সেরেস্তাদার
৩য় সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন),
আলিপুর

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

আমতায় উদ্ধার জাল ওষুধ চক্র, তদন্তে উঠে এল চক্রের সন্ধান

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়ার আমতা থেকে উদ্ধার হওয়া বিপুল পরিমাণ নকল ওষুধ ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ডিরেক্টরেট অফ ড্রাগ কন্ট্রোলের রিপোর্ট অনুযায়ী, উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ‘টেলমা এএম ৪০’ নামে একটি জনপ্রিয় ওষুধের নামে দীর্ঘদিন ধরে চলছিল জালিয়াতি। পরীক্ষায় দেখা গেছে, এই ওষুধের কার্যকারিতা নেই, বরং এটি স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়াতে পারে।

জানা গিয়েছে, সম্প্রতি বেশ কয়েকজন চিকিৎসক ওষুধটির গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। এরপর একটি বেসরকারি হাসপাতাল থেকে পাওয়া ওষুধের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। দেখা যায়, ব্যাচ নম্বর আসল ওষুধের সঙ্গে মিলে গেলেও কিউআর কোড স্ক্যান করলে ‘কুড নট বি ভেরিফায়েড’ মেসেজ আসছে। তাছাড়া, ওষুধের গায়ে থাকা ফয়েলে বানান ভুল ছিল, যা আসল ওষুধের ক্ষেত্রে কখনও হয় না। ড্রাগ কন্ট্রোল দপ্তর বিষয়টি নিয়ে তদন্তে নামে এবং খোঁজ পায় যে, আমতার মান্না এজেন্সি নামে একটি সংস্থা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এই জাল ওষুধ সরবরাহ করছিল। ২১ ফেব্রুয়ারি আমতায় ওই এজেন্সির গোডাউনে অভিযান চালিয়ে প্রায় ১৭ লক্ষ টাকার নকল ওষুধ উদ্ধার

করা হয়।

তদন্তে এও উঠে এসেছে, এই জাল ওষুধ তৈরি করা হচ্ছিল রাজ্যের বাইরে, বিশেষ করে বিহার ও উত্তর ভারতের কিছু জায়গায়। সেখান থেকে পাইকারি হারে আমতায় পাঠানো হতো, তারপর তা রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ওষুধের দোকান ও হাসপাতালগুলিতে সরবরাহ করা হচ্ছিল। ড্রাগ কন্ট্রোল সূত্রের খবর, এটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এর আগে কলকাতায় প্রায় ৬.৫ কোটি টাকার ভেজাল জীবনদায়ী ওষুধ উদ্ধার হয়েছিল। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, এই ধরনের জালিয়াতি আরও বড় আকারে ছড়িয়ে থাকতে পারে।

সরকারি সূত্রের দাবি, শুধুমাত্র আমতা থেকেই ১ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকার বেশি জাল ওষুধ বাজারে সরবরাহ করা হয়েছে। তবে ঠিক কত পরিমাণ নকল ওষুধ ইতিমধ্যেই মানুষের হাতে পৌঁছে গেছে, তা এখনো নিশ্চিত নয়। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যজুড়ে সতর্কতা জারি করেছে ড্রাগ কন্ট্রোল দপ্তর। সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ওষুধের কিউআর কোড স্ক্যান করে তবেই রোগীদের দেওয়া হবে। ওষুধের পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতাদের বলা হয়েছে, তারা যেন ব্যাচ নম্বর ও অন্যান্য বিবরণ যাচাই করেন। সন্দেহজনক ওষুধ চিহ্নিত হলে দ্রুত তা বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ড্রাগ কন্ট্রোল দপ্তরের আধিকারিকরা আমতার মান্না এজেন্সির মালিককে গ্রেপ্তার করেছে এবং তার বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যে এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিদের সন্ধান চালাচ্ছে পুলিশ। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, সাধারণ মানুষকে আরও সচেতন হতে হবে। ওষুধ কেনার সময় ব্যাচ নম্বর ও কিউআর কোড যাচাই করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য সরকার জানিয়েছে, দ্রুত তদন্ত শেষ করে এই চক্রের মূল পান্ডাদের গ্রেপ্তার করা হবে, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের বিপজ্জনক জালিয়াতি বন্ধ করা যায়।

নিজে তৎপর হয়েই আধার কার্ডের ফর্ম ফিলাপ করাচ্ছেন ৬৩ নং ওয়ার্ডের পুরমাতা সুস্মিতা ভট্টাচার্য চট্টোপাধ্যায়।

গ্রেট ইস্টার্ন ট্রেডিংয়ের লাকি ড্র অফার

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার, গ্রেট ইস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড তাদের ২০ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটে অবস্থিত অফিসে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি লাকি ড্র আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়। গ্রেট ইস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানির পরিচালক মহেন্দ্র বৈদ, মনীশ বৈদ এবং অন্যান্যদের উপস্থিতিতে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ঝাড়খণ্ড এবং আসামের ক্রেতাদের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি রাজ্য থেকে একজন বিজয়ী একটি করে বাইক পুরস্কার পাবেন। কোম্পানির নির্বাহীরা ঘোষণা করেন যে বসিরহাটের বাসিন্দা তিয়াসা পালকে মেগা পুরস্কার হিসেবে একটি গাড়ি দেওয়া হবে। গ্রেট ইস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানি তাদের গ্রাহকদের জন্য উৎসবের অফার নিয়ে আসছে যার

মধ্যে রয়েছে ১টি গাড়ি, ৬টি বাইক, ১০১টি এলইডি টিভি, ১০১টি মাইক্রো ওভেন এবং ২০০০টি কেটলি, ১০০০টি মিক্সার গ্রাইন্ডার।

গ্রীষ্মে আরামদায়ক সফর, পূর্ব রেলে আসছে এসি লোকাল ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন: শহরতলি রুটে যাত্রীদের আরও স্বাচ্ছন্দ্য দিতে এবং ভ্রমণকে আরামদায়ক করতে পূর্ব রেল আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন ১২-কোচের এসি ইএমইউ লোকাল চালানোর পরিকল্পনা করছে। শীঘ্রই শিয়ালদা ডিভিশনে ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি নির্মিত দুটি অত্যাধুনিক এসি লোকাল ট্রেন এসে পৌঁছাবে। গ্রীষ্মের দাবদাহে শহরতলি ও অফিসযাত্রীদের স্বস্তিদায়ক যাত্রা দিতে এই এসি ট্রেন বিশেষভাবে কার্যকর হবে। কলকাতা থেকে প্রতিদিন যাতায়াত করা লক্ষাধিক যাত্রীর জন্য এটি এক নতুন যুগের সূচনা করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

নতুন এসি ইএমইউ লোকালের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল উচ্চ গতি ও আধুনিক ট্র্যাকশন ট্রেনটি ২৫ কেভি এসি ট্র্যাকশনে চলবে এবং সর্বোচ্চ গতি থাকবে ১১০ কিমি প্রতি ঘণ্টা। সম্পূর্ণ এসি কোচ প্রতিটি কোচে রয়েছে ২টি ১৫ টনের রুফ মাউন্টেড প্যাকেজ ইউনিট এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম, যা যাত্রীদের আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিত করবে। ট্রেনের সব কোচ স্টেইনলেস স্টিলের তৈরি করা হয়েছে, যার ফলে এটি মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী হবে। সমস্ত কোচ একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকছে সুসজ্জিত সিল করা প্রশস্ত ভেস্টিবিউল গ্যাংওয়ে দ্বারা। যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে থাকছে প্রতিটি কোচে ৪টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালিত ডাবল লিফ স্লাইডিং দরজা। থাকছে প্রশস্ত ও দ্বিগুণ সিল করা কাচের প্যানোরামিক জানালা, যা যাত্রীদের স্বচ্ছ ও সুন্দর দৃশ্য উপভোগের সুযোগ দেবে। প্রতিটি কোচে স্টেইনলেস স্টিলের তিনজনের বসার আসন থাকবে, মোট আসন সংখ্যা প্রায় ১১০০। সম্পূর্ণ ট্রেনটি সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় থাকছে, যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিটি কোচে থাকবে প্যাসেঞ্জার টক-ব্যাক ফ্যাসিলিটি, যা যাত্রীদের জরুরি প্রয়োজনে চালক বা গার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সাহায্য করবে। ঘর্ষণ প্রতিরোধী রবারের মেঝে, অ্যালুমিনিয়াম এক্সট্রুডেড লাগেজ র‍্যাক, এবং জিপিএস-ভিত্তিক এলইডি ডিসপ্লে যাত্রীদের তথ্য ও ঘোষণা প্রদানের জন্য সংযোজন করা হয়েছে। এই শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কামরাতে থাকবে নতুন নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এই এসি লোকাল ট্রেনের বিশেষ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার মধ্যে অন্যতম হল দরজা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। যাত্রীদের দুর্ঘটনা এড়াতে চলন্ত অবস্থায় ট্রেনের দরজা বন্ধ থাকবে। শুধুমাত্র স্টেশনে পৌঁছানোর পর দরজা খুলবে এবং যাত্রার পূর্বে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। দরজাগুলি চালক ও গার্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

নতুন এসি ইএমইউ ট্রেনের রুট ও ভাড়া এখনও চূড়ান্ত করা হয়নি। শিয়ালদা ডিভিশনে ট্রেন আসার পর বিভিন্ন পরীক্ষামূলক চলাচল ও সমীক্ষার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। পূর্ব রেলের এই নতুন উদ্যোগ কলকাতা ও শহরতলির লক্ষাধিক যাত্রীর যাত্রাকে আরও আরামদায়ক ও নিরাপদ করে তুলবে।

প্রয়াত নাট্যকর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রয়াত গণনাট্যকর্মী ফাল্গুনী ভট্টাচার্য। সোমবার দুপুরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিজের বাসভবনেই জীবনাবসান হয়েছে তাঁর। মৃত্যুকালে নাট্যকর্মীর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। সদা মিষ্টভাষী, বিনয়ী ও মিশুকে নাট্যকর্মীর মৃত্যুতে এলাকা ও ঘনিষ্ঠ মহলে শোকের ছায়া নেমেছে। শোকের ছায়া নাট্যমহলেও। সংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি বামপন্থার হয়ে নিবিড় প্রচার চালাতেন তিনি। বর্তমানে তাঁর স্ত্রী ও এক পুত্র বর্তমান।

প্রতিবন্ধীদের জন্য নতুন উদ্যোগ নিল আহমেদাবাদের ইডিআইআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রতিবন্ধীদের জন্য অনন্য উদ্যোগ নিল আহমেদাবাদের ইডিআইআই। দীর্ঘদিন ধরেই সমাজের বুকে শিক্ষামূলক কর্মসূচি ও সামাজিক উদ্যোগগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ইন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া। বুধবার কলকাতায় এক পাঁচতারা হোটেলে শিক্ষামূলক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ইডিআইআই-এর কর্তাব্যক্তিরা। এদিন এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সহ সরকারি আধিকারিকরা। অংশ নেন ইডিআইআই-এর ইন্টারপ্রেনারশিপ এডুকেশনের ডিরেক্টর ও প্রফেসর ডা. সত্যরঞ্জন আচার্য, ইডিআইআই-এর প্রজেক্ট কর্পোরেট-এর ডিরেক্টর প্রফেসর ডা. রমন গুজরাল। তাদের লক্ষ্য ১৫০০টি প্রযুক্তি চালিত ও ১৫০০টি সাধারণ ইন্টারপ্রেনারশিপ মিলিয়ে প্রতিবন্ধীদের জন্য তিন হাজার ইন্টারপ্রেনারশিপ তৈরির ব্যবস্থা করা। তাদের পড়াশুনো থেকে শুরু করে ভবিষ্যতের জন্য সব ধরনের আয়োজনের লক্ষ্যেই এদিনের এই বৈঠক হয়।

অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনেও বিক্ষোভে উত্তাল বিধানসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রথম দিনের পর দ্বিতীয় দিনেও উত্তাপ জারি রাজ্য বিধানসভায়। মঙ্গলবারও বিধানসভায় বিজেপি বিধায়কদের তীব্র বিক্ষোভে উত্তাল হল অধিবেশন। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হামলার ঘটনা নিয়ে এদিন মুলতুবি প্রস্তাব আনতে চেয়েছিলেন বিজেপি বিধায়করা। কিন্তু বিষয়টি আগেই আলোচনা হয়ে গিয়েছে বলে সেই প্রস্তাব খারিজ করেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিধানসভার ভেতরে স্লোগান তুলতে থাকেন বিজেপি বিধায়করা। বিক্ষোভ এতটাই চরমে ওঠে যে, স্পিকার নিজের আসন ছেড়ে উঠে বিজেপি বিধায়কদের নিজ নিজ আসনে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু পরিস্থিতি বেগতিক দেখে, শেষমেশ প্রতিবাদ জানিয়ে ওয়াক আউট করেন বিজেপি বিধায়করা। বিক্ষোভের মধ্যেই বিধানসভার কার্যবিধির তথ্য দিয়ে যে কাগজ দেওয়া হয়, তা ছিঁড়ে ফেলেন বেশ কয়েকজন বিজেপি বিধায়ক।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্পিকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এইরকমই চলতে থাকলে, আগামীকাল থেকে বিজেপি বিধায়কদের কোনও কাগজ দেওয়া হবে না বিধানসভায়। এই সিদ্ধান্তকে 'সংবিধানের বিরলতম ঘটনা' বলে ব্যাখ্যা করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'সংবিধানের ইতিহাসে প্রথমবার কোনও বিরোধী দলকে কার্যবিবরণী বা বুলেটিন দেওয়া হবে না বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে আমরা বিজেপি বিধায়করা প্রতিদিন এক দিস্তা করে কাগজ নিয়ে যাব, প্রয়োজনে বিধানসভায় ছিঁড়ে প্রতিবাদ জানাব।' বিধানসভার এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির প্রভাব আগামী দিনে আরও বাড়তে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এদিন বাজেট অধিবেশন থেকে ওয়াকআউট করার পর বিধানসভার বাইরে গিয়েও বিক্ষোভ দেখান বিজেপি বিধায়করা। বিধানসভার বাইরে তাঁরা ধরনায় বসেন। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মুসলিম লিগ টু সরকার চলছে, এই সরকারের কারণে হিন্দুরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।'

বেসরকারি স্কুলগুলির লাগামছাড়া বেতন রুখতে আইন প্রণয়নের ভাবনা রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের বেসরকারি স্কুলগুলির লাগামছাড়া বেতন নেওয়ার প্রবণতা রুখতে কড়া আইন প্রণয়নের কথা ভাবছে রাজ্য সরকার। বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানান, বেসরকারি স্কুলের ফি কাঠামোর উপর নিয়ন্ত্রণ করতে ইতিমধ্যেই একটি শিক্ষা কমিশনের চিন্তাভাবনা করেছে সরকার। বেসরকারি স্কুলের ব্যায় বৃদ্ধি নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষা মন্ত্রী জানান, এটা ঠিক বেসরকারি স্কুলের ফি বৃদ্ধি, অভিভাবকদের উপর চাপ, কাঁচ ভেঙে পড়া নানান অভিযোগ আসছে। সংশ্লিষ্ট কমিশন এই সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখে নিস্পত্তি করবে। পাশাপাশি, স্কুলগুলো যাতে অতিরিক্ত মুনাফা করার লক্ষ্যে ব্যবসা চালাতে না পারে, এই সংক্রান্ত একটি বিলও সরকার আনতে চলেছে।

ফি বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী আগেই জানিয়েছেন, বাংলা মাধ্যম স্কুলের দিকে ঝোঁক কমে যাচ্ছে অভিভাবকদেরও। এখন সবাই ইংলিশ মিডিয়ামে ঝুঁকছে। সেই চাহিদা বৃদ্ধির কারণেও ফি নিয়ে এত অশান্তি। স্কুল ফি নিয়ন্ত্রণ বিলের কথা এদিন বিধানসভায় জানিয়ে, এই বিল পাশের সময় বিজেপি বিধায়করাও যাতে সমর্থন করেন, সে বিষয়ে আবেদন রাখেন শিক্ষামন্ত্রী। রাজ্যের বেসরকারি স্কুলগুলিতে বেতন বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। 'ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইভেট স্কুল রেগুলেটরি কমিশন' গঠনের জন্য ২০২৩ সালের অগস্ট মাসে নীতিগত অনুমোদন দেয় রাজ্য মন্ত্রিসভা। শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, কমিশনে মোট ১১ জন সদস্য থাকবেন, যার প্রধান হবেন এক জন

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। কমিশনের বাকি সদস্যদের মধ্যে থাকবেন স্কুল শিক্ষা কমিশনার, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং উচ্চশিক্ষা সংসদের সভাপতি, শিক্ষামন্ত্রী মনোনীত দু'জন শিক্ষাবিদ। এ ছাড়া সিবিএসই এবং আইসিএসই বোর্ডের প্রতিনিধিরাও থাকবেন বেসরকারি স্কুলে বেতন বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের এই কমিশনে। বিভিন্ন বেসরকারি স্কুলের বেতন সংক্রান্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখে তা সমাধানের দায়িত্ব থাকবে এই কমিশনের উপর। এই কমিশন গঠনের মূল উদ্দেশ্য হল বেসরকারি স্কুলগুলির অতিরিক্ত বেতন নেওয়া আটকানো এবং বেতন সংক্রান্ত অন্য অভিযোগগুলির দ্রুত নিস্পত্তি করা।

টোটোপাড়া পরিদর্শনে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: সীমান্ত এলাকার মানুষের ক্ষমতায়ণের লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বসু আলিপুরদুয়ারে টোটোপাড়া আদিবাসী গ্রাম ঘুরে দেখেন। প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে স্বনির্ভরতা এবং সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে সীমান্ত এলাকায় শিক্ষা,

স্বাস্থ্য পরিচর্যা, সুষম জীবিকা এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেন। সীমান্ত এলাকার মানুষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে মাননীয় রাজ্যপাল তাঁদের কষ্ট কমানোর জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রশাসনিক সহায়তার আশ্বাসও দেন।

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : সত্যজিৎ চৌধুরী, ই-মেল আইডি : satyajit.c@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৪০২৬৯৮৩৫৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৮.০৩.২০২৫ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং ১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৮.০৩.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং' যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **২০,৪৮,৮৭৪.০০ টাকা (কুড়ি লাখ আটচল্লিশ হাজার আটশ চুয়াত্তর টাকা) ৩০.০১.২০২৫** পর্যন্ত পরবর্তী সুদ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী বশিষ্ঠ কুমার পাসোয়ান (ঋণগ্রহীতা)** পিতা ব্রহ্মদেও পাসোয়ান **ঠিকানা** - ৮২/১ বিএসএনএল স্টাফ কোয়ার্টার, বালিগঞ্জ প্লেস, রুম নং বি৬০১, কলকাতা - ৭০০০১৯ **এবং** কোয়ার্টার নং ই৫, টাইপ - ৩, বিএসএনএল কলোনি, সিদগোরা, সিদগোরা থানার নিকট, পূর্ব সিংভূম, শহর জামশেদপুর, পিন - ৮৩১০০৯, **এবং** ২০১, ৩য় তল, গোল্ডেন কি অ্যাপার্টমেন্ট, মনোহরপুর, ওয়ার্ড নং ৯, ডানকুনি পুরসভা, ডানকুনি, পো. এবং থানা - ডানকুনি, জেলা - হুগলি-৭১২৩১১, **এবং** হরদিমো, খায়রা, জামুই, খায়রা, বিহার-৮১১৩১৭ কাছ থেকে।

(জ্ঞাত দখলদারিত্ব সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ২০১, তিনতলা ভবনের নাম গোল্ডেন কি অ্যাপার্টমেন্ট, পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ৬৫০- ২০ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া মোট এরিয়া ৭৮০ বর্গফুট, মার্বেল মেঝে, ২ বেড রুম,১ লিভিং তথা ডাইনিং রুম,১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ বারান্দা, এ তপশিল অধীন। উক্ত ফ্ল্যাট সংশ্লিষ্ট জমি স্থিত পরিমাণ এরিয়া ১০.৭৪ ডেসিমেল কমবেশি সমপরিমাণ ০৬ কাঠা ০৮ ছটাক কমবেশি জি-৫ তলা ভবনে অবস্থিত মৌজা মনোহরপুর, জেএল নং ৯৮, আরএস দাগ নং ১৭০৩ এবং ১৭৫৯, আরএস খতিয়ান নং ২১৬, এলআর দাগ নং ২৩৯৪ এবং ২৩৯৫, এলআর খতিয়ান নং ৮৭৮২, ৮৭৭৭ এবং ৮০৬/২, স্থানীয় ওয়ার্ড নং ৯, ডানকুনি পুরসভা অধীন , থানা : ডানকুনি, পিন : ৭১২৩১১, এডিএসআর জনাই অধিক্ষেত্রে,জেলা : হুগলি,সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ । স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬০৮-২০২১, পৃষ্ঠা ২০৪২৪৪ থেকে ২০৪২৮৭, দলিল নং ০৬০৮০৮২৮৭ -২০২১ সালের।

সম্পত্তি শ্রী বশিষ্ঠ কুমার পাশোওয়ান, পিতা ব্রহ্মদেও পাশোয়ান এর নামে।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে খোলা জায়গা দক্ষিণে : ফ্ল্যাট নং ২০২ পূর্বে : সিঁড়ি এবং লিফট; পশ্চিমে : খোলা জায়গা।
সংরক্ষিত মূল্য ১৯,১০,০০০.০০ টাকা বায়না জমা ১,৯১,০০০.০০ টাকা,বর্ধিতকরণ মূল্য : ১০,০০০.০০ টাকা।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২০.০৩.২০২৫ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭১১৫৩৬

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ : ১২.০৩.২০২৫
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল,১,মিডলন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮-৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: সংঘমিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, ই-মেইল আইডি: sanghamitra.gupta@sbi.co.in, মোবাইল নং: ৯৬৭৪৭৪১৯১৮

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/ বন্ধকদাতাগণ কে নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত আছে, যার **গঠনমূলক দখল** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সিকিউরড ক্রেডিটর এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে **"যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"**-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিম্নবর্ণিত তারিখে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৭.০৩.২০২৫
অকশনের সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৩.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং	ইউনিট /ঋণগ্রহীতার নাম	যে সম্পদ বিক্রি করা হচ্ছে তার বিবরণ	বকেয়া পাওনা	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি @১০% / দর বৃদ্ধির পরিমান
১.	**ঋণগ্রহীতা: মোহাম্মদ ওয়াজিদ এবং ইফফাত পারভীন** **উভয়ের ঠিকানা:** ৩৬ পিলখানা ৩য় লেন এসি মার্কেট, হাওড়া ৭১১১০১ **এবং** ৩/২০ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সরণি, কলকাতা ৭০০০১১। **এবং** পূর্তি ফ্লাওয়ারস ফ্ল্যাট নং ৮এফ, ব্লক-লোবেলিয়া, ৮ম ফ্লোর, হোল্ডিং নং এইচ৪/৬৯ নিউ স্ট্রিট নাম বি.বি.টি. রোড, চকমিরা জলকল, থানা-মহেশতলা, কলকাতা- ৭০০১৪১	**ঋণগ্রহীতা : মহম্মদ ওয়াজিদ এবং ইফাত পারভিন** উভয়ের ঠিকানা : ৩৬ পীলখানা থার্ড লেন, এসি মার্কেট, হাওড়া ৭১১১০১। এবং ৩/২০, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সরণি, কলকাতা ৭০০০১১। এবং পূর্তি ফ্ল্যাওয়ার্স, ফ্ল্যাট নং ৮এফ, ব্লক -লোবেলিয়া, ৯মতল, হোল্ডিং নং এইচ৪/৬৯, নিউ স্ট্রিট, নাম বি বি টি রোড, চকমিরা জলকল, থানা : মহেশতলা, কলকাতা ৭০০১৪১।--স্বত্বাধিকারী : মহম্মদ ওয়াজিদ এবং ইফাত পারভিন, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০৭-২০১৮, পৃষ্ঠা ১১৩১৭৫ থেকে ১১৩২২৯, দলিল নং ১৬০৭০৩৫৪৯-২০১৮ সালের, এডিএসআর -বেহালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। - সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট ইউনিট নং লোবেলিয়া ৮এফ, টাইপ যথাযথ মানের মোট বিল্ট আপ এরিয়া ৯৯১.৫ বর্গফুট কমবেশি (মোট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৩২২ বর্গফুট) নবম তলে, ব্লক -লোবেলিয়া, সংশ্লিষ্ট ভবন কমপ্লেক্সে এবং একটি মাঝারি মাপের মোটর গাড়ি পার্কিংয়ের অধিকার খোলা জায়গায় একতলায় অধীন স্থান এরিয়া ৫০ বর্গফুট কমবেশি প্রেমিসেস নং রেয়া ১৩ বিঘা, ৫ কাঠা ৬ ছটাক ২৫ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত পুরসভা হোল্ডিং নং এইচ৪-৬৯/নিউ স্ট্রিট নামে বি বি টি রোড, দাগ নং ৪৪৯/৭১৪, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৫৪, ৩৯০, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৪০০, ৪০১, ৪০২, ৩৪৬, ৪৪০, ৪৪৭, ৪৪৮, ৪৪৯, ৩৯৫/৮০৫ নথিভুক্ত আরএস খতিয়ান নং ৩১৬, ১৭০, ৪৬৩, ৪৭৮, ২৮৯, ৪০৯, ৪৫৮, ১৯৬, ৩১৬, ৪৭৮ এবং পূর্ব এলআর খতিয়ান নং ১১৭৫, ১১৭৭ এবং চলতি এলআর খতিয়ান নং ১৯৪৩ , জেএল নং ৮, মৌজা : চকমিরা, পরগনা : বালিয়া, ওয়ার্ড নং ১৭, মহেশতলা পুরসভা অধীন, থানা : মহেশতলা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং চৌহদ্দি : উত্তরে : আরএস দাগ নং ৩৭৮, ৩৯৯, ৪০৩, ৪০৪, দক্ষিণে : বজবজ ট্রাঙ্ক রোড, পূর্বে : আরএস দাগ নং ৩৭৮, ৩৯১, ৩৯২, ৩৪৫, ৩৪৭, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৬৫, ৩৯৩, ৩৮৬, ৩৮৫, পশ্চিমে : আরএস দাগ নং ৪৪১, ৪৪৫, ৪৪৬। **ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত**	**৪৫,২১,৮৪৪.০০ টাকা (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ একুশ হাজার আটশো চুয়াল্লিশ টাকা মাত্র) ০৮.০৩.২০২৪ অনুযায়ী** তদুপরি ভবিষ্যতের সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি সহ। **যোগাযোগ ব্যক্তি: ৯৬৭৪৭৪১৯১৮ ৯৬৭৪৭১১৫২১**	৪৪,৩৩,০০০.০০ টাকা / ৪,৪৩,৩০০.০০ টাকা / ১০,০০০.০০ টাকা / **পরিদর্শনের তারিখ: ২৪.০৩.২০২৫**

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় প্রদত্ত লিঙ্ক, সুরক্ষিত ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in এবং / অথবা https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি / আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে তার ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যে কোনও প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন Support.baanknet@psballiance.com অথবা যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০

ইচ্ছুক দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে উপরে উল্লিখিত সাইটে আপলোড করা বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ১২.০৩.২০২৫
স্থান: কলকাতা
কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

রঘুনাথগঞ্জ শাখা
রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ড
থানা-রঘুনাথগঞ্জ,জেলা- মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২ ২২৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮ (৬) এর অনুবিধি দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ (৬) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতিকী দখল** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক রঘুনাথগঞ্জ শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার) এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, বকেয়া রাশি পুনরুদ্ধারের জন্য যা **২৫.০৪.২০২৪** তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", " যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে নিম্নে বর্ণিত বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতা (গণ)/জামিনদার (গণ) এর থেকে ।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে-

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা - এর নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	ক) **ঋণগ্রহীতা: মহঃ হাবিবুর রহমান,** পিতা- আবদুস সামাদ, গ্রাম- নয়া বাহাদুর, পোস্ট - নুরপুর সুতি, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২২৩ পশ্চিমবঙ্গ। **সহ-ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা: মহঃ আব্দুস সামাদ,** পিতা- মরহুম আইয়ুব আলী **জামিনদার তথা বন্ধকদাতা : মরিয়ম বিবি,** স্বামী- মহঃ আবদুস সামাদ গ্রাম-খিদিরপুর, পোস্ট - ছাবঘাটি সুতি, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২০১ পশ্চিমবঙ্গ। খ) রঘুনাথগঞ্জ শাখা	জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং সেখানে থাকা নির্মান সহ যার মৌজা - খিদিরপুর, জে.এল. নং ৭৮, এল.আর. খতিয়ান নং ১৩৫৬, ১৩৫৭, প্লট নং ২১০, জমির পরিমান - ০.০৮২৬ একর, খিদিরপুর, পোস্ট অফিস - ছাবঘাটি এবং থানা - সুতি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২০১, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রেণিবিন্যাস- ভিটি, ১৫.০৫.২০১৩ তারিখের স্বত্বাধিকার দলিল নং ৭৬১৩, এডিএসআর , নিমতিতা মুর্শিদাবাদে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি মহঃ আব্দুস সামাদ এবং মরিয়ম বিবির নামে আছে। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- বানিরুল ইসলামের সম্পত্তি, দক্ষিণ- প্যাসেজ, পূর্ব- মোসা সমিরান বিবি এবং সালেহা বিবির সম্পত্তি, পশ্চিম- মোসা সমিরান বিবির সম্পত্তি দ্বারা।	**৭,৮৯,২৯৬.০০ টাকা** (সাত লক্ষ উননব্বই হাজার দুইশো ছিয়ানব্বই টাকা মাত্র) **০৬.০৩.২০২৫** অনুযায়ী (বিবি+এমওআই = ৭,০৯, ০৮৭.৯১ টাকা+৮০,২০৮.০৯ টাকা) তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ।	ক) ৪৫.১৯ লক্ষ টাকা (*) (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ উনিশ হাজার টাকা মাত্র) খ) ৪.৫১৯ লক্ষ টাকা (চার লক্ষ একান্ন হাজার নয়শো টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র ঘ) IDIB30076379531A ঙ) ব্যাংকের জানা নেই চ) প্রতীকী দখল
২.	ক) **ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা: মহঃ হাবিবুর রহমান,** পিতা- আব্দুস সামাদ গ্রাম- নয়া বাহাদুর, পোস্ট - নুরপুর সুতি, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২২৩ পশ্চিমবঙ্গ। খ) রঘুনাথগঞ্জ শাখা	জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং সেখানে থাকা নির্মান এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার মৌজা - নয়া বাহাদুরপুর, খ. নং (আর.এস) ৪৪৫, খতিয়ান নং (এল.এস) ১৫২৬-৪২৮১, প্লট নং ৯১০, ৯১১, জমির পরিমান - ৬ ডেসিমেল নয়া বাহাদুরপুর, পোস্ট অফিস - নয়া বাহাদুরপুর ও থানা - সুতি, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২০১, পশ্চিমবঙ্গ তে, শ্রেণীবিভাগ - ভিটি, ২৯.১১.২০১৩ তারিখের স্বত্ব দলিল নং ১৬৩৫৬, এডিএসআর নিমতিতায় নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি জনাব মহঃ হাবিবুর রহমানের নামে আছে। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তর- কমন প্যাসেজের সম্পত্তি, দক্ষিণ- আব্দুল হাকিমের জমি, পূর্ব- মৃত সামসুল হকের সম্পত্তি, পশ্চিম- হামেদ আলীর সম্পত্তি দ্বারা।	**১১,৮১,৬০২.০০ টাকা** (এগারো লক্ষ একাশি হাজার ছয়শো দুই টাকা মাত্র) **০৬.০৩.২০২৫** অনুযায়ী (বিবি +এমওআই = ১০, ৫২,১৬০.০০ টাকা +১,২৯, ৪৪২.০০ টাকা) তদুপরি অতিরিক্ত সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ।	ক) ১২.২৩ লক্ষ টাকা (*) (বারো লক্ষ তেইশ হাজার টাকা মাত্র) খ) ১.২২৩ লক্ষ টাকা (এক লক্ষ বাইশ হাজার তিনশো টাকা মাত্র) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB30076379531 ঙ) ব্যাংকের জানা নেই চ) প্রতীকী দখল

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে

ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: তারিখ -২৫.০৪.২০২৫, সময়- সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম, (1) https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - support.BAANKNET@psballiance.com এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন- https://baanknet.com **এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ সঙ্গে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ এ যোগাযোগ করুন।**
ওয়েবসাইটে (https://baanknet.com) সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তি টি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) - এর ও প্রতি

তারিখ: ১০.০৩.২০২৫ / স্থান: রঘুনাথগঞ্জ
অনুমোদিত অফিসার/ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : সত্যজিৎ চৌধুরী, ই-মেল আইডি : satyajit.c@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৪০২৬৯৮৩৫৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৮.০৩.২০২৫ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং ১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৮.০৩.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং' যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৯.৬৮ কোটি টাকা (নয় কোটি আটষট্টি লাখ টাকা) ৩০.০৬.২০২৩** পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে সংশ্লিষ্ট পরিমাণের সহিত তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **ঋণগ্রহীতা : মেসার্স কে আর ট্রেডকম প্রা. লি., ঠিকানা - ১)** ৭এ, হসপিটাল স্ট্রিট, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭২ **২)** ২৫এ, পার্ক স্ট্রিট, রুম নং ৩০১, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০১৬ **ডিরেক্টর : ১) শ্রী কাঞ্চন রক্ষিত, ঠিকানা** - ২৮/১২এ, বেদিয়া ডাঙ্গা, সেকেন্ড লেন (নিউ বালিগঞ্জ রোড) কলকাতা - ৭০০০৩৯ এবং ৮৬, কায়স্থপাড়া মেন রোড, কসবা, কায়স্থপাড়া বাস স্টপের নিকট, কলকাতা - ৭০০০৭৮ নিকট **খ) শিব শঙ্কর রক্ষিত ঠিকানা** - ৮৬, কায়স্থপাড়া মেন রোড, কসবা, কায়স্থপাড়া বাস স্টপের নিকট, কলকাতা - ৭০০০৭৮ **জামিনদাতা : ১) শ্রী অনিল চন্দ্র দেবনাথ ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং সি, ৪র্থ তল, সোনারগাঁও অ্যাপার্টমেন্ট, কৃষ্ণনগর রোড, কলকাতা - ৭০০০৭২, **২) শ্রী বিশ্বনাথ দেবনাথ, ঠিকানা** - গ্রিনপার্ক, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৭০৭ কাছ থেকে।

জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সম্পত্তি নং ১ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমির পরিমাণ ৩ কাঠা ৪০ বর্গফুট, মৌজা কসবা, জেএল নং ১৩,স্ট্রিট নং ৭, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১০৭, থানা কসবা, তৌজি নং ১৪৫, খতিয়ান নং ১৩৩১, ২১৬৮, দাগ নং ২৪৫৪, থানা কসবা,কলকাতা : ৭৮, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, স্কিম প্লট নং পি-১১এ (চক্রবর্তী পাড়ার নিকট) **উল্লেখ্য দলিল নং ১৫৮৬-২০০৬ সালের, শ্রী কাঞ্চন রক্ষিতের নামে।**
সম্পত্তি ২ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমির পরিমাণ ৫ কাঠা ৫ ছটাক ৪ বর্গফুট , মৌজা : বালুরিয়া, তৌজি নং ১৪৬, জেএল নং ৩৭, আরএস দাগ নং ২২৭, এলআর খতিয়ান নং ৩৬১, ১৪৪৬/২, দাগ নং ৬৯৫/১২৫৭, পরগনা : আনোয়ারপুর, থানা : বারাসত, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, **উল্লেখ্য দলিল নং ১৯২৬-১৯৯৪ সালের, সম্পত্তি শ্রী অনিল চন্দ্র দেবনাথ এর নামে।**
সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট জমির পরিমাণ ১ কাঠা ১ ছটাক, মৌজা বালুরিয়া, তৌজি নং ১৪৬, জেএল নং ৩৭, আরএস দাগনং ২২৭, এলআর খতিয়ান নং ৭৮৩, এলআর খতিয়ান নং ৫৪৩/১, ১৪৪৬/২, ২৪৫/১, দাগ নং ৭০৯/১২৬২, পরগনা আনোয়ারপুর, থানা : বারাসত, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, **উল্লেখ্য দলিল নং ১৯২৭-১৯৯৪ সালের সম্পত্তি শ্রী বিশ্বনাথ দেবনাথের নামে।**
সম্পত্তি নং ১ : **সংরক্ষিত মূল্য : ৭১,৩৭,০০০.০০ টাকা, বায়না জমা ৭,১৩,৭০০.০০ টাকা, বর্ধিতকরণ মূল্য : ২০,০০০.০০ টাকা ।**
সম্পত্তি নং ২ : সংরক্ষিত মূল্য : ৬৯,৯৪,০০০.০০ টাকা, বায়না জমা ৬,৯৯,৪০০.০০ টাকা, বর্ধিতকরণ মূল্য : ২০,০০০.০০ টাকা ।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২১.০৩.২০২৫ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭১১৫৩৬

ক্রম নং ২

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৮.০৩.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং' যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **১৯,৭১,৩৪৫.০০ টাকা (উনিশ লাখ একাত্তর হাজার তিনশ পঁয়তাল্লিশ টাকা) ০২.১২.২০২৪** পর্যন্ত পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রীমতী দেবযানী চ্যাটার্জি,** স্বামী সুব্রত বক্সি **ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ৪০৩, বিল্ডিং নং ০৯, টাইপ-এ, ব্লক-এ-০৯, পিয়ারলেস নগর, থানা - পানিহাটি, সোদপুর, জেলা - চব্বিশ পরগনা (উত্তর) কলকাতা - ৭০০১১৪ **এবং** জেড৫, সোদপুর গভ. হাউসিং কমপ্লেক্স, হোল্ডিং নং ২৯এফ, কলকাতা - ৭০০১১০ **এবং** পি অ্যান্ড টি ডিপার্টমেন্ট, খড়দা, পি কে বিশ্বাস রোড, শ্যাম মন্দিরের নিকট, কলকাতা - ৭০০১১৭ নিকট কাছ থেকে।

জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ইউনিট নং ৪০৩, পঞ্চমতলে, ভবন নং ০৯, টাইপ -এ,সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪২৮ বর্গফুট কমবেশি অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, অবস্থিত বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, মৌজা পানিহাটি, ভবানীপুর, এবং সুখচর, পানিহাটি পুরসভা অধীন, ওয়ার্ড নং ০৩, হোল্ডিং নং ২৯এফ (নিউ), পানিহাটি, থানা : খড়দহ, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, দাগ নং ১০২০, খতিয়ান নং ১১০৪, দলিল নং ১-৫৩৭৫/২০০৪। **সম্পত্তি শ্রীমতি দেবযানী চ্যাটার্জি, স্বামী সুব্রত বক্সি এর নামে।**
সংরক্ষিত মূল্য : ৮,৩৪,০০০.০০ টাকা, বায়না জমা ৮৩,৪০০.০০ টাকা, বর্ধিতকরণ মূল্য : ১০,০০০.০০ টাকা ।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২১.০৩.২০২৫ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭১১৫৩৬

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ : ১২.০৩.২০২৫
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সম্পাদকীয়

রবীন্দ্রনাথ অনুভব করতেন ঈশ্বরের সেবাতেই নিহিত তাঁর কর্তব্য

ওকাম্পোও রবীন্দ্রনাথের জীবনে বিশিষ্ট প্রেরণাদাত্রী হয়ে উঠেছিলেন। ওকাম্পো শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের অনুরাগিণী ছিলেন না, রবীন্দ্রনাথকে তিনি করেছিলেন তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা। বিশিষ্ট রবীন্দ্রগবেষক কেতকী কুশারী ডাইসন মনে করেন, আগাগোড়া উভয়ের মধ্যে স্নিগ্ধ এবং সশ্রদ্ধ সম্পর্ক ছিল। তাঁর কথায়, রবীন্দ্রনাথের বিবেচক সংযমের ফলে সম্পর্কটা কোনও পর্যায়েই ঝটিকাক্ষুব্ধ বা বিপর্যস্ত হয়ে যায়নি। রবীন্দ্রনাথের জীবনীকার কৃষ্ণ কৃপালনীর মতে, কবির অভ্যাস ছিল হৃদয়াবেগের গভীর অঙ্গীকারগুলিকে এড়িয়ে যাওয়া, কেননা তিনি অনুভব করতেন যে ঈশ্বরের সেবাতেই নিহিত তাঁর কর্তব্য। তবে সান ইসিদ্রো থেকে রবীন্দ্রনাথ চলে আসার পর ওকাম্পো এক স্মৃতিবিধুরতায় বারে বারেই ফিরে তাকিয়েছেন দিনগুলোর দিকে। এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে ৮ অক্টোবর, ১৯২৫ বুয়েনোস আইরেস থেকে লেনার্ড এল্‌ মহার্স্টকে লেখা ওকাম্পোর চিঠি; ত..তোমরা মিরালরিও ছেড়ে চ'লে যাওয়ার পর থেকে সান ইসিদ্রো ভারী করুণ জায়গা হয়ে গেছে। সেই শূন্য বাড়িটার সঙ্গে নিজেকে কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারি না। বাকি সব কিছুকেও শূন্য মনে হয়। বড্ড ব্যথা লাগে...দ (তর্জমা; কেতকী কুশারী ডাইসন)। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর এই বান্ধবী তাঁর সুর পত্রিকায় প্রয়াত সুহৃদ ও গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছিলেন এক চিত্তস্পর্শী সচিত্র প্রবন্ধে। ওকাম্পো রবীন্দ্রনাথকে এক রকম ভাবে ভালবেসেছিলেন ঠিকই, কিন্তু দূরত্বটুকু অতিক্রম করেননি। আবার কবির প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসার তাগিদ থেকেই মূলত ওকাম্পোর উৎসাহ-উদ্দীপনায় আর্জেন্টিনায় রবীন্দ্রশতবর্ষ পালিত হয় নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। উৎসবের অঙ্গ হিসাবে সেমিনার, আলোচনা সভা, নাটক, গান, রবীন্দ্র-জীবন ও সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হয় রবীন্দ্র স্মারক ডাকটিকিট। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও উভয়ের মধ্যে গড়ে ওঠা প্রীতির সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। এই মধুময়-স্মৃতি কবি জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত বহন করেছিলেন।

শব্দবাণ-২১৭

■	■	১			২	■
৩			■	■		■
	■		■	৪		৫
	■	■	■	■	■	
৬	৭		■	৮	■	
■		■	■	৯		
■	১০				■	■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. শব্দকোষ ৩. অন্তিম, শেষের ৪. চানঘরে থাকে ৬. পত্নী ৯. সংগীতের রাগবিশেষ ১০. সেনাবাহিনী কিংবা পুলিশ বিভাগের শিক্ষানবিশ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. মঙ্গলজনক ২. শান্ত, অনুগ্রহ ৩. ইন্দ্র ৫. কিছু বাদ ৭. শ্রেণি, সারি ৮. দরজার পাল্লা।

সমাধান: শব্দবাণ-২১৬

পাশাপাশি: ২. বিধুবদন ৫. ওগো ৬. নথি ৭. কেজো ৮. খাস ১০. ভাষাবিজ্ঞান।

উপর-নীচ: ১. জাদ ২. বিধানসভা ৩. বল ৪. নওজোয়ান ৯. রবি ১১. ষাট।

জন্মদিন

আজকের দিন

শ্রেয়া ঘোষাল

১৯১৩ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ যশবন্তরাও চবনের জন্মদিন।*
১৯৬৪ *বিশিষ্ট অভিনেতা ও পরিচালক অরিন্দম সিলের জন্মদিন।*
১৯৮৪ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী শ্রেয়া ঘোষালের জন্মদিন।*

হিন্দু শাস্ত্রে পৌরাণিক এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের দোল উৎসব

প্রদীপ মারিক

হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পাণ্ডুলিপি ও ঐতিহাসিক সাহিত্যের সংকলনকে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বলা হয়। হিন্দু ধর্ম কেবলমাত্র হিন্দুদের সঠিক জীবন ধারনের দিক নির্দেশ করে না, সর্ব ধর্মের মধ্যে এক সম্প্রীতির বাতাবরণ সৃষ্টি করে। বেদ, উপনিষদ্‌ শ্রীমৎ ভাগবত গীতা একধারে হিন্দু শাস্ত্রের নিয়ম শৃঙ্খলা অন্যদিকে বিজ্ঞান কারণ প্রত্যেক মানুষের এক একটা ধাপ পেরোতে হিন্দুশাস্ত্র ছাড়া গতি নেই। হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী, হোলিকা দহন বা নেড়াপোড়া অশুভের বিরুদ্ধে শুভ শক্তির জয়ের প্রতীক। হোলির আগের দিনের রাতে কাঠ জোগার করে, গাছের ডাল বা খড় দিয়ে হোলিকা সাজানো হয় তার পর সেটাতে আগুন দিয়ে আবাল বৃদ্ধ বিনীতা চিৎকার করে বলে, 'আজ আমাদের নেড়া পোড়া কাল আমাদের দোল, সবাই মিলে বল বলরে হরি বোল।' পুরাণে আছে, রাক্ষস সাজা হিরণ্যকশিপুর তাঁর প্রজাদের পুজো অর্চনা করা বন্ধ করে দেন। অমরত্ব লাভের জন্য তিনি ব্রহ্মার তপস্যা শুরু করেন। তাঁর তপস্যায় খুশি হয়ে ব্রহ্মা তাঁকে পাঁচটি ক্ষমতা দান করেন। ব্রহ্মার দেওয়া এই পাঁচটি বর হল - কোনও মানুষ বা কোনও প্রাণী তাঁকে মারতে পারবে না। ঘরের ভেতরে বা ঘরের বাইরে তাঁর মৃত্যু হবে না। তাঁর মৃত্যু দিনেও হবে না, রাতেও হবে না। অস্ত্র দ্বারাও হবে না, শস্ত্র দ্বারাও হবে না। হিরণ্যকশিপুর মৃত্যু জমিতেও হবে না, জলেও হবে না, শূন্যেও হবে না। বর পাওয়ার পর হিরণ্যকশিপুর অত্যাচার বাড়তেই থাকে। কিন্তু তাঁর সন্তান প্রহ্লাদ বিষ্ণুর পরম ভক্ত। তাই প্রহ্লাদকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। এই হীন কাজের জন্য নিজের বোন হোলিকার সাহায্য নেন হিরণ্যকশিপুর। হোলিকা ব্রহ্মার কাছ থেকে একটি শাল পেয়েছিলেন। এই শাল তাঁকে সবসময় রক্ষা করবে বলে জানিয়েছিলেন ব্রহ্মা। হোলিকা বলেন তিনি প্রহ্লাদকে নিয়ে আগুনের মধ্যে বসবেন। শাল থাকায় তাঁর কিছু হবে না কিন্তু প্রহ্লাদ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। যেই প্রহ্লাদকে নিয়ে হোলিকা আগুনে প্রবেশ করেন, তখনই গায়ের শালটি তাঁর কাছ থেকে প্রহ্লাদের গায়ে গিয়ে পড়ে। তাই প্রহ্লাদের কিছু না হলেও পুড়ে ছাই হয়ে যান হোলিকা। হোলিকার মৃত্যু থেকেই শুরু হয় হোলিকা দহন প্রথা। আজও দোলের আগের দিন হোলিকা দহন করে মনের সব পাপ, অশুচি, লোভ, হিংসে পুড়ে ছাই হয়ে যায় বলে মনে করা হয়। হোলিকা দহনের পরের দিন হোলি তথা দোল উৎসব। হিন্দু শাস্ত্রীয় আঙ্গিকে দোল উৎসবের মহাত্মা অনেক। মর্ত্যলোক নয়, প্রথম হোলি খেলা হয়েছিল দেবলোকে। হরিহর পুরাণে বলা আছে দেবাদিদেব মহাদেব সবার প্রথমে হোলি খেলেছিলেন। পুরাণ অনুসারে একবার তারকাসুর স্বর্গ্য আক্রমণ করে। কৈলাশে তখন ধ্যানে সমাধিস্থ ছিলেন মহাদেব। তারকাসুরকে বধ করতে মহাদেবের সাহায্য প্রার্থনা করতে কৈলাশে যান দেবতারা। কিন্তু ধ্যানমগ্ন মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করার সাহস কারোর হয় না। তখন প্রেমের দেবতা কামদেব ও তাঁর স্ত্রী রতি শিব শংকরের ধ্যান ভঙ্গ করতে তাঁর সামনে নৃত্যগীত আরম্ভ করেন। এই নাচে বিরক্ত হয়ে মহাদেব চোখ খোলেন। কিন্তু তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করায় প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে তিনি নিজের তৃতীয় চক্ষু উন্মিলীন করেন। আর মহাদেবের সেই তৃতীয় চক্ষুর আগুনে ভস্ম হয়ে যান মদনদেব। স্বামীকে হারিয়ে কান্নাকাটি শুরু করেন রতি। রতির কান্নায় শিবের মন নরম হয় এবং তিনি কামদেবের প্রাণ ফিরিয়ে দেন। এই আনন্দে রতি ও কামদেব ব্রজমণ্ডলে দেব দেবীদের জন্য ব্রহ্মা ভোজের আয়োজন করেন। এই অনুষ্ঠানে সব দেব দেবীরা আমন্ত্রিত ছিলেন। সেই দিনটি ছিল ফাল্গুনী পূর্ণিমা। এই ব্রহ্মাভোজে রতি নিজের হাতে সবার কপালে চন্দনের তিলক পরিয়ে দেন। হরিহর পুরাণে বলা হয়েছে ব্রহ্মোভোজের এই অনুষ্ঠানে শিবশংকর ঢোল বাজিয়েছিলেন, আর শ্রীবিষ্ণু তাঁর বাঁশির সুরে সুর তুলেছিলেন। দেবী পার্বতী এই অনুষ্ঠানে বীণা বাজান এবং বিদ্যা ও শিল্প সঙ্গীতের দেবী সরস্বতী বসন্তের গান গেয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেছিলেন। সেখানে আবীর নিয়ে খেলেছিলেন মহাদেব। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে সেই থেকেই মর্ত্যে প্রতি বছর ফাল্গুনী পূর্ণিমায় পালিত হয় রঙের উৎসব। হিন্দু শাস্ত্রবিদরা বলছেন এই দোল পূর্ণিমার দিনটিকে গৌড় পূর্ণিমাও বলা হয়। তার কারণ ১৪৮৬ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি শনিবার দোল পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভূত হয়েছিলেন। পাশাপাশি এই বাংলাতে দোল উৎসবের সূচনাও শ্রীচৈতন্যদেবের হাত ধরে হয়েছিল। ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি গৃহত্যাগ করে অর্থাৎ নবদ্বীপ ত্যাগ করে বৃন্দাবনে গিয়ে সেখানে রং খেলা দেখে অভিভূত হয়েছিলেন তখন থেকেই নাকি বাংলাতে দোল উৎসবের সূচনা হয় ভক্তদের বিশ্বাস এই দোল খেলায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণও হাজির হতেন মহাপ্রভুর সঙ্গে দোল খেলতে। দোল বা হোলি, যে নামেই তাকে ডাকা হোক, ফাগের মিষ্টি সুবাসে তা চিরন্তন প্রেমের দোলা দিয়ে যায় মনে। সেই প্রেম মননে, সেই প্রেম আন্তঃমরাত্মায়, সেই প্রেম আদি অনন্ত। গোপিনী শ্রেষ্ঠ রাই ও গোপ শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের অনুরাগের রঙে সেই প্রেম দ্বাপরে ধারণ করেছিল মনোহর কায়া। রাধা ও কৃষ্ণের যুগললীলায় দোল আজ পেয়েছে এক বিশ্বজনীন রূপ। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী, বসন্তকালে দোল বা হোলি উৎসব পালন করা হয় । বসন্ত ঋতু মানেই আবহাওয়ার এক বিরাট পরিবর্তন অনুভূত হয়। কখনও গরম তো আবার কখনও ঠান্ডা, এই রকমই মিশ্র আবহাওয়া সৃষ্টি হয় এই সময়ে। যার ফলে বাতাসে এই সময় যাবতীয় রোগ-জীবাণু-ব্যাকটেরিয়া ভেসে বেড়ায়। এর ফলে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক সমস্যা যেমন ফ্লু, ভাইরাসঘটিত জ্বর এবং পক্সের মতো রোগের উপদ্রব দেখা দেয়। এছাড়াও এই সময়ে গাছের শুকনো পাতা ঝরে পড়ে। যার ফলে এইসব পাতা আবর্জনার রূপ নেয়। আর এই কারণেই ঝরে যাওয়া শুকনো নারকেল পাতা, সুপুরির পাতা ইত্যাদি জড়ো করে তা পুড়িয়ে দেওয়ার হয়। এর ফলে সৃষ্টি হওয়া জীবাণু আগুনের সংস্পর্শে এসে নষ্ট হয়ে যায় তার পাশাপাশি আবির নিয়ে দোল খেলা প্রথাটি খুবই পরিবেশবান্ধব বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। ফুলের পাপড়ি দিয়ে তৈরি ভেষজ আবির গায়ে মাখলে শরীরে জীবাণুর বিরুদ্ধে রোগ প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। একদিকে শাস্ত্রীয় রীতি নীতি অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি কোন থেকে তাই হোলিকা দহন এবং দোল উৎসবের গুরুত্ব অপরিসীম।

দোল পূর্ণিমা বাংলার বসন্ত উৎসব

এস ডি সুব্রত

দোল পূর্ণিমার অন্য নাম দোলযাত্রা । একটি সনাতন হিন্দু বৈষ্ণব উৎসব। বহির্বঙ্গে পালিত হোলি উৎসবটির সঙ্গে দোলযাত্রা উৎসবটি সম্পর্কযুক্ত। এই উৎসবের অপর নাম বসন্ত উৎসব। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে দোল যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। ভগবান রাঁধা-কৃষ্ণ এই দিন পুজিত হয়। বাঙালি হিন্দুদের দোলযাত্রাটি রাঁধা কৃষ্ণকে ঘিরেই, তাকে দোলায় বসিয়ে ওই দিনে পূজা পার্বণ করা হয়। দোল পূর্ণিমার মূল আকর্ষণ আবির। এই দিনটি আবিরের রঙে রাঙিয়ে দেওয়ার দিন। দোলের পরের দিন হোলি উৎসব। হোলি হল রঙের উৎসব। দোল পূর্ণিমা বাংলার বসন্ত উৎসব। প্রতি বছর বাঙালীরা এই দিনটিতে রঙ খেলায় আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে। দোলযাত্রা যেন বসন্তের আহ্বান। এই দিনে বাতাসে যেন একটাই সুর বয়ে চলে তরাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও যাও গো এবার যাবার আগেদ। কোথাও এই দোল পূর্ণিমাকে দোল যাত্রা বলে। আবার ফাল্গুনী পূর্ণিমাকেও দোল পূর্ণিমা বলা হয়ে থাকে। মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যের জন্ম হয়েছিল এই পূর্ণিমার তিথিতে, তাই দোল পূর্ণিমাকে গৌরী পূর্ণিমা বলা হয়। দোল পূর্ণিমা অনেক পৌরাণিক ঘটনা। এই তিথিতে বৃন্দাবনে আবির ও গুলাল নিয়ে শ্রী কৃষ্ণ, রাঁধা এবং তার গোপীগনের সঙ্গে হোলি খেলেছিল আর সেই ঘটনা থেকে উৎপত্তি হয় দোল খেলা। দোল পূর্ণিমার মূল আকর্ষণ আবির। এই দিনটি আবিরের রঙে রাঙিয়ে দেওয়ার দিন। এই দিনের পূজিত ঈশ্বর রাঁধা-কৃষ্ণ। দোল শুধুমাত্র বাঙালিদের উৎসব না, সারা বিশ্বজুড়ে দোল পূর্ণিমা পালন হয় শুধু আলাদা নামে। সারা বিশ্বজুড়ে এই উৎসবটি তহোলিদ নামে পরিচিত। দোল সাধারণত পূর্ণিমা তিথিতে পালন করা হয়। দোল এবং হোলি দুটি আলাদা অর্থ হলেও দুটি একই জিনিস। এর পিছনে কারণও এক। হোলি কথাটি তহোলিকাদ থেকে সৃষ্ট হয়েছে। হোলিকা ছিলেন মহর্ষি কশ্যপ এবং দিতির ছেলে হিরণ্যকশিপুর বোন। আর হিরণ্যকশিপুরের ছেলে ছিলেন প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদ অসুরবংশে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও ছিলেন প্রভু বিষ্ণুর ভক্ত। এর জন্য তার পিতা তার উপর ক্রুদ্ধ ছিলেন। কারন সে প্রভু বিষ্ণুকে তার বাবার উপর স্থান দিয়েছিলেন। তাই তার পিতা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন নিজের ছেলেকে হত্যা করবেন।প্রহ্লাদ ধার্মিক ছিলেন। তাই তাকে হত্যা করা সহজ ছিল না। কোনোভাবেই তাকে হত্যা করা যাচ্ছিল না। তখন হিরণ্যকশিপু তার ছেলেকে পুড়িয়ে মারার নির্দেশ দেন। অন্যদিকে হোলিকা আগুনে কোন দিন ক্ষতি হবে না এই বর পেয়েছিল। তাই প্রহ্লাদকে হত্যা করার জন্য হোলিকা সিধান্ত নেয় সে প্রহ্লাদকে নিয়ে আগুনে ঝাঁপ দেবে। কিন্তু হোলিকা বর পাওয়া সত্ত্বেও সেদিন শেষ রক্ষা হয়নি। প্রহ্লাদ তো বিষ্ণুর আশীর্বাদে বেঁচে যায়। কিন্তু আগুনে ভস্ম হয়ে যায় হোলিকা। সে তার বরের অপব্যবহার করায় আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার সময় তার বর নষ্ট হয়ে যায় এবং সে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সেই দিনটি থেকে পালন করা হয় হোলি বা দোল উৎসব। অনেক আবার হোলিকার উদ্দেশ্যে মাটির পুতুল বানিয়ে ওই শুকনো ডালপালা ঘরে রেখে জ্বালিয়ে দেয়। ওই দিনটি মানুষ নানা ভাবে পালন করে থাকে। এবং পরের দিন হয় দোল উৎসব। আবার অন্য তথ্যমতে বসন্ত পূর্ণিমার দিনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, কেশি নামে একজন অসুরকে বধ করেন। কেশি একজন অত্যাচারী এবং নিষ্ঠুর অসুর ছিলেন। এর জন্য এই অত্যাচারী অসুর দমন হওয়ার জন্য এবং অন্যায় শক্তি ধ্বংস হওয়ার জন্য আনন্দ উৎসবে এই দিনটি উদযাপিত হয়ে থাকে। বৈষ্ণবরা বিশ্বাস করতেন দোল পূর্ণিমার দিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে রাধাকে আবির মাখিয়ে রঙ খেলায় মেতে ছিলেন। এবং সঙ্গে ছিলেন তাদের গোপীগন। তারপর থেকে দোলের দিন আবির নিয়ে রঙ খেলার সূচনা হয়।

মতুয়া ভোট কাটতে ভুতুড়ে ভোটারের মিথ্যাচার তৃণমূলের, দাবি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: মতুয়া ভোটারদের ভোট কাটার জন্য তৃণমূলের ভুতুড়ে ভোটারের নামে মিথ্যাচার করছে। সমস্ত ভুতুড়ে ভোটারের দায় তৃণমূলের দাবি বিজেপির। অন্যদিকে ১০ থেকে ১২ হাজারের বেশি ভুতুড়ে ভোটারের খোঁজ বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার ৫ বিধানসভা এলাকায় দাবি তৃণমূল জেলা সভাপতির।

উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস মঙ্গলবার বনগাঁয় জেলা পার্টি অফিসে সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান, এখনও পর্যন্ত বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বাগদা বনগাঁ উত্তর বনগাঁ দক্ষিণ গাইঘাটা ও স্বরূপনগর এই ৫ বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটার লিস্ট সংশোধনের ২৫ শতাংশ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। তাতে প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার ভুতুড়ে ভোটারের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। এরমধ্যে একই এপিক নম্বরের দুই জায়গায় ভোট পাওয়া গিয়েছে। এমনকি অনেক ভোটারের এলাকায় কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। এই বিষয়ে বনগাঁর এসডিওর কাছে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে লিখিত ভাবে অভিযোগ জানানো হয়েছে। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছেন বনগাঁ জেলা বিজেপি সভাপতি দেবদাস মণ্ডল। তিনি বলেছেন সরকার কাদের এসডিও বিএলও পরিচালনা করে কারা। সব ভুতুড়ে ভোটারের দায় নিতে হবে তৃণমূলকে। আর এই এলাকার মতুয়া ভোটারদের ভোট কাটার জন্য তৃণমূল এই সমস্ত মিথ্যে অভিযোগ করছে।

আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার মালদা মেডিক্যালের ফেসিলিটি ম্যানেজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে মালদা মেডিক্যাল কলেজের ফেসিলিটি ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করল সিবিআই। মঙ্গলবার দুপুরে এসআই পদমর্যাদার একজন সিবিআই আধিকারিক সহ মোট তিনজন এদিন মালদা মেডিক্যাল কলেজের ফেসিলিটি ম্যানেজার অভিজিৎ দাসকে গ্রেপ্তারের পর ইংরেজবাজার থানায় নিয়ে যায়। পরে সিবিআই কর্তারা সেখান থেকেই পুলিশি সহযোগিতা নিয়ে মালদা আদালতের ট্রানজিট রিমান্ডের মাধ্যমে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে। এদিন মালদা মেডিক্যাল কলেজের ফেসিলিটি ম্যানেজার অভিজিৎ দাস গ্রেপ্তার হওয়াতেই নতুন করে শোড়গোল পড়ে গিয়েছে। মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত চার মাস আগে আলিপুরদুয়ার সরকারি হাসপাতাল থেকে স্থানান্তরিত হয়ে মালদা মেডিক্যাল কলেজের ফেসিলিটি ম্যানেজার হিসেবে যোগদান করেন অভিজিৎ দাস। আলিপুরদুয়ারের আগে তিনি কামারহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের বরানগর হাসপাতালে ওয়ার্ড মাস্টার পদে কর্মরত ছিলেন। বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজে মোটা টাকার আর্থিক দুর্নীতিতে বিগত দিনে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন অভিজিৎ দাস। কলকাতার আলিপুরেই মূলত আর্থিক দুর্নীতির মামলায় গ্রেফতার হয়েছিল অভিজিৎ দাস। পরবর্তীতে জামিন পেলেও মামলা চলতে থাকে। এরপর অভিজিৎ দাসের বিরুদ্ধে একাধিকবার আদালতে হাজিরা না হওয়া সমন জারি হয়। পরবর্তীতে সিবিআইয়ের পক্ষ থেকে অভিজিৎ দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিন মালদা মেডিক্যাল কলেজের ফেসিলিটি ম্যানেজার অভিজিৎ দাস গ্রেপ্তারের ঘটনায় ভাইস প্রিন্সিপাল ডা. প্রসেনজিৎ কুমার বর জানিয়েছেন, একটি পুরনো মামলায় মেডিকেল কলেজের ফেসিলিটি ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই কর্তারা। তিনি চার মাস আগে মেডিক্যাল কলেজে যোগদান করেছিলেন। এর আগে তিনি আলিপুরদুয়ার এলাকায় ছিলেন।

বিশ্বভারতীতে বসন্তের আবাহন

ঐতিহ্য রক্ষায় বদল উৎসবের ধরনে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: বিশ্বভারতীর ঐতিহ্যবাহী বসন্তোৎসব এবার নতুন আঙ্গিকে উদযাপিত হল। শান্তিনিকেতনের এই সাংস্কৃতিক উৎসব, যা দোলযাত্রার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত, এবার আয়োজন করা হল নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে এবং বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ রেখে। ১৪ মার্চ, মূল দোল উৎসবের আগেই, বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, আশ্রমিক এবং প্রাক্তনীদের অংশগ্রহণে বসন্তোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য বিনয় কুমার সরেন নিজে শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দেন।

২০২৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ইউনেস্কোর 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' স্বীকৃতি পেয়েছে বিশ্বভারতী। এই তকমা পাওয়ার পর থেকেই ক্যাম্পাসের ঐতিহ্য ও স্থাপত্য রক্ষায় অতিরিক্ত কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। বিশ্বভারতীর বিভিন্ন স্থাপত্য যেমন ছাতিমতলা, উপাসনা গৃহ, সিংহ সদন, কালোবাড়ি ও অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী স্থানে অতীতের মতো বিশৃঙ্খলা যাতে না হয়, সেজন্য এবারের বসন্তোৎসবেও আবির খেলার অনুমতি দেওয়া হয়নি। উপাচার্য বিনয় কুমার সরেন বলেন, 'আমরা চাই বিশ্বভারতীর গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকুক। অতীতের কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, তাই এবছরও শুধুমাত্র গান ও নৃত্যের মাধ্যমে বসন্তোৎসব পালন করা হয়েছে।'

২০১৯ সালে বসন্তোৎসবের দিন বহিরাগতদের অনিয়ন্ত্রিত প্রবেশের কারণে শান্তিনিকেতনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। মূল উৎসবের পর আশ্রম চত্বরে প্লাস্টিক ও মদের বোতল ছড়িয়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। এমনকি ঐতিহ্যবাহী ভাস্কর্য ও স্থাপত্যে আবির মাখিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যা বিশ্বভারতীর পরিবেশ ও ঐতিহ্যের পরিপন্থী। এরপরই তৎকালীন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী দোলের দিন বসন্তোৎসব আয়োজন বন্ধ করেন এবং বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন।

এবারও সেই নিয়ম অনুসরণ করেই আগাম বসন্তোৎসব পালন করা হয়েছে। একই সঙ্গে বহিরাগতদের প্রবেশ ঠেকাতে বিশ্বভারতীর নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে এবং পুলিশের সহযোগিতাও নেওয়া হয়েছে। 'ওরে গৃহবাসী, খুলে দে দ্বার...', 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও...', এইসব চিরন্তন রবীন্দ্রসংগীতের সুরে, তাল মিলিয়ে বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকরা শোভাযাত্রায় অংশ নেন। শান্তিনিকেতন গৃহ থেকে শুরু হয়ে নৃত্যগীতের মাধ্যমে বসন্তের আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে পুরো বিশ্বভারতী ক্যাম্পাসে।

ছাত্রী পারমিতা ভট্টাচার্য বলেন, 'এইভাবে বসন্তোৎসব হওয়ায় আমরা খুব খুশি। দোলের দিন ভিড় ও বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা থাকে, তাই আগাম উৎসব করাটা ভালো সিদ্ধান্ত। আমরা নির্ভার হয়ে আনন্দ করতে পারলাম।' বিশ্বভারতীর এই নতুন নিয়মের ফলে উৎসবের পরিবেশ স্বচ্ছ ও সুসংগঠিত হয়েছে বলে মত কর্তৃপক্ষের। ভবিষ্যতে এই ধারা বজায় রাখা হবে বলেও জানানো হয়েছে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank | ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট - ৪ (দ্রষ্টব্য রুল ৮(১))
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

রানাঘাট শাখা
২০, সুভাষ এভিনিউ, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১২০১

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে ০৪.০১.২০২৫ তারিখে **১. ঋণগ্রহীতা - মেসার্স হালদার এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী বিধান হালদার, ২. স্বত্বাধিকারী তথা বন্ধকদাতা - শ্রী বিধান হালদার,** পিতা শ্রী সাধন হালদার এবং **৩. জামিনদাতা তথা বন্ধকদাতা - শ্রী সাধন হালদার** পিতা প্রয়াত অতুল হালদার ঠিকানা - গ্রাম - সরবাজনা পাড়া, বীরনগর, থানা - তাহেরপুর, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১১২৭ **রানাঘাট শাখা** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৪১,৯৬,০১০.০০ টাকা** (একচল্লিশ লাখ ছিয়ানব্বই হাজার দশ টাকা) **০৩.০১.২০২৫ অনুযায়ী** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১১ মার্চ ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, রানাঘাট শাখার ৪১,৯৬,০১০.০০ টাকা** (একচল্লিশ লাখ ছিয়ানব্বই হাজার দশ টাকা) **০৩.০১.২০২৫ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির ঠিকানা : গ্রাম : উত্তরপাড়া হসপিটাল রোড,পো : বীরনগর, থানা : তাহেরপুর, জেলা : নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪১১২৭।
জমি এবং ভবন **শ্রী সাধন হালদার এবং শ্রী বিধান হালদার** এর নামে, মৌজা বীরনগর, জেএল নং ১৯, হোল্ডিং নং ৮৫৫ এবং ৮৫৬, প্লট নং এলআর ১৮৩২, খতিয়ান নং এলআর -৮২৩৩, ৮২৩২ বীরনগর পুরসভা অধীন, এডিএসআরও -রানাঘাট-১, মোট জমির এরিয়া ৮.২৫ ডেসিমেল (দলিল অনুযায়ী) উল্লেখ্য স্বত্ব বিক্রয় দলিল নং ১/৮০২০-২০১৭ সালের তারিখ ০৯.১১.২০১৭, **বিধান হালদার এর নামে,** জমির এরিয়া ৪.৯৫ ডেসিমেল (দলিল অনুযায়ী), জমির শ্রেণি -দোকান এবং স্বত্ব বিক্রয় দলিল নং ১/৮০২১-২০১৭সালের তারিখ ০৯.১১.২০১৭, সাধন হালদারের নামে, জমির এরিয়া : ৩.৩০ ডেসিমেল, দুই দলিল অধীন **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সাধন হালদার এবং শ্যাম দুর্লভ ; দক্ষিণে : নীলমণি চ্যাটার্জি এবং বিধান হালদার; পূর্বে : ভীম দুর্লভ এবং বিক্রেতা ; পশ্চিমে : মেটাল রোড।

তারিখ : ১১.০৩.২০২৫
স্থান : রানাঘাট

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank | ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কৃষ্ণনগর আরএনটি শাখা
১৫, আর.এন. টেগোর রোড, পোস্ট-কৃষ্ণনগর
থানা-কোতোয়ালি, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১১০১
ই-মেইল: k814@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮ (৬) এর অনুবিধি দেখুন]
সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ (৬) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি (গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতিকী দখল** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কৃষ্ণনগর আরএনটি শাখা
(সুরক্ষিত পাওনাদার) এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, বকেয়া রাশি পুনরুদ্ধারের জন্য যা ২৫.০৪.২০২৫ তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", " যা আছে তা আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বকেয়া রাশি ১৯,৯৩,৮৩৮.০০ টাকা (উনিশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার আটশো আটত্রিশ টাকা মাত্র)
(বিবি + এমওআই = ১৮,২৭,৬৭৬.০০ টাকা+ ১,৬৬,১৬২.০০ টাকা) ১০.০৩.২০২৫ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ সহ যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক কৃষ্ণনগর আরএনটি শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার) এর পাওনা আছে ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা -নুরজাহান বেগম,** স্বামী আব্দুল আজিজ মন্ডল এবং **সহ-ঋণগ্রহীতা-জনাব আব্দুল আজিজ মন্ডল,** পিতা- মধু মন্ডল। উভয়েরই ঠিকানা , গ্রাম-পাথরদহ, পোস্ট - রূপদহ, থানা - ধুবুলিয়া, জেলা- নদীয়া পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ১৪০-এর কাছে ।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে-

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা - এর নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ১. ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা- নুরজাহান বেগম, স্বামী- আব্দুল আজিজ মন্ডল** **২. সহ-ঋণ গ্রহীতা: জনাব আব্দুল আজিজ মন্ডল,** পিতা- মধু মন্ডল **৩. জামিনদার: বাপ্পা হোসেন মন্ডল,** পিতা- আব্দুল আজিজ মন্ডল **৪. জামিনদার: আসরাফুল মন্ডল,** পিতা- আব্দুল আজিজ মন্ডল **সকলেরই ঠিকানা:** গ্রাম-পাথরদহ, পোস্ট - রূপদহ, থানা - ধুবুলিয়া, জেলা- নদীয়া পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ১৪০ **খ) কৃষ্ণনগর আরএনটি শাখা**	তথায় থাকা নির্মান সহ জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা - চাপড়া, জে.এল. নং ৩৯, চাপড়া এডিএসআরও চাপড়া জিপি, খতিয়ান আরএস ২৫১, এলআর ১৯২১, এইচ এলআর ৪৭৫৭, প্লট নং আরএস ২৭৪ এলআর ৪০৯, চাপড়া, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১১৪০, পশ্চিমবঙ্গ, জমির পরিমান - ০৪ ডেসিমেল, শ্রেণীবিভাগ - ভিটি, ১৩.১২.২০১১ তারিখের স্বত্বাধিকার দলিল নং ৬৪৮৬, এডিএসআরও - চাপড়ায় নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি নুরজাহান বেগম, স্বামী- আব্দুল আজিজ মন্ডলের নামে আছে। চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- নিজামুদ্দিন শেখের সম্পত্তি, দক্ষিণ- আব্দুল আজিজ মন্ডলের জমি, পূর্ব- হাবিবুর রহমান বিশ্বাসের সম্পত্তি, পশ্চিম- সাধারণ পথ দ্বারা।	**১৯,৯৩,৮৩৮.০০ টাকা** (উনিশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার আটশো আটত্রিশ টাকা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ১৮, ২৭,৬৭৬.০০ টাকা +১, ৬৬,১৬২.০০ টাকা) **১০.০৩.২০২৫** অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ	**ক) ৩৫.২২ লক্ষ টাকা (*)** (পঁয়ত্রিশ লক্ষ বাইশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৩.৫২২ লক্ষ টাকা** (তিন লক্ষ বাহান্ন হাজার দুইশো টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30182364976** **ঙ) ব্যাংকের জানা নেই** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে

ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: তারিখ : ২৫.০৪.২০২৫, সময়- সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম ,(১) https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - support.BAANKNET@psballiance.com এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন- https://baanknet.com এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ সঙ্গে **হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০** এ যোগাযোগ করুন।
ওয়েবসাইটে (https://baanknet.com) সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তি টি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) - এর ও প্রতি

তারিখ: ১১.০৩.২০২৫
স্থান: কৃষ্ণনগর আরএনটি

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা - ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : মুকেশ কুমার সিনহা, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৮.০৩.২০২৫ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং ১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৮.০৩.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং' যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **১,৮৬,২৫,৫০৭.০০ টাকা (এক কোটি ছিয়াশি লাখ পঁচিশ হাজার পাঁচশ সাত টাকা) ৩০.১১.২০১৮ পর্যন্ত হিসেবকৃত সুদ সহ** পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় ইত্যাদি সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স ইগনাইট ট্রেডিং প্রা. লি. ডিরেক্টর : শ্রী সঞ্জয় সরকার ঠিকানা** - ৮৭/বি, কাশীপুর রোড, ব্লক জি, ফ্ল্যাট - ২৬, কলকাতা, পিন - ৭০০০০২, পশ্চিমবঙ্গ **এবং শ্রী প্রফুল্ল কুমার দাস** কাছ থেকে।

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তি ১ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট নং এ , ৫মতলে, জি-৪ তলা ভবনে প্রেমিসেস নং ১৮/৪, অক্রুর দত্ত লেন,থানা : মুচিপাড়া, ওয়ার্ড নং ৫১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, কলকাতা ৭০০০১২, (এসবিইউএ ৭৪৫ বর্গফুট আনুমানিক) এবং সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত প্রেমিসেস এবং সকলের ব্যবহারের যাবতীয় চলার পথ এবং প্রবেশ পত ইত্যাদি ব্যবহার, অন্যান্য সহ লিজ মেয়াদ থাকাকালীন লিজ দলিল নং ১৩৮ তারিখ ০৫.০১.২০১২ সম্পত্তি সঞ্জয় সরকারের নামে।
সম্পত্তি ২ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট বি, ৫মতলে (দক্ষিণ পূর্ব দিকে), জি-৪ তলা ভবনে প্রেমিসেস নং ১৮/৪, অক্রুর দত্ত লেন,থানা : মুচিপাড়া, ওয়ার্ড নং ৫১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, কলকাতা ৭০০০১২, (এসবিইউএ ১০০৬ বর্গফুট আনুমানিক) এবং সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত প্রেমিসেস এবং সকলের ব্যবহারের যাবতীয় চলার পথ এবং প্রবেশ পত ইত্যাদি ব্যবহার, অন্যান্য সহ লিজ মেয়াদ থাকাকালীন লিজ দলিল নং ১৩৮ তারিখ ০৫.০১.২০১২ সম্পত্তি সঞ্জয় সরকারের নামে।
চৌহদ্দি : উত্তরে : অক্রুর দত্ত লেন ; দক্ষিণে : অংশত প্রেমিসেস নং ১৮/৪, অক্রুর দত্ত লেন ;পূর্বে : রাজেন্দ্র দত্ত লেন; পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং ১৯, অক্রুর দত্ত লেন।
সম্পত্তি ১ : সংরক্ষিত মূল্য : ১৮,৯৮,০০০.০০ টাকা এবং বায়না জমা ১,৮৯,৮০০.০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ১০,০০০.০০ টাকা
সম্পত্তি ২ : সংরক্ষিত মূল্য : ২১,৩১,০০০.০০ টাকা এবং বায়না জমা ২,১৩,১০০.০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ১০,০০০.০০ টাকা

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২১.০৩.২০২৫ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং ৯৭৪৮৮৭০৪৩৮

ক্রম নং ২

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৮.০৩.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং' যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **১,০৫,২৪,০৮০.৭৩ টাকা (এক কোটি পাঁচ লাখ চব্বিশ হাজার আশি টাকা এবং তিয়াত্তর পয়সা) ০১.১১.২০০৭ পর্যন্ত হিসেবকৃত সুদ** চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স গাঙ্গুলি ইলেক্ট্রনিকস, ঠিকানা** - ১৪৯/১, ব্যানার্জি পাড়া রোড, মসজিদ মোড়, কলকাতা - ৭০০০৪১ **শ্রী সৌমিক গাঙ্গুলি,** ছন্দনীড় অ্যাপার্টমেন্ট, ৩য় তল, ১৪, বাবু রাম ঘোষ রোড, কলকাতা - ৭০০০৪০, **শ্রীমতী চন্দ্রা গাঙ্গুলি,** ছন্দনীড় অ্যাপার্টমেন্ট, ৩য় তল, ১৪, বাবু রাম ঘোষ রোড, কলকাতা - ৭০০০৪০ কাছ থেকে।

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমির পরিমাণ ৪ কাঠা ৫ ছটাক, সুকান্ত পল্লি, মৌজা : হরিদেবপুর, জেএল নং ২৫, থানা : হরিদেবপুর, খতিয়ান নং ৬২০, আরএস নং ৩৫, আরএস দাগ নং ৯৫৩ এবং ৯৫৯(অংশ), কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২২, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য দলিল নং ৩৮২০-১৯৯৬ সালের সম্পত্তি শ্রী তিমির গাঙ্গুলি এর নামে।
সংরক্ষিত মূল্য ২০,১৮,০০০.০০ টাকা, বায়না জমা ২,০১,৮০০.০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ১০,০০০.০০ টাকা।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২১.০৩.২০২৫ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং ৯৭৪৮৮৭০৪৩৮

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ : ১২.০৩.২০২৫
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

(This is an Advertisement for information purposes only and not for publication or distribution or release directly or indirectly outside India and is not an offer document announcement)

GTT DATA SOLUTIONS LIMITED

(Formerly "Cinerad Communications Limited")

GTT Data Solutions Limited (formerly known as Cinerad Communications Limited) (**"Company"** or **"Issuer"**) was originally incorporated as *'Cinerad Comunications Private Limited'* as a private limited company under the Companies Act, 1956 vide certificate of incorporation dated September 17, 1986, issued by Registrar of Companies, Bombay. Subsequently, the name of our Company was changed to *"Cinerad Communications Limited"* vide certificate of change of name dated November 01, 1994. Subsequently the name of our company is changed from *'Cinerad Communications Limited'* to *'GTT Data Solutions Limited'* with effect from November 7, 2024. For details of change in the name or address of our Company, please see the chapter titled *"General Information"* on page 38 of the Letter of Offer.

Registered Office: 80 Burtolla Street, Barabazar, Kolkata, West Bengal, India, 700007 | **CIN:** L62099WB1986PLC218825
Contact Person: Ebrahim Saifuddin Nimuchwala, Company Secretary and Compliance Officer
Email: cinerad@gttsolutions.in | **Website:** https://gttdata.ai/ | **Telephone:** +91-77199 13351

OUR PROMOTERS: PANKAJ RAMESH SAMANI, KAUSHAL UTTAM SHAH, GANESH NATARAJAN, UMA GANESH NATARAJAN, MANOJ MANOHAR PANVELKAR, NITIN NEMINATH PATIL, BASANTA KUMAR SWAIN & UGPATWARDHAN SERVICES PRIVATE LIMITED.

ISSUE OF UP TO 1,91,61,915 PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH OF OUR COMPANY ("RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 26 EACH INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 16 PER RIGHTS EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO AN AMOUNT OF UP TO ₹4,982.10 LAKHS* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 (ONE) RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 1 (ONE) FULLY PAID UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON TUESDAY, JANUARY 14, 2025 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS 2.6 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE THE CHAPTER TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 222 OF THE LETTER OF OFFER.

**Assuming full subscription and receipt of all Call Monies with respect to Rights Equity Shares.*

PAYMENT SCHEDULE

Amount payable per Rights Equity Share(1)	Face Value (₹)	Premium (₹)	Total (₹)
On Application	2.50	4.00	6.50
On One or more subsequent Call(s) as determined by our Board / Rights Issue Committee at its sole discretion, from time to time#	7.50	12.00	19.50
Total (₹)	**10.00**	**16.00**	**26.00**

**For further details on the Payment Schedule, see "Terms of the Issue" beginning on page 222 of the Letter of Offer.*

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Company thanks all Investors for their response to the Issue, which opened for subscription on Monday, January 27, 2025, and closed on Tuesday, February 25, 2025, and the last date for On Market Renunciation of Rights Entitlements was Thursday, January 30, 2025. Out of the total 2,130 Applications for 4,16,36,542 Rights Equity Shares, 685 Applications for 7,20,881 Rights Equity Shares were rejected due to technical reasons as disclosed in the Letter of Offer. The total number of valid Applications received was 1,445 for 4,09,15,661 Rights Equity Shares, which was 213.53% of the number of Rights Equity Shares Allotted under the Issue. In accordance with the Letter of Offer and the Basis of Allotment finalized on Monday, March 3, 2025, in consultation with BSE Limited ("BSE"), the Designated Stock Exchange, and the Registrar to the Issue. The Board of Directors, at their meeting held on Monday, March 3, 2025, approved the allotment of 1,91,61,915 partly paid up Rights Equity Shares to the successful Applicants. In the Issue, no Rights Equity Shares have been kept in abeyance. All valid Applications after the rejection of bids received from non-Eligible Shareholders and technical rejections have been considered for Allotment.

1. The breakup of valid applications received (after the rejection of bids received from non-Eligible Shareholders technical rejections) is given below:

Category	No. of valid applications received	No. of Rights Equity Shares accepted and allotted against Entitlements (A)	No. of Rights Equity Shares accepted and allotted against Additional Rights Equity Shares applied (B)	Total Rights Equity Shares accepted and allotted (A+B)
Shareholders	1,389	1,63,92,754	26,63,971	1,90,56,725
Renouncees	56	1,05,190	0	1,05,190
Total	**1,445**	**1,64,97,944**	**26,63,971**	**1,91,61,915**

2. Information regarding total Applications received:

Category	Applications Received		Equity Shares Applied for			Equity Shares allotted		
	Number	%	Number	Value (Rs.)	%	Number	Value (Rs.)	%
Shareholders	2,074	97.37%	4,12,41,674	26,80,70,881.00	99.05%	1,90,56,725	12,38,68,712.50	99.45%
Renouncees	56	2.63%	3,94,868	25,66,642.00	0.95%	1,05,190	6,83,735.00	0.55%
Total	**2,130**	**100.00%**	**4,16,36,542**	**27,06,37,523.00**	**100.00%**	**1,91,61,915**	**12,45,52,447.50**	**100.00%**

Information for Allotment/refund/rejected cases: The dispatch of Allotment Advice cum Refund Intimation to the investors, as applicable, has been completed on Monday, March 10, 2025. The instructions for unblocking funds in case of ASBA Applications were issued to SCSBs on Monday, March 03, 2025. The listing application was executed with BSE Limited ("BSE") on Monday, March 3, 2025. The credit of Rights Equity Shares to the respective demat accounts of the allottees in respect of Allotment in dematerialized form has been completed on Friday, March 7, 2025. For further details, see *"Terms of the Issue – Allotment Advice or Refund / Unblocking of ASBA Accounts"* on page 250 of the Letter of Offer. The trading in Right Equity Shares issued in the Rights Issue shall commence on BSE upon receipt of trading permission and shall be traded under the ISIN IN9959B01015. The trading is expected to commence on or before March 17, 2025. Further, in accordance with the SEBI master circular bearing reference - SEBI/HO/CFD/PoD-1/P/CIR/2024/0154 dated November 11, 2024, the request for extinguishment of Rights Entitlements has been sent to NSDL & CDSL on Thursday, March 6, 2025.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALIZED FORM.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: It is to be distinctly understood that the submission of the Letter of Offer to SEBI should not, in any way deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by SEBI. The Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of disclaimer clause of the SEBI under the heading *"Other Regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer Clause of SEBI"* on page 215 of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by the BSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of disclaimer clause of the BSE Limited under the heading *"Other Regulatory and Statutory Disclosures - Disclaimer Clause of BSE"* on page 217 of the Letter of Offer.

Unless otherwise specified, all capitalised terms used herein shall have the same meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer.
THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE COMPANY'S BUSINESS PROSPECTS.

REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
MUFG	
MUFG Intime India Private Limited ***(Formerly "Link Intime India Private Limited")*** C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (west), Mumbai – 400 083, Maharashtra, India. **Telephone:** +91 8108114949; **Email:** gttdata.rights@linkintime.co.in **Website:** www.linkintime.co.in **Investor grievance email:** gttdata.rights@linkintime.co.in **Contact person:** Shanti Gopalkrishnan **Sebi Reg. No.:** INR000004058 **CIN:** U67190MH1999PTC118368	**Ebrahim Saifuddin Nimuchwala,** **Company Secretary and Compliance Officer** **GTT Data Solutions Limited** ***(Formerly "Cinerad Communications Limited"),*** 80 Burtolla Street, Barabazar, Kolkata, West Bengal, India, 700007 **Contact Person:** Ebrahim Saifuddin Nimuchwala **Telephone:** +91-77199 13351 **E-mail:** cinerad@gttsolutions.in **Website:** https://gttdata.ai/

Investors may contact the Registrar to the Issue or our Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the Applicant, contact number(s), e-mail address of the sole/ first holder, folio number or demat account, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the Application Forms, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip. For details on the ASBA process, please see the section entitled *"Terms of the Issue"* on page 222 of the Letter of Offer.

For, GTT DATA SOLUTIONS LIMITED
(Formerly "Cinerad Communications Limited")
Sd/-
Ebrahim Saifuddin Nimuchwala
Company Secretary and Compliance Officer

Date: March 11, 2025
Place: Sangli

Disclaimer: *Our Company is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to issue Equity Shares on a rights basis and has filed a Letter of Offer with the Securities and Exchange Board of India and Stock Exchange. The Letter of Offer is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, and website of Stock Exchange where the Equity Shares are listed i.e. BSE at www.bseindia.com. Investors should note that investment in equity shares and equity related securities involves a high degree of risk and are requested to refer to the Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 25 of the Letter of Offer. This announcement does not constitute an offer of Rights Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and any Rights Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. There will be no public offering of Rights Equity Shares in the United States.*

আত্মঘাতী ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: একাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় বসে বন্ধুর খাতা নিয়ে লেখার সময় নজরে পরে স্কুলের ১ শিক্ষিকার ২ জনের খাতা কেড়ে নিয়ে পরীক্ষা শেষের কিছু সময় আগে ওই ২ জন ছাত্রীকে ঘর থেকে বের করে দেন ওই শিক্ষিকা। এরপর বাড়ি এসে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয় কালনা থানার রাহাতপুর গ্রামের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী আফসানা মন্ডল। একাদশ শ্রেণিতে পাঠরত ওই ছাত্রী। বাকুলিয়া রাজেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশন এর ওই ছাত্রী সোমবার স্কুলে পরীক্ষা দিচ্ছিল। সেখানেই সে বন্ধুর খাতা দেখে লেখার সময় পরীক্ষায় গার্ড দেওয়া এক শিক্ষিকা খাতা কেড়ে নেয়। বিকালে বাড়িতে এসে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটায়। মঙ্গলবার কালনা মহকুমা হাসপাতালের মর্গে মৃত দেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করা হয়।

SBI

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, শান্তিপুর শাখা
৭৮, নেতাজি সুভাষ রোড, পো. শান্তিপুর, জেলা - নদিয়া
পব, পিন - ৭৪১৪০৪, ফোন - ৩৪৭২-২৭৮০৪৩ ইমেল : sbi.00176@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
[রুল-৮(১)]

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, শান্তিপুর শাখা, রিজিওনাল অফিস - কৃষ্ণনগর ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেনে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, শান্তিপুর শাখার** নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দখলের তারিখ ২) দাবি নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	শ্রী কানাইলাল গুহ, পিতা সন্তোষ গুহ, ১০২/১৭, রামনাথ তর্করত্ন রোড, থানা : শান্তিপুর, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১৪০৪। এ/সি নং : ৩০৭৪০৬৩৭৯৪২ (এইচবিএল) এবং ৩৮৮০৩৬৯৬৪২৪ (হোম টপ আপ)	জেলা : নদিয়া থানা : শান্তিপুর, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মোট জমির পরিমাণ মৌজা : ২৫, বাইগাছি, খতিয়ান নং ৩৪৭১, এলআর নং ৩৪৭২,প্লট নং আরএস ৮৬৫, এলআর ২১৬০, এরিয়া : ৩.০৩ ডেসিমেল -মোট ০.০৩৩ একর থেকে, থানা : শান্তিপুর, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১৪০৪। **সম্পত্তি শ্রী কানাইলাল গুহ, পিতা সন্তোষ গুহ এর নামে।** **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : কালী মন্দির ; দক্ষিণে : সন্তোষ গুহ এর জমি; পূর্বে : দুলাল বিশ্বাসের জমি ; পশ্চিমে : রামনাথ তর্করত্ন রোড।	১) ০৬.০৩.২০২৫ ২) ০৬.০১.২০২৫ ৩) ৭০৭৬৬৮.০০ টাকা (সাত লাখ সাত হাজার ছশো আটষট্টি টাকা) টাকা এবং ০৫.১২.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ

দ্রষ্টব্য ১ - ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে পূর্বের ইস্যুকৃত নোটিশ বাতিল বলে গণ্য করতে হবে তা প্রত্যাহার করা হল।
দ্রষ্টব্য ২ - ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ১১.০৩.২০২৫
স্থান - শান্তিপুর

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই শান্তিপুর শাখা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
৩য় এবং ৪র্থ তল, ১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট - ৪এ
(রুল ৮(৬) দ্রষ্টব্য)
স্থাবর সম্পত্তি
বিক্রির জন্য চতুর্থ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট রুলস) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট রুলস) রুলসের রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত নির্ধারিত জামিনদাতার অধীনে বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত জামিন অধীন ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত, বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে **২৮.০৩.২০২৫ তারিখে বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে জামিন অধীনে ঋণদাতার সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য। নিম্নোক্ত সম্পত্তির বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন ই-নিলাম মাধ্যমে বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে :

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার এবং শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১	**রুম্পা গুইন** **শাখা :** কলকাতা মেন	ফ্ল্যাট নং বি১ (দক্ষিণ পূর্ব) পরিমাপ এসবিএ-৮৮০ বর্গফুট ২য় তল উইন্ড ভিলা, প্রেমিসেস নং ৩০৫, মহাত্মা গান্ধি রোড, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১৪২ অধীন, কলকাতা - ৭০০১০৪	ক) স্বত্ব দখলীকৃত খ) জ্ঞাত নয় গ) ২০.০০ লাখ টাকা ঘ) ২.০০ লাখ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB30015911390 ছ) ২৭,৩৩,৭৮৭ টাকা (২৪.০৮.২০২২ অনুযায়ী)

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। **প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০ ইমেল আইডি - support.BAANKNET@psballiance.com** এবং হেল্প লাইন নম্বর পাওয়া যাবে সার্ভিস প্রোভাইডারের হেল্পডেস্কে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগের ব্যক্তি : দীপক কুমার দে, অনুমোদিত অফিসার (০৩৩) ২২৩০ ৮৯৯২/২২৩০ ৬৭৭২

তারিখ : ১১.০৩.২০২৫
স্থান : কলকাতা

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ২য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন : ০৩৩-২২৮৮০১৯৯/০২০০, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৮৮০২৩৩,ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ শ্রী এন কে লাকরা, ইমেল আইডি ঃ clo3.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৭২১০০৪

[রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ১৭.০৪.২০২৫
সময় ঃ ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** ১৭.০৪.২০২৫ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৪৯,০৪,৯৫,৫৯৯.০০ টাকা (উনপঞ্চাশ কোটি চার লাখ পঁচানব্বই হাজার পাঁচশ নিরানব্বই টাকা) টাকা** ০৫.০৮.২০১৪ অনুযায়ী এবং ০৬.০৮.২০১৪ থেকে পরবর্তী সুদ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স এস আর টিম্বার প্রোডাক্টস প্রা. লি.** রেজিস্টার্ড অফিস ২৬৮, জি টি রোড, ২য় তল, নারায়নি কমপ্লেক্স, লিলুয়া, হাওড়া - ৭১১২০৪ এবং জামিনদাতা শ্রী অখিলেশ সিং, পিতা প্রয়াত রামকান্ত সিং, ২৬৮, জি টি রোড, ২য় তল, নারায়নি কমপ্লেক্স, লিলুয়া, হাওড়া - ৭১১২০৪ ২) শ্রী শশীভূষণ সিং, পিতা পিতা প্রয়াত রামকান্ত সিং, ২৬৮, জি টি রোড, ২য় তল, নারায়নি কমপ্লেক্স, লিলুয়া, হাওড়া - ৭১১২০৪ ৩) শ্রীমতী চিত্রা সিং, স্বামী সঞ্জয় সিং, মুন্না কলোনি, তিলক নগর, হাউস নং ১১১, গান্ধি চক, পদরাউনা জেলা - কুশিনগর, উত্তরপ্রদেশ, পিন - ২৭৪৩০৪, ৪) শ্রী বিবেক কুমার সিং, পিতা পিতা প্রয়াত রামকান্ত সিং, ২৬৮, জি টি রোড, ২য় তল, নারায়নি কমপ্লেক্স, লিলুয়া, হাওড়া - ৭১১২০৪ ৫) এস আর ওয়ার্থ লি. ২৬৮, জি টি রোড, ২য় তল, নারায়নি কমপ্লেক্স, লিলুয়া, হাওড়া - ৭১১২০৪
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৭.০৩.২০২৫ সময় : সকলা ১১টা থেকে বেলা ৩টে ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০ টাকা (প্রতিটি সম্পত্তির জন্য)

ক্রম	জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
১	জমি এবং ভবনের পরিমাণ ২৫ কাঠা এবং সীমা পাঁচিল অবস্থিত মৌজা : পরিদপুর, জেএল নং ৭৪, খতিয়ান নং ১৭৫ , আরএস দাগ নং ৭৫৭(১১ কাঠা ০৬ ছটাক উল্লেখ্য দলিল নং ৩৭০২) এবং জেএল নং ৭৪, খতিয়ান নং ৮৪, আরএস দাগ নং ৭৫৮ (১৩ কাঠা ১০ ছটাক উল্লেখ্য দলিল নং ৩৪৬০), জি টি রোড, ফরিদপুর, পো এবং থানা : দুর্গাপুর, জেলা : বর্ধমান, সংশ্লিষ্ট ভবন এবং ফ্যাক্টরি শেড তদস্থিত। সম্পত্তি মেসার্স এস আর টিম্বার প্রোডাক্টস প্রা লি এর নামে **(প্রতীকী দখলীকৃত)**	৬,৭৮,০০,০০০.০০ টাকা	৬৭,৮০,০০০.০০ টাকা
২	বাস্তু তথা বাণিজ্যিক জমি পরিমাণ ২৫ ডেসিমেল (১৫ কাঠা) অবস্থিত মৌজা : কৃষ্ণদেববাটী, জেএল নং ৬০, খতিয়ান নং ৪৩৪, প্লট নং ১৩১ (অংশ), থানা : কল্যাণী, বুদ্ধ পার্ক বাস স্টপ এর নিকট, জেলা : নদিয়া, দলিল নং : ১-১৭৩২ এবং ১-২২৬৫-২০০৭ সালের। সম্পত্তি বিবেক কুমার সিং এর নামে। **(প্রতীকী দখলীকৃত)।**	২,৭৫,০০,০০০.০০ টাকা	২৭,৫০,০০০.০০ টাকা
৩	বাণিজ্যিক তথা বসবাসের জমি সম্পত্তি পরিমাণ আনুমানিক ৬২০ বর্গমিটার (৬৬৭১.২০ বর্গফুট) অবস্থিত মৌজা : সিদুয়াহা, গ্রাম : সোহরানুয়া, প্লট নং ১১৩১ মি। টপ্পা পাকাড়ি গঙ্গারানি,তহশিল : পদরাউনা, পরগনা : সিধুয়া জোবানা, জেলা : কুশীনগর, উত্তর প্রদেশ, সম্পত্তি চিত্রা সিং এর নামে। **(প্রতীকী দখলীকৃত)।**	১,১০,০০,০০০.০০ টাকা	১১,০০,০০০.০০ টাকা
৪	জমির পরিমাণ ৫ কাঠা এবং তদস্থিত ৩ তলা ভবন, দাগ নং ৭৫০, খতিয়ান নং ২০২০, জেএল নং ৭৪, মৌজা : ফরিদপুর , থানা : দুর্গাপুর, জেলা : বর্ধমান, জমি (দলিল নং ৪০১৩)। সম্পত্তি অখিলেশ সিং এর নামে। **(প্রতীকী দখলীকৃত)।**	১,৭৯,০০,০০০.০০ টাকা	১৭,৯০,০০০.০০ টাকা
৫	ফ্ল্যাট নং ডি-১, পরিমাণ ৭৪৫.১৩ বর্গফুট , ফ্ল্যাট নং ডি-২, পরিমাণ ৭৮৪.৩৯ বর্গফুট এবং ফ্ল্যাট নং ডি-৩, পরিমাণ ৯৮৭.৬৩ বর্গফুট সকলই পঞ্চমতলে, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির জমির যথাযথ ভাগ অংশ ভবনের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত মৌজা ফরিদপুর, দুর্গাপুর পুরসভা অধীন, নীলকণ্ঠ অ্যাপার্টমেন্ট, শরৎ পল্লি, থানা দুর্গাপুর, বর্ধমান, রেজিস্ট্রিকৃত লিজ দলিল নং ১৫৮৯ তাং ১৯.০৮.২০১১,রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এআরএ-৩, কলকাতা, বিবেক সিং কর্তৃক ৯৯ বছরের লিজ দান। সম্পত্তি মেসার্স এস আর টিম্বার প্রোডাক্টস প্রা লি রে নামে। **(প্রতীকী দখলীকৃত)।**	৮২,০০,০০০.০০ টাকা	৮,২০,০০০.০০ টাকা
৬	অফিস পরিমাণ ৮৭৫ বর্গফুট, ২য়তলে, ২৬৮ জি টি রোড, লিলুয়া পো : বেলুড়মঠ, থানা : বালি, জেলা : হাওড়া, বালি পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৭ অধীন, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ প্রেমিসেস নং (দলিল নং ১৫৮১), সম্পত্তি মেসার্স এস আর টিম্বার প্রোডাক্টস প্রা লি এর নামে **(প্রতীকী দখলীকৃত)**	৬৬,০০,০০০.০০ টাকা	৬,৬০,০০০.০০ টাকা
৭	অফিস প্রেমিসেস পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৬৬ বর্গফুট , ডায়মন্ড চেম্বার, ফ্ল্যাট নং ৫-ও, ৬ষ্ঠতলে, ৪, চৌরঙ্গি লেন, কল - ১৬, এবং একটি কার পার্কিং স্পেস (দলিল নং ৭৬৩৬), সম্পত্তি মেসার্স এস আর ওয়ার্থ আয়াত নির্যাত প্রা লি এর নামে । **(প্রতীকী দখলীকৃত)।**	১,৮৮,০০,০০০.০০ টাকা	১৮,৮০,০০০.০০ টাকা
৮	বাস্তু জমি পরিমাণ ২ কাঠা ৯ ছটাক (১৮৪৫ বর্গফুট), তদস্থিত ভবন কাঠামো ৪ তলা ভবন নির্মীয়মাণ অনুমোদিত প্ল্যান বালি পুরসভার অনুযায়ী ,মৌজা বালি, জেএল নং ১৪, দাগ নং ৯৩৫৫, সিএস খতিয়ান নং ১০২৪, আরএস খতিয়ান নং ৮৪৮৫, থানা : বালি,জেলা : হাওড়া, হোল্ডিং নং ১৩২/১, বীরেশ্বর চ্যাটার্জি স্ট্রিট, ওয়ার্ড নং ২, বালি পুরসভা অধীন। দলিল নং ০১৪৭৬-২০০৯ সালের। সম্পত্তি শশী ভূষণ সিং এর নামে। **(প্রতীকী দখলীকৃত)**	৯৬,০০,০০০.০০ টাকা	৯,৬০,০০০.০০ টাকা
৯	৯. অফিস প্রেমিসেস পরিমাণ ৪১৭ বর্গফুট , বেঙ্গল সৃষ্টি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট লি অফিস নং ৪০৬সি, ৪র্থতলে, ব্লক -এ, কামধেনু জোন, দুর্গাপুর সিটি সেন্টার , মৌজা : ফরিদপুর, সিএস প্লট নং ৩৬০১ (অংশ) খতিয়ান নং ১৩৬২, জেএল নং ৭৪, তৌজি নং ২০, থানা : দুর্গাপুর (দলিল নং ২৩৭), সম্পত্তি শশী ভূষণ সিং এর নামে। **(প্রতীকী দখলীকৃত)।**	২৭,০০,০০০.০০ টাকা	২,৭০,০০০.০০ টাকা

বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং baanknet.com এবং https://tenders.gov.in দেখুন

তারিখ ঃ ১২.০৩.২০২৫
স্থান ঃ কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, মেগা ই-অকশন তারিখ: ২৯.০৩.২০২৫

পাঞ্জাব নৈশনল বৈঙ্ক pnb punjab national bank (ভারত সরকার কা উপক্রম) (Govt of India Undertaking)

সার্কেল সাস্ত্র মুর্শিদাবাদ,
২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, পোঃ- বহরমপুর,
জেলা- মুর্শিদাবাদ, (পঃবঃ), ই-মেল: cs8283@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ইএমডি (বায়না অর্থ জমা) এবং নথিপত্র জমার শেষ তারিখ এবং সময় ২৮.০৩.২০২৫/ বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ -এর ৫৪ নং) -এর অধীন ব্যাঙ্কে বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) অনুবিধির সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)কে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত ঋণদাতাদের কাছে বন্ধকী/চার্জযোগ্য আছে, যার গঠনমূলক/ বাস্তবিক / প্রতীকী দখল নিয়েছেন ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক / সুরক্ষিত ঋণদাতা, তা **"যেখানে যেমন আছে"**, **"যেখানে যা আছে"** এবং **"যেখানে যা-কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি হবে অত্র নিম্নে প্রদত্ত সারণিতে বর্ণিত তারিখে, স্ব-স্ব ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-এর কাছ থেকে ব্যাঙ্ক / সুরক্ষিত ঋণদাতাদের কাছে বকেয়া পাওনা উদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য ও অগ্রিম মূল্য জমা করতে হবে নিচের সারণিতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির পাশে বর্ণিতমতো।

সুরক্ষিত সম্পত্তির তফসিল

ক্র.. নং	শাখার নাম, অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণের নাম ও ঠিকানা	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/মালিকের নাম (সম্পত্তি(সমূহ)-র বন্ধকদাতা)	ক) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ -এর সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ -এর সেকশন ১৩(৪) অধীনে দখলের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ ঘ) দখলের ধরন প্রতীকী/বাস্তবিক/গঠনমূলক	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) ব্যাঙ্ক সম্পত্তি আইডি	ক) ই-অকশনের তারিখ/ সময় খ) সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে জ্ঞাত দায়বদ্ধতার বিশদ
১.	**শাখার নাম: লালগোলা (১৫৩২১০)** **মহঃ সেলিম রেজা (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- মহঃ আবুল কাসেম, গ্রাম- নতুন রমনা, পোস্ট-বাজুপুর মধুপুর, থানা- লালগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৪৮	মৌজা- বাজুপুর মধুপুর জেএল নং ৯৫, খতিয়ান নং এলআর ৮০৭৬, দাগ নং এলআর ১৬৪,১৬৭ -এ অবস্থিত জমি ও বিল্ডিংয়ের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল,জমির পরিমাপ ৯.৫ ডেসিমেল, গ্রাম- নতুন রোমোনা, পোস্ট- বাজুপুর মধুপুর, থানা - লালগোলা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৮। **মালিক:** মহঃ সেলিম রেজা, পিতা- মহঃ আবুল কাসেম, গ্রাম- নতুন রমনা, পোস্ট-বাজুপুর মধুপুর, থানা- লালগোলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১৪৮। **চৌহদ্দি :** উত্তরে - রাস্তা দ্বারা। দক্ষিণে- হাকুম সেখের বাড়ি দ্বারা। পূর্বে- হাকুম সেখের বাড়ি দ্বারা। পশ্চিমে - আব্দুল মতিনের বাড়ি দ্বারা।	ক) ১০.০৮.২০২১ খ) ১৮.০১.২০২২ গ) ১৬,৫১,৮৮৯.০০ টাকা **(ষোল লক্ষ একান্ন হাজার আটশো উননব্বই টাকা মাত্র)** ০৯.০৮.২০২১ অনুযায়ী ৩১.০৩.২০২১ পর্যন্ত সুদ ধার্য করা হয়েছে এবং এর উপর অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি। ঘ) গঠনমূলক	ক) ২৫,৫১,০০০.০০ টাকা খ) ২,৫৫,১০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBU20685185	ক) ২৯.০৩.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই
২.	**শাখার নাম:** **ভাদুরিয়াপাড়া (১০৯৫২০)** **সাইদুল ইসলাম (ঋণগ্রহীতা)** পিতা - প্রয়াত সামেদ বারি গ্রাম- নাসিমুদ্দিন পাড়া, পাকুড়দিয়ার, পোঃঅঃ- ফরিদপুর, থানা- জলঙ্গী, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৩০৩, পশ্চিমবঙ্গ **হাসানুজ্জামান (জামিনদার)** পিতা - সাইদুল ইসলাম গ্রাম এবং পোঃঅঃ- ফরিদপুর, থানা- জলঙ্গী, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৩০৩	জমি ও আবাসিক ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা ফরিদপুর মৌজায় অবস্থিত, জেএল নং ৪০, এলআর প্লট নং ২৮৫৭, এলআর খতিয়ান নং ৯৫৫৮, জমির ধরন- ভিটি, এলাকার পরিমাপ ০.০৯ একর, ফরিদপুর নং ৬ গ্রাম পঞ্চায়েত-এর অধীনে, ফরিদপুরে, থানা- জলঙ্গী, জেলা- মুর্শিদাবাদ, এডিএসআর ডোমকল, মুর্শিদাবাদ -এ ২০০২-এর বিক্রয় দলিল নং ২২৩০ -তে নিবন্ধিত। **মালিক :** সাইদুল ইসলাম, পিতা - প্রয়াত সামেদ বারি, গ্রাম- নাসিমুদ্দিন পাড়া, পাকুড়দিয়ার, পোঃঅঃ- ফরিদপুর, থানা- জলঙ্গী, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৩০৩ **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- আসাদুল মন্ডলের খালি জমি দ্বারা, দক্ষিণে- আমরুল মন্ডলের খালি জমি দ্বারা, পূর্বে- সাহাদুল ইসলামের বাড়ি এবং পশ্চিমে- সোরিফুল ইসলামের খালি জমি দ্বারা।	ক) ১৯.০১.২০২২ খ) ১৫.০৬.২০২২ গ) ২৪,২৪,৯৮১.০২ টাকা (চব্বিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার নয়শত একাশি টাকা এবং দুই পয়সা মাত্র) ১৯.০১.২০২২ অনুযায়ী ০১.০৭.২০২১ পর্যন্ত সুদ ধার্য করা হয়েছে এবং এর উপর অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি। ঘ) গঠনমূলক	ক) ১৪,১২,১৫৪.০০ টাকা খ) ১,৪১,২১৫.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNB6Q451819161	ক) ২৯.০৩.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই
৩.	**শাখার নাম: রঘুনাথগঞ্জ (০৪৬৬২০)** **মেসার্স এন.এস. এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী- শ্রী নিমাই চন্দ্র সিংহ, (ঋণগ্রহীতা)** পিতা- বিজয় প্রতাপ সিংহ, অফটাউন/গ্রাম- পৌরসভা হোল্ডিং নং ৬৯/৭৩, ইন্দিরা পল্লী, ওয়ার্ড নং. ১৯, জঙ্গিপুর পৌরসভার অধীনে, পোস্ট ও থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২২২৫, পশ্চিমবঙ্গ। **ক) শ্রী নিমাই চন্দ্র সিংহ (ঋণগ্রহীতা),** পিতা- বিজয় প্রতাপ সিংহ, মেসার্স এন.এস. এন্টারপ্রাইজ -এর স্বত্বাধিকারী, টাউন/ গ্রাম- মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৬৯/৭৩, ইন্দিরাপল্লী, ওয়ার্ড নং ১৯, জঙ্গিপুর পৌরসভার অধীনে, পোস্ট ও থানা - রঘুনাথগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২২২৫, পশ্চিমবঙ্গ। **খ) শ্রীমতি স্বপ্না রানী সিংহ (বন্ধকদাতা / জামিনদার)** স্বামী-বিজয় প্রতাপ সিংহ, শহর/গ্রামের- মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৬৯/৭৩, ইন্দিরাপল্লী, ওয়ার্ড নং ১৯, জঙ্গিপুর পৌরসভার অধীনে, পোস্ট ও থানা - রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২২৫, পশ্চিমবঙ্গ **৩ বিজয় প্রতাপ সিংহ, (জামিনদার)** শহর/গ্রাম- মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৬৯/৭৩, ইন্দিরাপল্লী, ওয়ার্ড নং ১৯, জঙ্গিপুর পৌরসভার অধীনে, পোস্ট. ও থানা - রঘুনাথগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২২২৫, পশ্চিমবঙ্গ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন অবস্থিত পুরসভা হোল্ডিং নং ৬৯/৭৩ ইন্দিরা পল্লী,ওয়ার্ড নং ১৯, জঙ্গিপুর পুরসভা অধীন মৌজা - বাসুদেবপুর, জেএল নং ৯৫, আরএস প্লট নং ৩১৮, এলআর নং ৪৬৮, এলআর খতিয়ান নং ১৭২০, জমির শ্রেণি - প্রকৃতি-ভিটা/বাড়ি এরিয়া পরিমাণ ০৬.০০ ডেসিমেল তদস্থিত তিনতলা ভবন, পোঃ এবং থানা - রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ। সম্পত্তি শ্রীমতি স্বপ্না রানী সিংহ, স্বামী বিজয় প্রতাপ সিংহ-এর নামে উল্লেখ্য রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ৩৭৬৭-১৯৭৬ সালের তারিখ ০৩.০৫.১৯৭৬ এবং বিক্রয় দলিল নং ৩৭৬৮-১৯৭৬, তারিখ ০৩.০৫.১৯৭৬ উভয় রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর জঙ্গিপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ। **মালিক:** শ্রীমতি স্বপ্না রানী সিংহ, স্বামী বিজয় প্রতাপ সিংহ, টাউন / গ্রাম- মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৬৯/৭৩, ইন্দিরাল্লী, ওয়ার্ড নং ১৯, জঙ্গিপুর পৌরসভার অধীনে, পোস্ট ও থানা - রঘুনাথগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২২২৫, পশ্চিমবঙ্গ। **চৌহদ্দি :** উত্তরে - প্লট নং ৪৬৯ দ্বারা। দক্ষিণে- প্লট নং ৪৬৭ দ্বারা। পূর্বে- মিউনিসিপ্যাল রোড দ্বারা। পশ্চিমে - মিউনিসিপ্যাল রোড দ্বারা।	ক) ২৪.০৫.২০২৩ খ) ১০.১১.২০২৩ গ) ১,১৬,২০,৪৫৭.৬৫ টাকা **(এক কোটি ষোল লক্ষ কুড়ি হাজার চারশো সাতান্ন টাকা পয়ষট্টি পয়সা মাত্র)** ২৪.০৫.২০২৩ অনুযায়ী ০১.০৫.২০২৩ পর্যন্ত ধার্য্য সুদ এবং তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি। ঘ) গঠনমূলক	ক) ১,২৪,৪৯,৭০০.০০ টাকা খ) ১২,৪৪,৯৭০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBU04799104	ক) ২৯.০৩.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই
৪.	**শাখার নাম: রঘুনাথগঞ্জ (০৪৬৬২০)** **শ্রী নিমাইচন্দ্র সিংহ (ঋণগ্রহীতা১)** **ঠিকানা ১ :** পিতা- বিজয় প্রতাপ সিংহ, অফ টাউন/ গ্রাম- পৌরসভা হোল্ডিং নং ৬৯/৭৩, ইন্দিরা পল্লী, ওয়ার্ড নং. ১৯, জঙ্গিপুর পৌরসভার অধীনে, পোস্ট. ও থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২২৫, পশ্চিমবঙ্গ। **ঠিকানা ২:** পিতা-বিজয় প্রতাপ সিংহ, আবাসিক ফ্ল্যাটের নং সি, ২য় ফ্লোরে, বিল্ডিং এর নাম, 'নীলাদ্রি বিজয় অ্যাপার্টমেন্ট' পৌর প্রেমিসেস নং ২২-এ অবস্থিত, বেলিয়াঘাটা মেইন রোড এখন ড. সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জী রোড নামে পরিচিত, থানা - বেলিয়াঘাটা, ওয়ার্ড নং ৩৪, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের স্থানীয় সীমার মধ্যে, কলকাতা- ৭০০০১০, পশ্চিমবঙ্গ। **শ্রীমতী সুতপা সিংহ (ঋণগ্রহীতা২)** **ঠিকানা ১:** স্বামী- শ্রী নিমাই চন্দ্র সিংহ, শহর/ গ্রাম- ইন্দিরাপল্লী, ওয়ার্ড নং ১৯, জঙ্গিপুর পৌরসভার অধীনে, পোস্ট ও থানা - রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২২৫, পশ্চিমবঙ্গ। **ঠিকানা ২:** স্বামী- শ্রী নিমাই চন্দ্র সিংহ, আবাসিক ফ্ল্যাটের নং সি, ২য় ফ্লোরে, বিল্ডিং এর নাম, 'নীলাদ্রি বিজয় অ্যাপার্টমেন্ট' পৌর প্রেমিসেস নং ২২-এ অবস্থিত, বেলিয়াঘাটা মেইন রোড এখন ড. সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জী রোড নামে পরিচিত, থানা- বেলিয়াঘাটা, ওয়ার্ড নং ৩৪, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের স্থানীয় সীমার মধ্যে, কলকাতা- ৭০০০১০, পশ্চিমবঙ্গ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং সি দক্ষিণ পূর্ব অংশে তৃতীয় তলে পরিমাণ ৮১০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, (জি+৪) তলা ভবন পরিচিত 'নীলাদ্রি বিজয় অ্যাপার্টমেন্ট' নামে। অবস্থিত পুর প্রেমিসেস নং ২২, বেলিয়াঘাটা মেন রোড, বর্তমানে ড. সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জি রোড নামে পরিচিত থানা বেলিয়াঘাটা, ওয়ার্ড নং ৩৪, স্থানীয় কলকাতা পৌরসংস্থা অধীন কলকাতা - ৭০০০১০ পশ্চিমবঙ্গ সম্পত্তি শ্রী নিমাই চন্দ্র সিংহ, পিতা - বিজয় প্রতাপ সিংহ এবং শ্রীমতি সুতপা সিংহ, স্বামী শ্রী নিমাই চন্দ্র সিংহ এর নামে শহর/গ্রাম ইন্দিরা পল্লী পো. এবং থানা - রঘুনাথগঞ্জ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২২২৫ পশ্চিমবঙ্গ। উল্লেখ্য রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ১৪২২-২০১৯ সালের তারিখ ০৮.০৪.২০১৯ রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর শিয়ালদহ, পশ্চিমবঙ্গ। **মালিক:** ১. শ্রী নিমাই চন্দ্র সিংহ পিতা বিজয় প্রতাপ সিংহ ২. শ্রীমতি সুতপা সিংহ স্বামী শ্রী নিমাই চন্দ্র সিংহ। **চৌহদ্দি :** উত্তরে - অন্যান্যদের আবাসিক বাড়ি দ্বারা। দক্ষিণে- রোড (মেইন) দ্বারা। পূর্বে- রাস্তা (পাকা) দ্বারা। পশ্চিমে - অন্যান্যদের আবাসিক বাড়ি দ্বারা।	ক) ২৪.০৫.২০২৩ খ) ০৩.০১.২০২৪ গ) ৪১,০২,১৯৩.০০ টাকা **(একচল্লিশ লক্ষ দুই হাজার একশো তিরানব্বই টাকা মাত্র)** ২৪.০৫.২০২৩ অনুযায়ী এবং তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি। ঘ) গঠনমূলক	ক) ৫০,৩২,৮০০.০০ টাকা খ) ৫,০৩,২৮০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBABA40448366	ক) ২৯.০৩.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই
৫.	**শাখার নাম: ইসলামপুর (০৭৯৩২০)** **১. শ্রী বিকাশ দাশগুপ্ত,** পিতা দ্বিজেন্দ্রলাল দাশগুপ্ত, বৈদ্যপাড়া, চক ইসলামপুর, ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ- ৭৪২৩০৪ **২. শ্রীমতি রুমকি দাস গুপ্তা,** স্বামী শ্রী বিকাশ দাশগুপ্ত, বৈদ্যপাড়া, চক ইসলামপুর, ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ- ৭৪২৩০৪ **৩. কুদ্দুস সেখ,** নেতাজি পার্ক, ইসলামপুর, পোস্ট- ইসলামপুর, থানা- ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ, ৭৪২৩০৪।	ইসলামপুর, মৌজায় অবস্থিত জমি ও ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক,যার , জেএল নং-০৫৬, এলআর খতিয়ান নং ১১২৬, আর.এস. দাগ নং ১৩৪১, এল.আর. দাগ নং ১৮৬৩, পরিমাপ ৩.৫ ডেসিমেল, ইসলামপুর চক গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে অবস্থিত সেইসঙ্গে তথায় ট্যাকা একতলা নির্মিত ভবন পোস্ট ও থানা-ইসলামপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৩০৪। **স্বত্বাধিকারী-** বিকাশ দাশগুপ্ত, পিতা-দ্বিজেন্দ্রলাল দাশগুপ্ত, বৈদ্যপাড়া, চক ইসলামপুর, ইসলামপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৩০৪। **চৌহদ্দি:** উত্তরে- বিদ্যুৎ গোস্বামীর বাড়ি। দক্ষিণে- লাহিড়ীর বাড়ি। পূর্বে- বাঁশ বাগান এবং পঞ্চায়েত সড়ক। পশ্চিমে- বিমান গোস্বামীর জমি।	ক) ০২.০৯.২০২১ খ) ১৭.০১.২০২২ গ) ৩১,২৭,৫১৯.১২ টাকা (একত্রিশ লক্ষ সাতাশ হাজার পাঁচশো উনিশ টাকা বারো পয়সা মাত্র) ২৪.০৮.২০২১ অনুযায়ী ৩১.০৩.২০২১ পর্যন্ত ধার্য্য সুদ এবং তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি। ঘ) গঠনমূলক	ক) ১৭,১২,৮৮০.০০ টাকা খ) ১,৭১,২৮৮.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBABA40394560	ক) ২৯.০৩.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই
৬.	**শাখার নাম: ফারাক্কা (০৮৮০২০)** **শ্রী প্রশান্ত ঘোষ,** পিতা- শ্রী মন্টু ঘোষ গ্রাম- বিন্দুগ্রাম, বেনিয়াগ্রাম, ফারাক্কা, মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২১২	বেনিয়াগ্রাম মৌজায় অবস্থিত জমি ও ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক,যার জে.এল নং ০৫৫, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৫৯২, দাগ নং আর.এস. ৩৭, এল.আর. ৩৯, পরিমাপ ১০ ডেসিমেল অর্থাৎ ৪৩৬০ বর্গফুট পরিমাপের জমি এবং আবাসিক ভবন, বেনিয়াগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রামও পোস্ট-বেনিয়াগ্রাম, থানা- ফারাক্কা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২২১২ এর সীমানার মধ্যে তথায় থাকা একতলা নির্মিত ভবন সহ। **স্বত্বাধিকারী-** প্রশান্ত ঘোষ পিতা- মন্টু ঘোষ। গ্রাম- বিন্দুগ্রাম, পোস্ট-বেনিয়াগ্রাম, পোস্ট-ফারাক্কা, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২১২। **চৌহদ্দি:-** উত্তরে- মুসলিম সেখের খালি জমি। দক্ষিণে- গোপাল হালদারের বাড়ি। পূর্বে- পঞ্চায়েত রোড। পশ্চিমে- আইসিডিএস স্কুল।	ক) ০৩.০৯.২০২১ খ) ১৬.১১.২০২১ গ) ৪১,২২,১৩৯.৭৭ টাকা (একচল্লিশ লক্ষ বাইশ হাজার একশো উনচল্লিশ টাকা এবং সাতাত্তর পয়সা মাত্র) ১২.০৮.২০২১ অনুযায়ী ৩১.০৩.২০২১ পর্যন্ত ধার্য্য সুদ এবং তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি। ঘ) গঠনমূলক	ক) ৩৫,৬৭,৬০০.০০ টাকা খ) ৩,৫৬,৭৬০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNB3W460948679	ক) ২৯.০৩.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই
৭.	**শাখার নাম:** **নিমতলা চুনাখালী (০৭০০২০)** **দেবাশিস পান্ডা,** পিতা-দয়ানিধি পান্ডা, গ্রাম- নিমতলা গ্রীন ফার্ম, পোস্ট- কসিমবাজার, থানা- বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২১০২	নাগপাড়া মৌজায় অবস্থিত জমি এবং দ্বিতল বাণিজ্যিক ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার, জেএল নং ১০৩, এলআর প্লট নং ১০০/২৭৯, এলআর খতিয়ান নং ৭০৭, পরিমান- ০.৮২৫ ডেসিমেল অর্থাৎ ৩৬০ বর্গফুট (প্রতি তলা), হাতিনগর গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদের অধীনে, ২০০৫ সালের বিক্রয় দলিল নং ৩০৮৫, এডিএসআর, সদর, মুর্শিদাবাদের অধীনে। **স্বত্বাধিকারী-** দেবাশীষ পান্ডা পিতা- দয়ানিধি পান্ডা। গ্রাম- নিমতলা গ্রিন ফার্ম, পোস্ট অফিস- কাসিমবাজার, পোস্ট অফিস- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০২। **চৌহদ্দি:-** উত্তরে ১০ ফুট প্রশস্ত ইটের রাস্তা। দক্ষিণে ভরত ঘোষের বাড়ি। পূর্বে জলঙ্গি রাস্তা। পশ্চিমে গণেশ ঘোষের বাড়ি।	ক) ১০.০২.২০২২ খ) ২১.০৪.২০২২ গ) ১৯,০৯,১০৫.৮৫ টাকা (উনিশ লক্ষ নয় হাজার একশো পাঁচ টাকা এবং পঁচাশি পয়সা মাত্র) ১০.০২.২০২২ অনুযায়ী ১৪.০৬.২০২১ পর্যন্ত ধার্য্য সুদ এবং তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি। ঘ) গঠনমূলক	ক) ২১,৭৯,০০০.০০ টাকা খ) ২,১৭,৯০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNB0U08467710	ক) ২৯.০৩.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই
৮.	**শাখার নাম: বার্তানাবাদ (১৩০২২০)** **মেসার্স বি এন্টারপ্রাইজ,** স্বত্বাধিকারী- রাজীব হোসেন, পিতা- আলাউদ্দিন মণ্ডল, অষ্টম- হরিশঙ্করপুর, পোস্ট- রায়পুর, থানা- ডোমকল, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৩০৩ **আলাউদ্দিন মণ্ডল (জামিনদার)** পিতা- প্রয়াত খলিলুর রহমান, গ্রাম- হরিশঙ্করপুর, পোস্ট- রায়পুর, থানা- ডোমকল, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৩০৩	গড়াইমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের আওতাধীন মৌজা-হরিশঙ্করপুর, থানা- ডোমকল, জেলা মুর্শিদাবাদে অবস্থিত জমি এবং ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার, প্লট নং ১৩৫, পরিমাপ ৩.২৫ ডেসিমেল ,খতিয়ান নং এল.আর. ২৪৬, জে.এল নং ০৮৭, তৌজি নং ৫২৩, শ্রেণী-বাড়ি। **স্বত্বাধিকারী-** আলাউদ্দিন মন্ডল, পিতা-প্রয়াত খলিলুর রহমান, গ্রাম হরিশঙ্করপুর, পোস্ট- রায়পুর, পোস্ট- ডোমকল, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২৩০৩ **চৌহদ্দি:-** উত্তরে- গিয়াসউদ্দিন মন্ডলের বাড়ি। দক্ষিণে- জামাউদ্দিন মন্ডলের বাড়ি। পূর্বে- একই মালিকের খালি জমি। পশ্চিমে- ১৮ ফুট প্রশস্ত মেটাল রোড।	ক) ১০.০৮.২০২১ খ) ২০.১২.২০২১ গ) ১৪,৩৪,৪৪৩.৫০ টাকা (চোদ্দো লক্ষ চৌত্রিশ হাজার চারশো তেতাল্লিশ টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা মাত্র) ০৯.০৮.২০২১ অনুযায়ী ৩১.০৩.২০২১ পর্যন্ত ধার্য্য সুদ এবং তদুপরি অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি। ঘ) গঠনমূলক	ক) ১১,৩৫,২৬০.০০ টাকা খ) ১,১৩,৫২৬.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBU62096854	ক) ২৯.০৩.২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা খ) বর্তমানে ব্যাঙ্কের জানা নেই

নিয়ম ও শর্তাবলি

বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষ হবে :-
১) সম্পত্তিগুলি বিক্রি হতে যাচ্ছে **"যেখানে যেমন আছে"** এবং **"যেখানে যা আছে"** এবং **"যেখানে যা-কিছু আছে"** ভিত্তিতে।
২) অত্র উপরে বর্ণিত তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম তথ্যের উপর নির্ভর করে বর্ণিত, তবে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা কিছু বাদ যাওয়া যদি এই ঘোষণায় পরিলক্ষিত হয়, তার জন্য অনুমোদিত অফিসার জবাবদিহি-যোগ্য হবেন না।
৩) নিম্নস্বাক্ষরকারী বিক্রয়কার্য করবেন ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যা ব্যবস্থিত হয়েছে ওয়েবসাইট https://ebkray.in -তে ২৯.০৩.২০২৫ @ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৪.০০টা।
৪) বিক্রির বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য দেখুন https://ebkray.in এবং www.pnbindia.in
৫) **বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কে যে কোনও প্রশ্নের জন্য, আগ্রহী দরদাতারা শ্রী হিমাংশু কুমার সাহা (সিএম) মোঃ ৯৮০১৮১২১৬০ -এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।**

সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) -এর অধীন সংবিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ১০.০৩.২০২৫
স্থান : বহরমপুর

শ্রী হিমাংশু কুমার সাহা (চিফ ম্যানেজার)
অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

আইসিসি ওডিআই মহিলা অলরাউন্ডারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে পঞ্চম স্থানে ভারতের দীপ্তি শর্মা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুবাই, ১১ মার্চ: ভারতের দীপ্তি শর্মা নিউজিল্যান্ডের অ্যামেলিয়া কেরকে ছাড়িয়ে এক ধাপ এগিয়ে মঙ্গলবার আইসিসির সর্বশেষ মহিলা অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ পাঁচে উঠে এসেছেন। ২৭ বছর বয়সি দীপ্তি শর্মা এখন ৩৪৪ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে রয়েছেন। আর শীর্ষে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যাশলে গার্ডনার। দীপ্তি টি-২০ অলরাউন্ডারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে তৃতীয় স্থানে এবং ওয়ানডে বোলিংয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছেন।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সম্প্রতি সমাপ্ত ওয়ানডে সিরিজে দুর্দান্ত পারফর্মেন্সের পর শ্রীলঙ্কার শীর্ষস্থানীয় অলরাউন্ডার চামারি আথাপাথুও দুই ধাপ এগিয়েছেন। তিনি অস্ট্রেলিয়ার অ্যানাবেল সাদারল্যান্ডের সঙ্গে যৌথভাবে সপ্তম স্থানে পৌঁছেছেন। ওয়ানডে ব্যাটিং র‍্যাঙ্কিংয়ে, স্মৃতি মান্ধানা শীর্ষ দশে একমাত্র ভারতীয় হিসেবে রয়ে গেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকার লরা ওলভার্ডের পরে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। ন্যাট সায়ভার-ব্রান্ট এখন তৃতীয় স্থানে রয়েছেন, তিনি আথাপাথুকে ছাড়িয়ে গেছেন।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে নিউজিল্যান্ডকে নেতৃত্ব দেবেন ব্রেসওয়েল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ওয়েলিংটন, ১১ মার্চ: আইপিএলের জন্য পাকিস্তান সিরিজে স্যান্টনার-রবীন্দ্রদের পাবে না নিউজিল্যান্ড। তাই পাকিস্তানের বিপক্ষে ঘরের মাঠে টি-২০ সিরিজে নিউজিল্যান্ডকে নেতৃত্ব দেবেন স্যান্টনারের জায়গায় মাইকেল ব্রেসওয়েল। এর আগে গত বছর এপ্রিলে তিনি পাকিস্তানের বিপক্ষেই নিউজিল্যান্ডকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এবার ঘরের মাঠে প্রথমবারের মতো অধিনায়কত্ব করবেন এই অলরাউন্ডার।

এই টি-২০ সিরিজ মাঠে গড়াচ্ছে আইপিএল শুরুর ৬দিন আগে। ১৬ মার্চ নিউজিল্যান্ডের হ্যাগলি ওভালে হবে সিরিজের প্রথম টি-২০। আর টি-২০ সিরিজের শেষ ম্যাচটি হবে ২৬ মার্চ। ফলে দলের প্রধান তারকাদের আইপিএলে ছেড়ে দিয়েই দল সাজাতে হচ্ছে কিউইদের।

গড়ের মাঠে ভোটের খেলা, চলছে দেদার গড়াপেটা, উদাসীন সিএবি

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

—ফাইল ছবি

কারচুপি, লুকোচুরি আর ছুপারুস্তম। গড়ের মাঠের গড়াপেটা আপনি জানতেও পারবেন না। আর জানলেও, 'আপনি কিচ্ছু দেখেননি স্যার'। এভাবেই সজ্ঞানে বাংলার ক্রিকেটকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন সিএবির দায়িত্বে থাকা ভুঁইফোর কর্তারা! একটা ফোন, বা লোকচক্ষুর আড়ালে একটা হোয়াটস অ্যাপ, মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে খেলার ফল। যার রেলিগেশন হওয়ার কথা, সেই ক্লাব কর্তার আর্শীবাদে বেঁচে যাচ্ছে। বলি হচ্ছে আক্রোশে থাকা অন্য কোনও কর্তার ক্লাব। আর তা না হলে মিলিজুলি সরকারের মতোন তুমিও থাকো আমিও থাকি।

সম্প্রতি দেশবন্ধু পার্কে ছিল প্রথম ডিভিশনের ইউনিয়ন স্পোর্টিং বনাম বেলগাছিয়া ইউনাইটেডের খেলা ছিল। ইউনিয়ন স্পোর্টিং রেলিগেশন জোনে ছিল। প্রথম দিন খেলা ঠিকঠাক হয়েছে। তাতে চাপেই ছিল ইউনিয়ন স্পোর্টিং। কিন্তু দ্বিতীয় দিন উলোটপুরান। কারোর ফোনের পরই যেন দৈবশক্তি ভর করল ইউনিয়ন স্পোর্টিংয়ের ক্রিকেটারদের। আর দুর্বল থেকে দুর্বলতম হয়ে যায় বেলগাছিয়া। প্রথম দিন টসে জিতে ব্যাট করে বেলগাছিয়া ৫ উইকেট হারিয়ে ৩৩৬ রান তোলে। ইউনিয়ন স্পোর্টিং জবাবে ব্যাট করতে নামলে ১২৮ রানে চার উইকেট পড়ে গিয়েছিল। এরপরই সেই কুখ্যাত গড়াপেটার ছায়া গ্রাস করে। ওই চার উইকেটেই ৩৩৭ রান তুলে ম্যাচ জিতে যায়। ফলে ৬ উইকেটে জিতে যায় ইউনিয়ন স্পোর্টিং। বেলগাছিয়া অনিয়মিত বোলারদের দিয়েই বল করাতে থাকে। ম্যাচে নিয়মিত যারা খেলে, তাদের কাউকেই এই ম্যাচে খেলায়নি বেলগাছিয়া। শুধু ম্যাচই জেতেনি, বিশাল পয়েন্টের সুবিধেও পায় ইউনিয়ন স্পোর্টিং। ১৮ পয়েন্ট থেকে চলে যায় ২২ পয়েন্টে। অবনমনের হাতছানি থাকলেও অদৃশ্য হাতযশে তা বেঁচে যায়। বেলগাছিয়ার তাতে কোনও অসুবিধে হয়নি। কারণ তারা আগে থেকেই সেভ জোনে ছিল।

এটা গড়াপেটা ছাড়া আর কী! ময়দানে কান পাতলেই শোনা যায়, শাসক গোষ্ঠীর এক শীর্ষ কর্তার স্নেহধন্য ক্লাব এই দুটোই। অথচ স্পষ্ট অভিষেক ডালমিয়ার অনুগামী উত্তরপল্লী ওয়াইএমসিএ, বিএনআরকে রেলিগেশনে ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। সুবীর গাঙ্গুলীর অনুগামী আবার দুই ক্লাব পাইকপাড়া এরমধ্যেই অবনমনে পড়ে গেছে। ঐক্য সম্মিলনীকে বাঁচানোর চেষ্টা চলছে। কেন এই অভিযোগ? কেন গড়াপেটার ছায়া? আম্পায়ার-অবজার্ভার যারা মাঠে ছিল তারাও সন্দেহ প্রকাশ করেছে। কিন্তু হাতে কোনও রেকর্ড নেই বলে তারা কিছু বলতে পারেনি।এই নিয়ে আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান প্রসেনজিত্ বন্দ্যোপাধ্যায়কে একদিন'এর পক্ষ থেকে ফোনে ধরার চেষ্টা করা হয়। তিনি প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ফোন ধরেননি, ফোন করেনওনি। জানা গেছে, সিএবিতে নির্বাচনের দামামা বেজে গেছে। তারই প্রভাব পড়ছে খেলায়। শাসক গোষ্ঠী নিজের নিজের দলকে বাঁচানোর জন্য এই পন্থার আশ্রয় নিয়েছে। উদাসীন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। সচিব নরেশ ওঝাকে পাওয়াই দুষ্কর। চলছে গড়াপেটা। তাতে উচ্ছন্নে যাক ক্রিকেট, তাতে কার কী এসে গেল!

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

বিশ্বের দূষিততম ২৫টি শহরের মধ্যে ১৫টিই ভারতের

নয়াদিল্লি, ১১ মার্চ: সবচেয়ে দূষিত শহরগুলির অধিকাংশই ভারতে! সদ্যপ্রকাশিত রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, দূষিততম ২৫টি শহরগুলির মধ্যে ১৫টিই এদেশে। দিল্লি থেকে শুরু করে ফরিদাবাদ, মুজঃফরনগর, নয়ডার মতো শহরগুলি রয়েছে এই তালিকায়। দূষিত শহরের তালিকায় একমাত্র রাজধানী হিসাবে রয়েছে দিল্লি। বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত শহর অসমের বার্নিহাট।

২০২৪ সালে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে সুইস সংস্থা আইকিউ এয়ার। সেখানে বলা হয়েছে, বিশ্বের দূষিততম রাজধানী হল দিল্লি। দূষিত দেশগুলির তালিকায় পঞ্চম স্থানে রয়েছে ভারত। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে এই তালিকায় ভারতের স্থান ছিল তিন নম্বরে। তারপর একবছরে ভারতের দূষণের মাত্রা প্রায় ৭ শতাংশ কমেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালে ভারতে পিএম ২.৫ কনসেন্ট্রেশনের পরিমাণ ছিল প্রতি কিউবিক মিতারে ৫৪.৪ মাইক্রোগ্রাম। গত বছর সেটা কমে দাঁড়িয়েছে ৫০.৬ মাইক্রোগ্রামে।

কিন্তু দূষণের সূচকে ভারত উন্নতি করলেও দেশের একাধিক শহর রয়েছে দূষিততমের তালিকায়। সকলের উপরে থাকা বার্নিহাটে গতবছর দূষণের মাত্রা ছিল ১২৮.২। দূষিত শহরের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে দিল্লি। গতবছর ১০৮.৩ মাত্রার দূষণ ছিল সেখানে। তারজন্যই বিশ্বের দূষিততম রাজধানী হয়ে উঠেছে নয়াদিল্লি। এছাড়াও দূষিত শহরের তালিকায় রয়েছে মুল্লানপুর, ফরিদাবাদ, লোনি, গুরুগ্রাম, মান্ডির মত একাধিক শহর।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ নংঃ টিআরএস/এইচডব্লু এইচ/১০/ওটি/১৫৫, তারিখঃ ১০.০৩.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরএস), পূর্ব রেলওয়ে, ইলেক্ট্রিক লোকো শেড, বামনগাছি, হাওড়া-৭১১১০৬ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের বিবরণঃ** "ইএলএস/ এইচডব্লুএইচ-এ ডব্লুএপি-৭লোকোমোটিভ সমূহের ৭৭৭৫ কেভিএ ট্রান্সফরমার-এর রিওয়াইন্ডিং/ মেরামতির কাজ।" **দরপ্রস্তাবের ধরন ঃ** সাধারণ টেন্ডার; **টেন্ডারের ধরন ঃ** ওপেন; **দরপ্রস্তাব প্রদান পদ্ধতি ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ/সময় ঃ** ০১.০৪.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩ টেয়; **টেন্ডার আপলোড করার সময় ঃ** ০৬.০৩.২০২৫ তারিখ বিকেল ৫ টা ২০ মিনিটে; **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ২,৩১,৪৪,৯৯২.০০ টাকা; **বায়না অর্থ (টাকা) ঃ** ২,৬৫,৭০০ টাকা; **প্রস্তাবের বৈধতা (দিন) ঃ** ৬০; **টেন্ডার নথির মূল্য (টাকা)ঃ** ০.০০ টাকা; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৩৬ মাস; **চুক্তির ধরন ঃ** ওয়ার্কস জেনারেল; **চুক্তির বিভাগ ঃ** এক্সপেন্ডিচার; **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ১৮.০৩.২০২৫; **দরপ্রস্তাবের র‍্যাঙ্কিং অর্ডার ঃ** সর্বনিম্ন থেকে সর্বোচ্চ; **ব্যয়ের ধরন ঃ** ক্যাপিটাল (আরএসপি); বিশদ ই-টেন্ডার **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। আগ্রহী/যোগ্য সংস্থাকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে তাদের প্রস্তাব অনলাইনে দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। যদি কোনও সংশোধনী প্রকাশিত হয় তা উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অর্থাৎ **www.ireps.gov.in** পাওয়া যাবে। হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হবেনা। (HWH-663/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the
KATABARI GRAM PANCHAYAT
P.O. Natial, Murshidabad, West Bengal
Tender Notice

Percentage rate e-Tender invited vide **NIT No.-11/KGP/2024-25 of 15th F.C Memo No.:- 61/1(12)/ KATA, Date:- 10-03-2025. by the Prodhan, KATABARI GRAM PANCHAYAT. Date & time of publication of e-NIT 11/03/2025 AT 10:00 A.M.** Last date of submission of bid (online) **17/03/2025 UP TO 05:00 P.M.** Intending bidders may download tender documents from **htpp://wbtenders.gov.in** or Notice board of the Katabari Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad for details.

Sd/- Pradhan
Katabari Gram Panchayt
Katabari, Jalangi, Murshidabad

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O.- Panihati, P.S.-Khardah, Dist.- North 24 Parganas, Kolkata-700114
Tel No.- 033 2553-2909 ; Fax: 033 2553 1487

Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work **Tender Nit No.: PM/PWD/NIT-13/2024-25 dated 11.03.2025** under Panihati Municipality for details log on **www.wbtenders.gov.in**. Contact concern authority P.W. Department. Panihati Municipality at the above address. **Last Date of submission 19.03.2025.**

Sd/-
Executive Officer
Panihati Municipality

SBI এসবিআই আরএসিপিসি ব্যারাকপুর (৬৪০৭৬)
৬৬, ব্যারাক রোড, পোস্ট - ব্যারাকপুর, জেলা- ২৪ পরগনা (উত্তর), পিন- ৭০০১২০, কলকাতা, ইমেল আইডি: sbi.64076@sbi.co.in

সংশোধনী

সংশ্লিষ্ট **১১.০৩.২০২৫** তারিখে '**একদিন**' সংবাদপত্রে প্রকাশিত দখল বিজ্ঞপ্তির প্রসঙ্গে। স্থাবর সম্পত্তির বিবরণে কিছু টাইপোগ্রাফিক ত্রুটি ছিল। **মৃত** নম্বরটি **দলিল** নম্বর হিসাবে পড়তে হবে। সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া - **১০৭ বর্গফুট** -এর পরিবর্তে **১০৭০ বর্গফুট** হিসাবে পড়তে হবে। মোট এলাকা ৯৩,৪১৭ **বর্গফুটের** সমতুল্য ৯৩,৪৪৭ বর্গফুট হিসেবে পড়তে হবে। আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং **১৩১** যা ৪৩১ হিসেবে পড়তে হবে। খতিয়ান **নভেম্বরকে** খতিয়ান নং হিসেবে পড়তে হবে। প্রথম অনুচ্ছেদের শেষ লাইনে **কালকা** -কে **কলকাতা** হিসেবে পড়তে হবে।
বাকি অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত রয়েছে। সৃষ্ট অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

Khardah Municipality
Khardah, North 24 Parganas
DATE CORRIGENDUM

Tender Notice Number : KDHM/42/ PWD/02/24 25. E-Tender ID: 2025_MAD_820803_2. Categories of Work: Construction of drain. Last date of submission on **17.03.2025 upto 15:00 hours**. Details of tender notice can be seen at **www.khardahmunicipality.in** & **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Nilu Sarkar
Chairman

INDIAN RED CROSS SOCIETY
West Bengal State Branch
5 & 6, Government Place North, Kolkata-700001, W.B.
NOTICE

The Annual General Meeting '2025 of the IRCS WBSB will be held on 21st March' 2025 at 11 AM at Raj Bhavan, Kolkata. District Branches are requested to communicate with State Headquarters for detail information.

By order
IRCS WBSB

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

বিষয় : বাজেয়াপ্তকরণ বিজ্ঞপ্তি- শেয়ারের বকেয়া আদায়দানের জন্য চূড়ান্ত অবহিতকরণ

এতদ্বারা **দ্য অল ইন্ডিয়া টি অ্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেডের** শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের ৬০৯০ টি ইক্যুইটি শেয়ারের বকেয়া ডাক অর্থ দীর্ঘদিন ধরে অপ্রদেয় রয়েছে। ব্যক্তিগতপক্ষে একাধিক নোটিশ তারিখ ০৭/০৩/২০২৫ পাঠানো হয়েছে ০৮/০৩/২০২৫ তারিখে।

যে সকল শেয়ারহোল্ডার এখনও বকেয়া ডাকের পরিমাণ আদায় দেননি তাদের ২৪/০৩/২০২৫ তারিখের মধ্যে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, তাদের শেয়ার সকল বাজেয়াপ্তকরণ এড়াতে। কোম্পানির অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফটের আকারে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে বা ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার নির্দিষ্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে কোম্পানিকে জানিয়ে প্রেরণ করতে হবে।

সংশ্লিষ্ট শেষ তারিখের মধ্যে আদায় না দিলে, ডিরেক্টর বোর্ড উক্ত শেয়ারসমূহ প্রযোজ্য আইন এবং আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন অনুযায়ী পরবর্তী কোনও নোটিশ ব্যতীতই বাজেয়াপ্ত করার অধিকার রাখে।

কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডারগণ কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে "**দ্য অল ইন্ডিয়া টি অ্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড**", ৩, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা ৭০০০৭২, ঠিকানায় বা যোগাযোগ নং ০৩৩ ২২৩৬ ৮২৭৪ এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

বোর্ডের আদেশক্রমে
দ্য অল ইন্ডিয়া টি অ্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেডের পক্ষে
(যোশ মুকুট্থু)
ডিন : ০০৫৬৩০১৪
তারিখ : ১২ মার্চ ২০২৫ ডিরেক্টর

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE

E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. **Tender title:- NIT No:-NM/PWDT/NIT-076e/2024-2025, Tender ID-2025_MAD_824920_1. Type of Work:-** Painting works of SHREE GOURANGA VIDYAPITH. Bid Submition End Date:- **25-03-2025 at 05:00 PM.** Bid Open Date:-**28-03-2025 at 10:00 AM. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website **https://wbtenders.gov.in** also given **https://nabadwipmunicipality.in**

S/D
Chairman
Nabadwip Municipality

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE

E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. **Tender title:- NIT No:-NM/PWDT/NIT-077e/2024-2025.Tender ID-2025_MAD_824938_1.Type of Work:-** Construction of Civil Works of Boundary Wall. Bid Submition End Date:- **26-03-2025 at 05:00 PM.** Bid Open Date:-**28-03-2025 at 10:00 AM. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website **https://wbtenders.gov.in** also given **https://nabadwipmunicipality.in**

S/D
Chairman,
Nabadwip Municipality

BHADURA HARIDAS GRAM PANCHAYET
Diamond Harbour-II Dev.Block. Vill-Pana, P.O-Panarhat, P.S-Ramnagar, Dist-South 24 PGS. Pin-743504
E-Mail:-Pradhan.bharidas@gmail.com
Notice of Inviting E-Tender.

E-Tenders are invited by the undersigned for: -1. BHGP/E-TENDER/2024-2025/19 Date-07/03/2025 **Tender ID 2025_ZPHD _824788_1** 2. BHGP/E-TENDER/2024-2025/19 Date-07/03/2025 **Tender ID 2025_ZPHD _824864_1** 3. BHGP/E-TENDER/2024-2025/20 Date-07/03/2025 **Tender ID 2025_ZPHD_824905_1** 4. BHGP/E-TENDER/2024-2025/21 Date-07/03/2025 **Tender ID 2025_ZPHD_824948_1** 5. BHGP/E-TENDER/2024-2025/22 Date-07/03/2025 **Tender ID 2025_ZPHD_824988_1** Have been invited. Contact the office of the u/s & Visit **www.wbtenders.gov.in** for Details. Last Date of applicaton is **18/03/2025, 11.00 hrs.**

Sd/-Pradhan
Bhadura Haridas.G.P

পূর্ব রেলওয়ে

নং. ওএইচ/২/১/জিইএনএল। তারিখ ঃ ১০.০৩.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া - ৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল ধরনের কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতা যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস বা যে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাতে নথিভুক্ত তাঁদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নোক্ত ই-টেন্ডার আহবান করা হচ্ছেঃ **সিনি. ডিইএন/২/এইচডব্লুএইচ এর অধীনে। ক্র.নং.(১); এনআইটি নং. ঃ ৩৬৮_২০২৪-২৫; কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/বিডব্লুএন-এর অধীনে এসএসই/ডব্লু/বিডব্লুএন -এর শাখায় এসএসই/টিডি/ কেএএন-এ নতুন শেড এবং ফ্লোর-এর ব্যবস্থা করার কাজ; টিডি/কেএএন ইত্যাদির বিদ্যমান গোডাউন-এর মেরামতি ও সংস্কারের কাজ এবং এইবি/বিডব্লুএন-এর অধীনে বিডব্লুএন রেলওয়ে কলোনিতে আরসিসি ওএইচ ট্যাঙ্ক নং ১৩,১৪,১৫,১৮, ১৯,২০ প্রভৃতি শক্তিশালী করার কাজ; **আনুমানিক মূল্য ঃ** ১,৯৩,৫৩,৯৮৬.২০ টাকা; **বায়না অর্থ ঃ** ২,৪৬,৮০০.০০ টাকা; **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ (বারো) মাস; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০১.০৪. ২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টো। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাহদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না। (HWH-665/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia

The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/HFA/NIT-41/2024-25** for "Repairing and Renovation of Bituminous Road at M. G. Road in Ward No-22 & 24 under Housing For All within Krishnanagar Municipality. The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details. Tender id: **2025_MAD_826253_1**

Sd/- Chairman
Krishnanagar Municipality

ফর্ম নং আইএনসি : ২৫এ
পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হওয়ার সংবাদপত্রে প্রকাশক বিজ্ঞাপন

রিজিওনাল ডিরেক্টর,
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৪১ অধীন বিষয় সম্পর্কিত

এবং

মেসার্স প্যারাগন পূর্ব লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস **৯৭সি, হরিশ মুখার্জি রোড, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০২৬** সম্পর্কিত

...দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে **১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে** কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করার জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৪ এবং উক্ত রুলস অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলে আগ্রহী।

যেকোনও ব্যক্তির কোম্পানির প্রস্তাবিত অবস্থা/পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪, এজেসি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পাঠাতে হবে :

তারিখ : ১১.০৩.২০২৫
স্থান : কলকাতা

আবেদনকারীর পক্ষে
সুরেন্দ্র বরদিয়া
ডিন : ০৭৪২৪১৮৬
৯৭সি, হরিশ মুখার্জি রোড
৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০২৬

সংশোধনী

মেসার্স ইয়ুমজ ফুডস প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীন ১১.০৩.২০২৫ তারিখে এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিক্রয় নোটিশে টেবিল ক্রম নং ৪ এবং ৫ এর বিষয় নিম্নোক্ত মতে পড়তে হবে

ক্রম নং	বিবরণাদি	বিস্তারিত
৪.	আগ্রহী ডাকদাতা কর্তৃক বায়না জমা দাখিলের সময়	০৫.০৪.২০২৫ বিকেল ৫টার মধ্যে
৫.	নিলামের তারিখ এবং সময়	**মঙ্গলবার ০৮.০৪.২০২৫ (#)** **বুক -এ জন্য :** সকাল ১১.৩০ থেকে দুপুর ১.৩০টা পর্যন্ত (প্রতিটির ক্ষেত্রে অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে) **বুক - বি জন্য :** দুপুর ২ টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত (প্রতিটির ক্ষেত্রে অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)

অন্যান্য সমস্ত বিবরণ অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত। স্বা /-
সঞ্জীব ঝুনঝুনওয়ালা
আইবিবিআই রেজি. নং **IBBI/IPA-001/IP-P00325/2017-18/10595**
AFA বৈধ ৩০/০৬/২০২৫ পর্যন্ত
যোগাযোগের মেল আইডি : **cirp.yummzfoods@gmail.com**
নিবন্ধিত মেল আইডি : **sanjeevjhunjhunwala@gmail.com**
তারিখ : ১২.০৩.২০২৫
স্থান : কলকাতা
সিদ্ধা ওয়েস্টন, স্যুট নং ১৩৪, ২য় তল, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৩

BIRNAGAR MUNICIPALITY
Tender Notice

Sl. No.	Name of Work	NIT No/ (Tender ID) WBMAD/BM/18e/2024-25 , Memo. No.: 160/PWD, Dated: 11.03.2025 (2025_MAD_ 826104_1)	Date of Publishing	Bid submission closing date online
1	ESTIMATING AND COSTING FOR ELECTRO-MECHANICAL WORK FOR NEWLY CONSTRUCTED DEEP TUBE WELL AT STATION PARA AT WARD NO-03 UNDER BIR-NAGAR MUNICIPALITY.		11.03.2025 at 06.00PM	26.03.2025 at 05.30PM

For details please visit **www.wbtenders.gov.in** & **www.birnagarmunicipality.org**

Partha Kumar Chatterjee
Chairman
Birnagar Municipality

OFFICE OF THE
NATUNGRAM GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEVELOPMENT BLOCK
MURAGOAR, TALGACHI, MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail: natungramgp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: NGP-11/2024-2025 Dated: 11-03-2025.** The last date for online submission of tender is **22-03-2025 (Saturday) upto 12:00 Hours.**
For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Sangita Roy
(Prodhan, Natungram G.P)

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIT No.- 66 of 2024-2025 Sl. No. 1 Dated 18.02.2025

Last date of Submission the above mention tender has been extended on 22.03.2025 at 17:00 hrs. and will be opened on 25.03.2025 at 13:30 hrs. All others terms and condition will remain unchanged.

Sd/-
E.E.(Civil), ADDA, Asansol

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও পক্ষে প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **কাজের নামঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার রবীন্দ্র সদন (দ্বিতীয় তল), টালিগঞ্জ (জি+৩) এবং কবি সুভাষ-তে আরপিএফ অফিস/ব্যারাকের নবীকরণ। **কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৪,৪৫,৪৭,৫০৩.৫৪ টাকা, **বায়না মূল্যঃ** ৩,৭২,৭০০ টাকা, **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** বারো (১২) মাস, **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ০৭.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। যদি কোনো পরিমার্জন/সংশোধন থাকে, তবে তা কেবলমাত্র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিভিল-২৪৯০-২০২৪ (ওপেন)

আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

শক্তিনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
রেজি নং ০৫/এন তাং- ৭/০৪/১৯৫৬ টি ডি ব্যানার্জী রোড শক্তিনগর নদিয়া
নোটিশ
সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি
তারিখ-১১/০৩/২০২৫

শক্তিনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির লিঃ এর বিশেষ সাধারন সভার ১০/০৩/২০২৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তি (নির্বাচনী নির্ঘন্ট সংক্রান্ত) যা ১১/০৩/২০২৫ তারিখের একদিন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাতে সন/সাল সংক্রান্ত কিছু ভুল রয়েছে। সমস্ত সন/সাল এর ক্ষেত্রে ২০২০ এর জায়গায় ২০২৫ পড়তে হবে। ভুল সংশোধনের জন্য ও সমস্ত সদস্য/ভোটারদের জানানোর এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হলো।

Sd/- Assistant Returning Officer
Shaktinagar S.K.U.S. Ltd. 10-03-2025

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নম্বর জিইএম/২০২৫/বি/৫৯৮১৮৫৮, তারিখঃ ০৫.০৩.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার(ইএনএইচএম এবং এফআরটি), পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া- ৭১১১০১কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দরপ্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছেঃ **দফার বিভাগ ঃ** পরিষেবার জন্য কাস্টম বিড - তিন বছর বা ১০৯৫ দিনের মেয়াদের জন্য আজিমগঞ্জ স্টেশনে ফলাফলের ভিত্তি যান্ত্রিক/হাতেহাতে সাফাই-এর কাজ। **সমতুল বিভাগ ঃ** পরিচ্ছন্নতা, সাফাই এবং জীবাণুমুক্ত করার পরিষেবা-ফলাফল ভিত্তিক। **অনুমিত দরপ্রস্তাব মূল্যঃ** ১,৪২,০০,৬৬৪.৪২ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ সংক্রান্ত বিশদ ঃ পরামর্শদাতা ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া; **প্রদেয় বায়না অর্থ রাশিঃ** ২,২১,০১০ টাকা। **আরবিট্রেশন বিষয়ক ধারা ঃ** নেই; **মধ্যস্থতা সম্পর্কিত ধারা ঃ** নেই; **চুক্তির মেয়াদ ঃ** ৩ বছর। **দরপ্রস্তাবের বৈধতা (শেষ তারিখ থেকে)ঃ** ৯০ দিন। **দরপ্রস্তাব প্রদান শেষের তারিখ/সময়ঃ** ১৪.০৩.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টোয়। **দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ/সময়ঃ** ১৪.০৩.২০২৫ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিটে; **অফিসের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিসন; **দরপ্রস্তাবদাতার (৩ বছরের জন্য) ন্যূনতম গড় বার্ষিক টার্নওভারঃ** ৭১ লাখ টাকা। **একই/সমতুল ধরনের পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় অতীত অভিজ্ঞতার বর্ষসংখ্যাঃ** ৩ বছর; **সমতুল পরিষেবার অতীত অভিজ্ঞতা প্রয়োজনীয় কিনাঃ** হ্যাঁ প্রয়োজনীয়; **অভিজ্ঞতার বছর সংখ্যা এবং টার্নওভারে এমএসই ছাড় ঃ** নেই; **নতুন উদ্যোগের জন্য অভিজ্ঞতার বছর সংখ্যা এবং টার্নওভারে ছাড় ঃ** নেই; **বিক্রেতার নিকট থেকে প্রয়োজনীয় নথিঃ** অভিজ্ঞতার বিষয়াবলি, দরপ্রস্তাবদাতার টার্নওভার, শংসাপত্র (এটিসিতে অনুরোধকৃত), * যদি কোনো কারণে দরপ্রস্তাবদাতা অভিজ্ঞতা/টার্নওভার বিষয়ক ছাড় চান, সেই ছাড় পাওয়ার তিনি যে যোগ্য তা ক্রেতা কর্তৃক যাচাইয়ের জন্য সেই যোগ্যতার সমর্থনে নথি আপলোড করতে হবে। **দরপ্রস্তাবে অংশগ্রহণকারী সকল দরপ্রস্তাবদাতাকে দরপ্রস্তাবদাতাদের দ্বারা আপলোড করা নথিসমূহ আপনারা দেখাতে চান কি ?ঃ** হ্যাঁ; **দরপ্রস্তাব থেকে আরএ কার্যকরীঃ** না; **দরপ্রস্তাবের ধরনঃ** দুই প্যাকেট বিড; **প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন চলাকালীন প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যা প্রদানের অনুমোদিত সময় ঃ** ২ দিন; **মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ** সম্পূর্ণ মূল্যের ওপর মূল্যায়ন; **ই-পিবিজি-র বিশদ বিবরণঃ পরামর্শদাতা ব্যাঙ্কঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া; **ই-পিবিজির শতকরা হার (%)ঃ** ৫.০০। **ই-পিবিজির জন্য মেয়াদকাল (মাস)ঃ** ৪২। (HWH-655/2024-25)

ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নম্বর জিইএম/২০২৫/বি/৫৯৮১৭৮১; তারিখঃ ০৫.০৩.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার(ইএনএইচএম এবং এফআরটি), পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া- ৭১১১০১কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দরপ্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছেঃ **দফার বিভাগ ঃ** পরিষেবার জন্য কাস্টম বিড - এলএলএইচ, বিইকিউ, বিএলওয়াই, ইউপিএ, এইচএমজেড, বিবিএই, বিএইচআর, এমইউইউ, পিডিএ, এমওয়াইএম, বিআরএমএইচ, এইচজিওয়াই, এডিএসটি, বিওআই, আরএসএলআর, পিআরএই, বিজেডএল স্টেশন এবং তার চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকায় বহিরাগত সংস্থা দ্বারা ট্র্যাক থেকে আবর্জনা তোলা সহ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে/হাতেহাতে সাফাই করার কাজ, ভ্যাট থেকে আবর্জনা/বর্জ্য অপসারণ করে...। **সমতুল বিভাগ ঃ** পরিচ্ছন্নতা, সাফাই এবং জীবাণুমুক্ত করার পরিষেবা। **অনুমিত দরপ্রস্তাব মূল্যঃ** ৩,২৫,৮২,২৬১.৪৬ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ সংক্রান্ত বিশদ ঃ পরামর্শদাতা ব্যাঙ্ক ঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া; **প্রদেয় বায়না অর্থ রাশিঃ** ৩,১২,৯২০ টাকা। **আরবিট্রেশন বিষয়ক ধারা ঃ** নেই; **মধ্যস্থতা সম্পর্কিত ধারা ঃ** নেই; **চুক্তির মেয়াদ ঃ** ২ বছর। **দরপ্রস্তাবের বৈধতা (শেষ তারিখ থেকে)ঃ** ৯০ দিন। **দরপ্রস্তাব প্রদান শেষের তারিখ/সময়ঃ** ১৪.০৩.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টোয়। **দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ/সময়ঃ** ১৪.০৩.২০২৫ তারিখ দুপুর ২.৩০ মিনিটে; **অফিসের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিসন; **দরপ্রস্তাবদাতার (৩ বছরের জন্য) ন্যূনতম গড় বার্ষিক টার্নওভারঃ** ১৬৩ লাখ টাকা। **একই/সমতুল ধরনের পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় অতীত অভিজ্ঞতার বর্ষসংখ্যাঃ** ৩ বছর; **সমতুল পরিষেবার অতীত অভিজ্ঞতা প্রয়োজনীয় কিনাঃ** হ্যাঁ প্রয়োজনীয়; **অভিজ্ঞতার বছর সংখ্যা এবং টার্নওভারে এমএসই ছাড় ঃ** নেই; **নতুন উদ্যোগের জন্য অভিজ্ঞতার বছর সংখ্যা এবং টার্নওভারে ছাড় ঃ** নেই; **বিক্রেতার নিকট থেকে প্রয়োজনীয় নথিঃ** অভিজ্ঞতার বিষয়াবলি, দরপ্রস্তাবদাতার টার্নওভার, শংসাপত্র (এটিসিতে অনুরোধকৃত), * যদি কোনো কারণে দরপ্রস্তাবদাতা অভিজ্ঞতা/টার্নওভার বিষয়ক ছাড় চান, সেই ছাড় পাওয়ার তিনি যে যোগ্য তা ক্রেতা কর্তৃক যাচাইয়ের জন্য সেই যোগ্যতার সমর্থনে নথি আপলোড করতে হবে। **দরপ্রস্তাবে অংশগ্রহণকারী সকল দরপ্রস্তাবদাতাকে দরপ্রস্তাবদাতাদের দ্বারা আপলোড করা নথিসমূহ আপনারা দেখাতে চান কি ?ঃ** হ্যাঁ; **দরপ্রস্তাব থেকে আরএ কার্যকরীঃ** না; **দরপ্রস্তাবের ধরনঃ** দুই প্যাকেট বিড; **প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন চলাকালীন প্রযুক্তিগত ব্যাখ্যা প্রদানের অনুমোদিত সময় ঃ** ২ দিন; **মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ** সম্পূর্ণ মূল্যের ওপর মূল্যায়ন; **ই-পিবিজি-র বিশদ বিবরণঃ পরামর্শদাতা ব্যাঙ্কঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া; **ই-পিবিজির শতকরা হার (%)ঃ** ৫.০০। **ই-পিবিজির জন্য মেয়াদকাল (মাস)ঃ** ৩০। (HWH-657/2024-25)

ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

E-tender invited by The Pradhan Ganganandapur Gram Panchayat under Bongaon Dev. Block, North 24 Pgs. **Etender Notice:** 2025_ZPHD_826281_1, 2025_ZPHD_826260_1, 2025_ ZPHD_826238_1, 2025_ZPHD_826223_1, 2025_ZPHD_826206_1 Memo No.105/ Ganga/24-25 Dated-11.03.25 & 2025_ZPHD_826115_1, 2025_ZPHD_826087_1, 2025_ZPHD_826020_1, 2025_ZPHD_825992_1, 2025_ZPHD_825965_1, 2025_ZPHD_825940_1 Memo No. 103/Ganga/24-25 Dated-11.03.2025 More details please visit **https://wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Ganganandapur GP.
Bongaon Block
North 24 Pgs

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
1st Call 1st Corrigendum Notice
N.I.E. EQ. No. 162/PW/Eng/25 Dt. 27-02-25

Bid Submission period: 17.03.25 instead of 10.03.25 Visit to website **www.wbtenders.gov.in** For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

DASPUR-I PANCHAYAT SAMITY
NOTICE INVITING E-TENDER
WBPMID/DAS-I/EO/NIT-10/24-25 (3rd Call), Memo No-189, Date-10/03/2025 & WBPMID/DAS-I/EO/NIT-12/24-25, Memo No-191, Date-10/03/2025

Tender Through inviting by the undersigned from the bonafied and experienced contractor, Registered Engineers Co-Operative societies & labour Co-Operative societies having credential of similar type of work at Daspur-I Panchayat Samity. Bid Submission Start Date- **10.03.2025.** Bid Submission end Date- **17.03.2025.** Bid Opening Date- **20.03.2025 .** For Details Please Visit website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer
Daspur-I Panchayat Samity
Daspur :: Paschim Medinipur

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

ঘুরে ট্যুরে

নেপাল পাহাড়ের রাজকন্যা কণ্যম

গৌতম সরকার

আজ আমি যাইনি বলে সূর্যোদয় ভালো হয়নি, না সূর্যোদয় ভালো হয়নি বলে আমি যাইনি, নাকি যাইনি বলে বলছি ভালো সূর্যোদয় হয়নি, সেসব বিতর্কে সময়ক্ষেপ না করে বরঞ্চ আপনাদের বলি আজ দিনটা কেমন কাটলো। ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটায় অ্যালার্ম দেওয়া সত্ত্বেও দৈনন্দিন অভ্যাসের কারণে পাঁচটা পাঁচে ঘুম ভেঙে গেল। তৈরি হয়ে সাড়ে পাঁচটায় বেরিয়ে বুঝলাম সূর্য বেশ কিছুক্ষণ আগেই উঠে গেছে। অথচ কালকে জনে জনে জিজ্ঞাসা করে উত্তর পেয়েছিলাম সকাল ছটায় সূর্য উঠবে। যেহেতু সূর্যোদয় আজকের আইটিনেরারির 'অবশ্য দ্রষ্টব্য' আইটেমের মধ্যে ছিলোনা তাই একটা ডোন্টকেয়ার অ্যাটিটিউড নিয়ে 'সানরাইজ ভিউ পয়েন্ট'-এর দিকে হাঁটা লাগালাম। পোখরি পেরিয়ে বাসরাস্তায় পৌঁছে চড়াই রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম। গতকাল আমাদের গতায়াত অন্তু পোখরি আর বাসস্ট্যান্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, আজ যত উপরের দিকে উঠি শ্রীঅন্তু নিজেকে পরতে পরতে উন্মুক্ত করতে থাকলো। এলাকা জুড়ে একের পর এক হোমস্টে, দোকানপাট, স্থানীয় মানুষদের বসবাস। কাল যে ছোট্ট একটা অংশকে শ্রীঅন্তু গ্রাম ভেবে নিয়েছিলাম, সেটা সঠিক ছিলোনা। শ্রীঅন্তু গ্রামটি বেশ বড় এবং ছড়ানো। কিছুটা পর গাড়ি চলার পথ শেষ হল, শুরু হলো কাঁচা মাটির পথ। এখান থেকে আপনি ঘোড়াও নিতে পারেন। তবে এক কিলোমিটার ঘন দেওদার-পাইনের ছায়াপথ ধরে পাখির ডাক, হাওয়ার শন শন আর মেঘের ওড়াউড়ি দেখতে দেখতে হেঁটে চলার রোমাঞ্চই আলাদা। প্রায় পঁচিশ মিনিটে এক কিলোমিটার চড়াই পেরিয়ে ওপরের ভিউ পয়েন্টে পৌঁছলাম এবং নেপালী মুদ্রায় পঞ্চাশ টাকা দিয়ে সানরাইজ ভিউপয়েন্টের ভিতরে ঢুকলাম। ভিতরে কয়েকটা চা-কফি-নাস্তার দোকান। পাশ দিয়ে হালকা চড়াইয়ে সিমেন্ট বিছানো পথ, একটা তিনতলা ওয়াচ টাওয়ার আর রেলিং ঘেরা প্রশস্ত প্রান্তর। একদমই যেটা পেলাম না সেটা হল, পারিপার্শ্বিক ভিউ, কারণ আশপাশ সম্পূর্ণভাবে কুয়াশাচ্ছন্ন, দৃশ্যমানতা শূণ্যের কাছাকাছি; আর যেটা পেলাম সেটা হল অপার্থিব পরিবেশে গায়ের উপর মেঘের ওড়াউড়ি।

মেঘবলাকার দল ভীষণ ব্যস্ততার সঙ্গে এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে উড়ে চলেছে।

এবারে আমরা পূর্ব নেপালের কয়েকটি গ্রাম ঘুরবো মনস্থ করে এসেছি তবে এই নেপাল একদম উত্তরবঙ্গ লাগোয়া শিলিগুড়ি থেকে মিরিক হয়ে যে পাঙ্খাবাড়ি রোড দার্জিলিং যাচ্ছে সেই রাস্তার বাঁদিকটা নেপালে আর ডানদিকটা পড়ে পশ্চিমবঙ্গে গতকাল আমরা বর্ডার পেরিয়ে নেপালে এসেছি, এছাড়া পশুপতি মার্কেট দিয়েও ঢোকা যায়

সানরাইজ পয়েন্ট থেকে ফিরে স্নান সেরে ব্রেকফাস্ট করে রিসর্টের হিসেবনিকেশ মিটিয়ে পৌনে দশটা নাগাদ শ্রীঅন্তু ছাড়লাম। শ্রীঅন্তু থেকে কণ্যম সওয়া একঘন্টার পথ, পাহাড়ের ওঠানামা পেরিয়ে পৌঁছলাম ফিক্কল, ফিক্কল থেকে কণ্যম পাঁচ কিলোমিটার। আজ আমরা কণ্যমে থাকবো। অগ্রিম বুকিং নেই, দেখেশুনে কোথাও একটা থাকতে হবে। হোটলে ঢোকার আগে কণ্যম ভিউপয়েন্ট থেকে পাখির চোখে আশপাশ দেখে নিলাম। কণ্যম ছোট জায়গা, সব স্পটগুলোই কাছাকাছি। চা-বাগানের মধ্যে দিয়ে রেলিংঘেরা কয়েকশো সিঁড়ি উঠে গেছে, ওপর থেকে চারপাশের দৃশ্য একশো শতাংশ অনুভবের, লেখনীর ক্ষমতা নেই সেই অনুধাবনের। সেই রমণীয় রূপ উপভোগের সাথে সাথে চা-বাগানের সাথে সেলফি, চা-গাছের গলি-উপগলি পেরিয়ে একবাগান থেকে অন্য বাগানে ছুটে চলা, সবকিছুই স্বপ্ন মনে হবে। ওখান থেকে ফিরে মন্দের ভালো একটা হোটেলে গিয়ে উঠলাম।

কণ্যমকে 'পূর্ব নেপালের রানী বলে অভিহিত করা হয়। দিগন্ত ছোঁয়া চা-বাগানের প্রেক্ষাপটে জায়গাটি সৌন্দর্যের ডালি সাজিয়ে দশ দিকে মুগ্ধতার জাল বিছিয়ে রেখেছে। ৬০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত ২৪০ একর জুড়ে বিস্তৃত গ্রামটির ২০০ একর শুধুই চা বাগান। প্রয়াত রাজা বীরেন্দ্র 'কণ্যম টি এস্টেট'টি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল নেপালের চা-কে আন্তর্জাতিক স্তরে পরিচিত করে তোলা। আকাশ পরিষ্কার থাকলে এখান থেকেও কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়।

দুপুরের খাবার খেতে খেতেই একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। বারান্দায় বসে পাহাড়ি বৃষ্টির টাপুর টুপুর আর গ্যালন গ্যালন মেঘপুঞ্জের যৌথ ওড়াউড়ি দেখতে দেখতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল এলো। বৃষ্টি কমতে কমতে একেবারে থেমে গেল। আমাদের হোমস্টের পাশেই একটা স্কুল আছে। আমরা যখন একটা গ্রামের দিকে যাচ্ছিলাম তখন স্কুল ছুটির পর দলে দলে ছাত্রছাত্রীরা বাড়ি ফিরছিল। গ্রাম ঘুরে বাসরাস্তায় পৌঁছলাম। রাস্তাটাও মনে হয় কোনও শিল্পীর হাতে আঁকা, হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেলাম কণ্যম ম্যালে। যত গাড়ি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে প্রায় সব যাত্রীরা গাড়ি থেকে নেমে ইংরেজিতে 'কণ্যম' লেখাটির সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে।

আমরাও মোটেই সেই দলের বাইরে নই। শেষবেলায় হেঁটে হেঁটে আবার একটা চা-বাগানে গিয়ে পৌঁছলাম। ঠিক সেইসয় সূর্য দিকদিগন্ত রাঙিয়ে অস্ত যাচ্ছে রিসর্টে ফিরে দেখলাম সাময়িক মেঘলা কাটিয়ে বুনো আঁধার পেরিয়ে দূরে জ্বলজ্বল করছে ঝাপা, দার্জিলিং, শিলিগুড়ি আর মিরিকের খন্ডিতাংশ।

আঁটপুরের রাধাগোবিন্দ জিউ মন্দির

ডাঃ শামসুল হক

কলকাতার একেবারে কাছাকাছি অত্যন্ত মনোরম একটা পরিবেশের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা সেই মন্দিরের দিকে চোখ পড়লে পরম তৃপ্তিতে ভরে ওঠে সমগ্ মনটাই। আসলে মন্দিরের গায়ে অঙ্কিত টোরাকাটার সেই কাজগুলো দেখলে মনটাও কেমন যেন উদাস হয়ে ওঠে এবং সেইদিকে তাকিয়ে থাকতেও ইচ্ছে করে বারবারই। একশত ফুট উঁচু সেই মন্দির স্থাপিত হয়েছিল ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। সেইসময়ের বর্ধমানের রাজ দেওয়ান কৃষ্ণদাস মিত্রের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতেই তৈরি হয়েছিল সেই মন্দির। রাধাগোবিন্দ জিউ মন্দির নামে পরিচিত মন্দির সংলগ্ন সেই এলাকা এখন পবিত্র একটা তীর্থস্থান হিসেবে সকলের কাছে পরিচিত হয়েও উঠেছে।

হুগলি জেলার তারকেশ্বর শহরের অতি প্রসিদ্ধ তারকনাথ মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে আঁটপুরের দুরত্ব কুড়ি কিলোমিটার। যাতায়াতের আছে বিশেষ সুবিধাও। তারকেশ্বর থেকে পাওয়া যায় বাস, অটো। প্রয়োজনে ভাড়ার ট্যাক্সিও পাওয়া যায়। কলকাতা থেকেও সরাসরি পৌঁছান যায় আঁটপুরে। আছে খাওয়া এবং থাকার সুব্যবস্থাও। তাই ইচ্ছে করলেই অল্প সময় ও খরচের মাধ্যমেই পৌঁছান যায় সেখানে। দর্শন করা যায় রাধাগোবিন্দ জিউ মন্দিরও। শুধু তাই নয়, এই মন্দিরের কাছাকাছি আছে আরও যে কয়েকটা শিবমন্দির সেখানেও ঘুরতে চলে যান অনেকে। রামেশ্বর, বালেশ্বর, গঙ্গাধর, জলেশ্বর, ফুলেশ্বর ইত্যাদি মন্দিরের আকর্ষণ ও কিন্তু কম নয়।

রাধাগোবিন্দ জিউ এর মন্দিরের গায়ে আছে অজস্র টোরাকোটার কাজ। মন্দির সংলগ্ন চণ্ডীমণ্ডপ এবং দোলমঞ্চ ও দর্শনার্থীদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটা জায়গা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। মন্দিরের গায়ে খোদিত আছে অনেক দেবদেবীর মূর্তি। তবে রাধাকৃষ্ণ, দুর্গা, চণ্ডী দেবীদের একটু বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দেওয়ালে সুন্দরভাবে খোদিত আছে যুদ্ধবিগ্ হের হরেক দৃশ্যাবলীও। আছে অশ্বারোহী, গজবাহী, উটবাহী সৈন্য দলের ছবিও। আছে কামান, বন্দুক সহ অন্যান্য অস্ত্রসস্ত্র হাতে নিয়ে সৈন্যসামন্তের ছবিও। সেখানে দেখা যায় বিভিন্ন ঐতিহাসিক চরিত্রের পাশাপাশি অনেক মুসলমান বাদশা এবং ইউরোপীয়ন সাহেবের ছবিও।

আঁটপুরের রাধাগোবিন্দ জিউ এর মন্দিরের মাটিতে পা রাখলে দেখা মেলে আরও আকর্ষণীয় একটা স্থাপত্যের দিকেও। মন্দিরের উত্তর দিকে অবস্থিত খড়ের ছাউনির নিচে সুসজ্জিত সেই চণ্ডীমণ্ডপের দিকে চোখ পড়লে ভরে ওঠে মনটাও। সেখানে গেলে দেখতে পাওয়া যায় হরেক ধরণের কাঠের কারুকার্যও। আবার মন্দিরের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা পাঁচশো বছরের পুরাতন একটা

বকুল গাছের উপস্থিতিও সমগ্ মন্দির চত্বরটাকে অনেক মায়াময় ও করে তুলেছে।

এই আঁটপুরেরই কৃতী সন্তান বাবুরাম ঘোষ, পরবর্তী সময়ে যিনি স্বামী প্রেমানন্দ নামে সকলের কাছে পরিচিতি লাভ করেছিলেন মনে পড়ে যায় তাঁর কথাও। স্বামী বিবেকানন্দই তাঁকে সেই নামে ডেকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছিলেন। বলা যেতে পারে তাঁকে পুরস্কৃত ও করেছিলেন। একটা সময় আবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও তাঁর খুব কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিলেন।

মাত্র কুড়ি বছর বয়সেই বাবুরাম ঘোষ দক্ষিণেশ্বরের পবিত্র ভূমিতে ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। আর তারপর তিনি নিজে এবং মঠের অন্যান্য শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে ঠাকুরের দেখভালের দায়িত্ব ও নেন। আর সেই কাজ করতে করতে একসময় তিনি সেই বিষয়ে এতটাই দায়িত্ববান হয়ে উঠেছিলেন যে তাঁর ই সন্মানার্থে স্থাপিত হয়েছিল একটা ছাত্রাবাসও। প্রেমানন্দ আশ্রম নামক ছাত্রদের সেই আবাসস্থল এখন অনেক দরিদ্র পড়ুয়াদের অতি নির্ভরযোগ্য একটা আশ্রয়স্থল ও হয়েও উঠেছে।

আঁটপুরের রাধাগোবিন্দ জিউ এর মন্দির এতটাই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল যে সেখানে একে একে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং স্বামী বিবেকানন্দের মোট আটজন শিষ্যও। আর তাঁদের সন্মানার্থে সেখানে গড়ে উঠেছে রামকৃষ্ণ - প্রেমানন্দ আশ্রমও। বর্তমানে সেই আশ্রম রামকৃষ্ণ মিশন দ্বারা পরিচালিত ও হয়।

এই মন্দিরের দৌলতেই এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ও বেশ মজবুত হয়ে উঠেছে। সমগ্র আঁটপুর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, মন্দির এবং মন্দির সংলগ্ন আশ্রম তাঁদের রুজি রোজগারের পথ টাকে ধীরে ধীরে প্রশস্ত করেও তুলেছে। এখানে প্রতিদিন যে সমস্ত দর্শনার্থীরা আসেন তাঁরা কেনাকাটা করেন তাঁদের ই ঘরে তৈরি হরেক ধরণের জিনিসপত্র। আবার পাশের রাজবলহাটের মানুষ ও খুঁজে পেয়েছেন রোজগারের সঠিক পথের ঠিকানা। সেখানকার তাঁতের শাড়ির কথাও কার ও অজানা নয়। তাই সেই শাড়ির দৌলতেই রোজগার বেড়েছে সেই এলাকার তাঁত শিল্পীদেরও।